লাতিন ও গ্রীক পাঠ্য : H. Musurillo (Oxford, 1979) ; Bastiaensen and others (Fondazione Lorenzo Valla, Mondadori 1987) ; পাঠগুলো on-line না থাকায়, যতটা সম্ভব, গ্রীক বা লাতিন বিকল্প পাঠ্যের লিং যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট।

Translation : Sadhu Benedict Moth

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2026

AsramScriptorium বাইবেল - উপাসনা - খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ
AsramSoftware - Donations
Maheshwarapasha - Khulna - Bangladesh

First digital edition : November 1, 2026

Version 1.0 (November 1 2026)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক'রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় শেষ সংস্করণ চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে এখানে ক্লিক করুন। (as may be seen in any Windows file).

সাক্ষ্যমরদের কার্যবিবরণী

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

সূচীপত্র

সঙ্কেতাবলি

মানচিত্র

ভূমিকা

পলিকার্পের সাক্ষ্যমরণ

কার্পোস, পাপিলুস ও আগাথোনিকার সাক্ষ্যমরণ

যুস্তিনুসের কার্যবিবরণী

লুগ্দুন-বাসীদের সাক্ষ্যমরণ

স্কিল্লিউমের সাক্ষ্যমরবৃন্দের কার্যবিবরণী

পের্পেতুয়া ও ফেলিচিতার যন্ত্রণাভোগ কাহিনী

পিওনিউসের সাক্ষ্যমরণ

কিপ্রিয়ানুসের কার্যবিবরণী

মাক্সিমিলিয়ানুসের কার্যবিবরণী

ফিলেয়াসের কার্যবিবরণী

চল্লিশ সাক্ষ্যমরের উইল

সঙ্কেতাবলি

পুরাতন নিয়ম

আদি (আদিপুস্তক)

যাত্রা (যাত্রাপুস্তক)

লেবীয় (লেবীয় পুস্তক)

গণনা (গণনাপুস্তক)

দ্বিঃবিঃ (দ্বিতীয় বিবরণ)

১ শামু (শামুয়েল ১ম পুস্তক)

২ শামু (শামুয়েল ২য় পুস্তক)

১ মাকা (মাকাবীয় বংশচরিত, ১ম পুস্তক)

২ মাকা (মাকাবীয় বংশচরিত, ২য় পুস্তক)

সাম (সামসঙ্গীত-মালা)

প্রবচন (প্রবচনমালা)

প্রজ্ঞা (প্রজ্ঞা পুস্তক)

সিরা (বেন-সিরা)

ইশা (ইশাইয়া)

যেরে (যেরেমিয়া)

এজে (এজেকিয়েল)

দা (দানিয়েল)

হো (হোশেয়া)

জেফা (জেফানিয়া)

জাখা (জাখারিয়া)

নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)

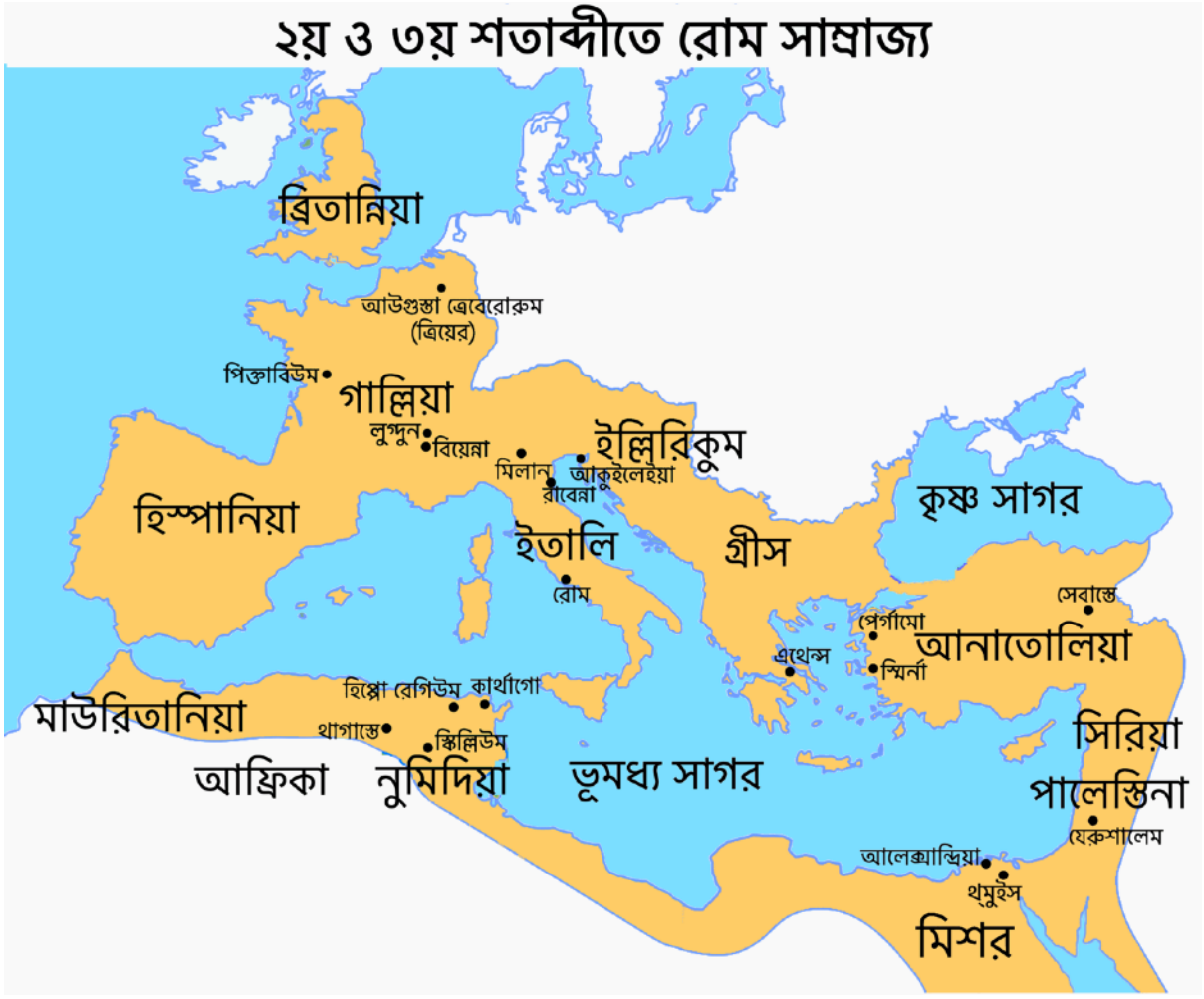
মার্ক (মার্ক-রচিত সুসমাচার)

লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)

যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)

প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)
রো (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)
১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)
২ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)
গা (গালাতীয়দের কাছে পলের পত্র)
এফে (এফেসীয়দের কাছে পলের পত্র)
কল (কলসীয়দের কাছে পলের পত্র)
১ থে (থেসালোনিকীয়দের কাছে ১ম পত্র)
২ থে (থেসালোনিকীয়দের কাছে ২য় পত্র)
হিব্রু (হিব্রুদের কাছে পত্র)
১ পি (পিতরের ১ম পত্র)
২ পি (পিতরের ২য় পত্র)
১ যোহন (যোহনের ১ম পত্র)
প্রকাশ (ঐশপ্রকাশ পুস্তক)

মানচিত্র



আন্তিওখিয়া, এথেন্স, এফেসস, কাইসারিয়া, কার্থাগো, ত্রাল্লেস, থাগাস্তে, থ্মুইস, পের্গামো, ফিলাদেল্ফিয়া, ফ্রিগিয়া, বিয়েন্না, যেরুশালেম, রোম, লুগ্দুন, সিরিয়া, স্কিল্লিউম, স্মির্না, সেবাস্তে

ভূমিকা

‘সাক্ষ্যমরদের কার্যবিবরণী’ কী?

খ্রিষ্টীয় প্রাচীনকাল আমাদের কাছে যথেষ্ট স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের একগুচ্ছ রচনা পৌঁছে দিয়েছে যা সাধারণত Acta Martyrum (আক্তা মার্তিরুম) অর্থাৎ ‘সাক্ষ্যমরদের কার্যবিবরণী’ নামে পরিচিত। এগুলো হল খ্রিষ্টের প্রতি বিশ্বাসের কারণে এক বা একাধিক খ্রিষ্টিয়ানের উপর চাপানো বিচার ও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার বিবরণী।

যাঁরা বাইবেলের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা অবশ্যই জানেন, নূতন নিয়মে ‘প্রেরিতদের কার্যবিবরণী’ নামক এমন পুস্তক অন্তর্ভুক্ত যার রচয়িতা হলেন সেই সাধু লুক যিনি পুস্তকে বিবৃত কতগুলো ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছিলেন ও অন্যান্য ঘটনাগুলো পরের সাক্ষ্য থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। তেমনি, খ্রিষ্টমণ্ডলীর ইতিহাস ক্ষেত্রে, ‘সাক্ষ্যমরদের কার্যবিবরণী’র রচয়িতাগণও এমন ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা ঘটনাগুলোর প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছিলেন ও দরকার হলে পরের সাক্ষ্যও সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

Acta (আক্তা - কার্যবিবরণী) শব্দটা ছাড়া, খ্রিষ্টীয় সাক্ষ্যমরণ সংক্রান্ত প্রাচীন লেখাগুলোকে নির্দেশ করার জন্য Passiones (পাসিওনেস) শব্দটাও ব্যবহৃত যেমন, Passiones Martyrum (পাসিওনেস মার্তিরুম) অর্থাৎ ‘সাক্ষ্যমরদের যন্ত্রণাভোগ কাহিনী’। প্রকৃতপক্ষে ‘সাক্ষ্যমরদের কার্যবিবরণী’ নামক ও ‘সাক্ষ্যমরদের যন্ত্রণাভোগ কাহিনী’ নামক লেখাগুলো মূলত একই; পার্থক্য শুধু এটা যে, ‘সাক্ষ্যমরদের কার্যবিবরণী’-তে সাক্ষ্যমরের প্রশাসনিক বিচারের বর্ণনাই বেশি প্রাধান্য পায়, ও ‘সাক্ষ্যমরদের যন্ত্রণাভোগ কাহিনী’-তে সাক্ষ্যমরের বরণ করা নির্যাতন ও মৃত্যুই বেশি দীর্ঘতর বর্ণনার বিষয়বস্তু।

সাক্ষ্যমরদের কার্যবিবরণী ও যন্ত্রণাভোগ-কাহিনী সংক্রান্ত এই বিশেষ খ্রিষ্টীয় সাহিত্য ২য় শতাব্দীতে শুরু হয়। সেসময় রোম সাম্রাজ্য খ্রিষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে এমন তীব্র নির্যাতন চালাচ্ছিল যে নির্যাতনে অসংখ্য খ্রিষ্টবিশ্বাসী রক্তদান পর্যন্তই আপন বিশ্বাস বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন। এবং তেমন নির্যাতন সেই ৩১৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্তই চলতে থাকে যখন সম্রাট কনস্তান্তিনুস খ্রিষ্টধর্মকে রোম সাম্রাজ্যের সরকারী ধর্ম বলে ঘোষণা করেন; কিন্তু তবুও খ্রিষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে নির্যাতন নানা স্থানে অন্তত আরও এক শতাব্দী পর্যন্ত চলে।

তেমন দীর্ঘ নির্যাতনকালেই বহু সাক্ষ্যমরদের কার্যবিবরণী ও যন্ত্রণাভোগ-কাহিনীর আবির্ভাব হয়, এবং এক্ষেত্রে একথা স্বীকার্য যে, তত সংখ্যক লেখার মধ্যে অনেকগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু তবুও যেগুলো প্রামাণিক বলে স্বীকৃত, সেগুলো সংখ্যায় যথেষ্ট, এবং ঠিক এগুলোর মধ্য থেকেই ক'টা মাত্র বেছে নিয়ে তা-ই এপুস্তকে উপস্থাপিত হল।

শব্দার্থ

১। রোম সাম্রাজ্যে প্রশাসন সংক্রান্ত নানা পদ

এখানে রোম সাম্রাজ্যর প্রশাসন সংক্রান্ত শুধু সেই নানা পদ ব্যাখ্যা করা হয় যা এ পুস্তকে উল্লিখিত।

• magistratus (মাজিস্ত্রাতুস) ম্যাজিস্ট্রেট : রোম সাম্রাজ্যে 'ম্যাজিস্ট্রেট' পদই ছিল সামরিক বা বেসামরিক যত উচ্চতর পদে উন্নীত হওয়ার প্রথম ধাপ। বাস্তবিকই ম্যাজিস্ট্রেট সামিরক ও বেসামরিক ক্ষমতা রাখতেন।

সহজ কথায়, কন্সুল, প্রকন্সুল ইত্যাদি নিম্নলিখিত পদগুলোর অধিকারী হবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট হওয়াই দরকার ছিল। নিচে, যখন গ্রীক ও লাতিন শব্দ দেওয়া আছে, অনুবাদে, যখন বিকল্প কোনও বাংলা শব্দ দেওয়া না থাকে, তখন লাতিন শব্দটাই ব্যবহৃত হবে।

• ὕπατος (হিপাতোস) - consul (কন্সুল) প্রধান শাসনকর্তা : এপদ প্রতি বছর নির্বাচিত সেই দু'জন ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ করত যারা রাজ্যের সর্বোচ্চ সামরিক ও বেসামরিক ক্ষমতা 'পূর্ণ সহযোগিতায়ই' অনুশীলন করতেন। 'পূর্ণ সহযোগিতা' শব্দটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ; বাস্তবিকই 'consul' লাতিন শব্দটার অর্থ এমন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে যে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে 'মত বিনিময় করে'। এজন্য বলা হয়েছে, সেই কন্সুলদ্বয় অর্থাৎ প্রধান শাসনকর্তাদ্বয় 'পূর্ণ সহযোগিতায়ই' অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে 'মত বিনিময়' করেই দেশ চালাতেন। এই ব্যবস্থা রোম রাজ্যের গণতন্ত্রকে চিহ্নিত করল (রোম নগরী খ্রিঃপূঃ ৭৫৩ সনে স্থাপিত হয়েছিল, ও রোম রাজ্যের গণতন্ত্র খ্রিঃপূঃ ৫০৯ সন থেকে শুরু হয় ; 'রোমীয়দের প্রধান শাসনকর্তা' ১ম মাকাবীয় ১৬:২২ ও ১৬:২৩ উল্লিখিত)। লক্ষণীয় বিষয় এটা যে, দু'জন কন্সুল (প্রধান শাসনকর্তা) পূর্ণ সহযোগিতায় রাষ্ট্র পরিচালনা করার মধ্য দিয়ে স্বৈরতন্ত্রের বা একনায়কতন্ত্রের ঝুকি এড়ানো হবে বলে আশা রাখা হত।

তবে, খ্রিঃপূঃ ৪৯ থেকে ৪৪ সনের মধ্যবর্তী সময়ে (অর্থাৎ রোম গণতন্ত্র কালেই) যুলিউস কাইসার নামক একজন কন্সুল (প্রধান শাসনকর্তা) নিজেকে dictator (দিক্তাতোর) অর্থাৎ একনায়ক বা সর্বক্ষমতার অধিকারী শাসক হিসেবে ঘোষণা করেন —প্রথমে এক বছরের জন্য নয়, বরং দশ বছরের জন্য—এবং খ্রিঃপূঃ ৪৪ সনে তিনি নিজেকে 'আজীবন একনায়ক' হিসেবে ঘোষণা করেন। তা সত্ত্বেও, তিনি কখনোই 'আউগুস্তুস'—অর্থাৎ 'মহান', ফলত 'সম্রাট'—উপাধি গ্রহণ করেননি। কিন্তু খ্রিঃপূঃ ৪৪ সনে তাঁকে হত্যা করা হয়।

তা সত্ত্বেও, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আইনত খ্রিঃপূঃ ২৭ সন পর্যন্ত বলবৎ থাকল; সে সময় গাইউস অক্তাবিউস (যিনি সাধারণত অক্তাবিয়ানুস নামে পরিচিত) নামক একজন কন্সুল (প্রধান শাসনকর্তা) নিজেকে 'আউগুস্তুস' (আধুনিক 'সম্রাট' অর্থে) বলে ঘোষণা করেন এবং যুলিউস কাইসারের প্রতি সম্মানার্থে ' কাইসার' উপাধিও গ্রহণ করেন। এইভাবে রোম গণতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং সাম্রাজ্য-শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 'আউগুস্তুস কাইসার' সুসমাচারেও উল্লিখিত (লুক ২:১)। তাঁর উত্তরসূরিরাও ' কাইসার' ও 'আউগুস্তুস' (বা 'আউগুস্তুস কাইসার') উপাধি গ্রহণ করতে শুরু করেন এবং এই উপাধিতেই অভিহিত হন (তাই পরবর্তী নথিপত্রে—এবং বিষয়টি সহজে বোঝার সুবিধার্থে—গ্রিক ও লাতিন পাঠ্যে যেখানেই এই উপাধিগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোর অনুবাদ সর্বদা 'সম্রাট' হিসেবেই করা হবে)।

কন্সুল (প্রধান শাসনকর্তা) ব্যবস্থা টিকে থাকল বটে, যার ফলে বহু সম্রাট আগে কন্সুল (প্রধান শাসনকর্তা) ছিলেন, এমনকি কন্সুলদ্বয় (প্রধান শাসনকর্তাদ্বয়) একসাথে সম্রাটদ্বয় হিসাবে সাম্রাজ্য চালাতেন (যেমন, নিচে, সাধু কিপ্রিয়ানুসের কার্যবিবরণি 'প্রধান শাসনকর্তা সম্রাট বালেরিয়ানুস ও প্রধান শাসনকর্তা সম্রাট গাল্লিয়েনুসের' কথা উল্লেখ করে); কিন্তু এমনটাও ঘটল যে, কোনও না কোনও প্রভাবশালী সেনাপতি কন্সুল (প্রধান শাসনকর্তা) না হয়েও জোর প্রয়োগে নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করলেন। তেমন অবস্থায় ঐতিহ্যগত কন্সুলত্ব (প্রধান শাসনকর্তা) ব্যবস্থা থেকে গেল, কিন্তু সেই কন্সুলদ্বয় (প্রধান শাসনকর্তাদ্বয়) সম্রাটের বা সম্রাটদ্বয়ের অধীনস্থ হয়ে নিজ নিজ প্রায় ক্ষমতাহীন ভূমিকা পালন করতেন; অথবা, সম্রাটদ্বয় নিজেদের উপরে কন্সুল (প্রধান শাসনকর্তা) ভূমিকা আরোপ করতেন।

কালক্রমে, ৩৯৫ খ্রিষ্টাব্দে, রোম সাম্রাজ্য একপ্রকারে দু'ভাগ হয়: প্রাচ্য ও পশ্চিম সাম্রাজ্য; প্রাচ্য সাম্রাজ্যের রাজাসন, নিজ কন্সুল (প্রধান শাসনকর্তা) বা সম্রাট নিয়ে, ছিল কনস্তান্তিনোপলিস, ও পশ্চিম সাম্রাজ্যের রাজাসন, নিজ কন্সুল (প্রধান শাসনকর্তা) বা সম্রাট নিয়ে, যথাক্রমে ছিল মিলান, রাবেন্না ও সেই রোম যা আগেকার একক রোম সাম্রাজ্যের অনন্য রাজধানী হয়েছিল। কিন্তু এটা স্মরণযোগ্য যে, যা আমরা আজকালে 'প্রাচ্য ও পশ্চিম সাম্রাজ্য' বলে থাকি, তা বলা আসলে সঠিক নয়; বরং কন্সুল (প্রধান শাসনকর্তা) বা সম্রাট দু'জন হলেও ও দু'টো রাজাসন থাকলেও তবু রোম সাম্রাজ্য একক ও অভিন্ন সাম্রাজ্য বলে গণ্য ছিল। এই ব্যবস্থা ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চলল: সেই সনে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন হল।

• ἀνθύπατος (আন্থিপাতোস) - proconsul (প্রকন্সুল) প্রদেশশাসক: এঁনারা পদস্থ কন্সুলের (প্রধান শাসনকর্তার) স্থানে তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা অনুশীলন করতেন। (ἀνθύπατος (আন্থিপাতোস) শব্দটা বাইবেলে কেবল প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতেই উল্লিখিত: ১৩:৭; ১৩:৮; ১৩:১২; ১৮:১২; ১৯:৩৪)।

• ἡγεμών (হেগেমোন) - praeses (প্রায়েসেস) প্রদেশপাল: এঁনারা সামরিক ও বেসামরিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে সাম্রাজ্যের নানা প্রদেশ পরিচলনা করতেন। (ἡγεμών (হেগেমোন) শব্দটা বাইবেলের গ্রীক পুস্তকগুলোতে নানা স্থানে উল্লিখিত: মথি ২৭:২ ইত্যাদি; লুক ২:২ ইত্যাদি; প্রেরিত ২৩:২৪ ইত্যাদি; ১ পি ২:১৪)।

• ἄρχων (আর্খোন), ἔπαρχος (এপার্খোস) - praeses (প্রায়েসেস) নগর-অধ্যক্ষ: এঁনারা সামরিক ও বেসামরিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে প্রদেশের কেবল একটা শহর শাসন করতেন।

• χιλίαρχος (খিলিয়ার্খোস) - tribunus (ত্রিবুনুস) সহস্রপতি: অর্থাৎ এক হাজার সৈন্যের অধিনায়ক। সেই অনুসারে তিনি বেবল সামরিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

২। ১ম–৫ম শতাব্দীতে খ্রিষ্টমণ্ডলীতে নানা পদ

• ἐπίσκοπος (এপিস্কপোস) - episcopus (এপিস্কপুস) অধ্যক্ষ: নূতন নিয়মে ব্যবহৃত 'অধ্যক্ষ' শব্দটার অর্থ সেই ব্যক্তিকে নির্দেশ করে যিনি কোন স্থানীয় মণ্ডলীকে দেখাশোনা ও পরিচলনা করতেন। কোন ব্যক্তিকে 'অধ্যক্ষ' পদে শ্রেণিভুক্ত করার অধিকার কেবল প্রভুর প্রেরিতদূতগণ অনুশীলন করতেন; এবং 'অধ্যক্ষ' পদে শ্রেণিভুক্ত

হওয়ার পর সেই ব্যক্তি প্ররিতদূতগণের উত্তরসূরী বলে গণ্য হতেন; যার জন্য, আদি প্রেরিতদূতগণের মৃত্যুর পরে কেবল সেই অধ্যক্ষগণ অন্য ব্যক্তিকে অধ্যক্ষ পদে শ্রেণিভুক্ত করতে পারতেন। আজকালে, লাতিন মণ্ডলীগুলোতে অধ্যক্ষ শব্দের স্থানে প্রচলিত শব্দ হল 'বিশপ'।

সময়ক্রমে, প্রাচ্য মণ্ডলীতে, ἐπίσκοπος (এপিস্কপোস) অর্থাৎ 'অধ্যক্ষ' শব্দের বদলে উপরোল্লিখিত ἔπαρχος (এপার্খোস) অর্থাৎ 'নগর-অধ্যক্ষ' নামটাই প্রাধান্য পায়।

উপসংহারে, আজকালে, লাতিন মণ্ডলী 'বিশপ' নাম ব্যবহার করে, ও প্রাচ্য অর্থাৎ অর্থোডক্স মণ্ডলী 'এপার্খোস' নামটা ব্যবহার করে: নাম দু'টো আলাদা হলেও তবু উভয়ের ব্যবহারিক অর্থ সমান, অর্থাৎ 'অধ্যক্ষ'।

- πρεσβύτερος (প্রেস্বিতেরোস) - presbyterus (প্রেস্বিতেরুস) প্রবীণ। নূতন নিয়মে ব্যবহৃত 'প্রবীণ' শব্দটার অর্থ সেই ব্যক্তিকে নির্দেশ করে যিনি স্থানীয় মণ্ডলীর কোন খ্রিষ্টসমাজকে দেখাশোনা ও পরিচলনা করতেন। কোন ব্যক্তিকে 'প্রবীণ' পদে শ্রেণিভুক্ত করার অধিকার কেবল একজন বিশপ অনুশীলন করতে পারেন। আজকালে, নূতন নিয়ম ভিত্তিক 'প্রবীণ' শব্দের স্থানে প্রচলিত আরো নানা শব্দও রয়েছে, যেমন 'পুরোহিত'।
- διάκονος (দিয়াকোনোস) - diaconus (দিয়াকোনুস) পরিসেবক।
- μάρτυς (মার্তুস) - martyr (মার্তির) সাক্ষী বা সাক্ষ্যদাতা। নূতন নিয়মে শব্দটা সাধারণত মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। কিন্তু, পরবর্তীকালে, যখন খ্রিষ্টমণ্ডলীর বিরুদ্ধে রক্তাক্ত নির্যাতন শুরু হয়, তখন শব্দটা দু'টো অর্থে ব্যবহৃত হয়: যাঁরা নির্যাতনকালে প্রভুর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেন কিন্তু কঠোর উৎপীড়নের ফলে মৃত্যুবরণ করতেন না অর্থাৎ বেঁচে থাকতেন, তাদের 'বিশ্বাসের সাক্ষ্যদাতা' বলা হত, ও যাঁরা সাক্ষ্য দেবার সময়ে উৎপীড়নের ফলে মৃত্যুবরণ করতেন, তাদের সাক্ষ্যমর নামে সম্মানিত করা হত। 'বিশ্বাসের সাক্ষ্যদাতাগণ' জীবনকালে নিজ নিজ স্থানীয় মণ্ডলীতে বিশপের পরে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।
- μακάριος (মাকারিয়োস) - beatus (বেয়াতুন) সুখী: যিশু আপন অনুসারীদের 'সুখী' বলেছিলেন, বিশেষভাবে তখনই, যখন তারা নির্যাতনের সম্মুখীন হবে (মথি ৫:১১ দ্রঃ)। সেই অনুসারে দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত খ্রিষ্টিয়ানগণ 'সুখী' বলে

অভিহিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে যাঁরা প্রভুর জন্য প্রাণ দিতেন, সেই সাক্ষ্যমরদেরই বিশেষভাবে 'সুখী' উপাধির যোগ্য গণ্য ছিলেন। এদিকে εὐλογημένος (এউলোগেমেনোস) - benedictus (বেনেদিক্তুস) 'ধন্য' উপাধিটা কেবল ঈশ্বরের ক্ষেত্রেই আরোপণীয় ছিল।

৩। রোম সাম্রাজ্য কালে চিত্তবিনোদন সংক্রান্ত নানা স্থান

সেকালে চিত্তবিনোদন সংক্রান্ত ক'টা স্থান প্রচলিত ছিল যেগুলোর নাম বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা কঠিন।

• θέατρον (থেয়াত্রন) - theatrum (থেয়াত্রুম) নাট্যশালা: এটা ছিল নাটক ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার এমন স্থান যার এক মাথা মঞ্চের জন্য ব্যবহৃত ছিল। দর্শকেরা মঞ্চের অপর দিকে বসত (এ শব্দ কেবলমাত্র 'পিওনিউসের সাক্ষ্যমরণ'-এ উল্লিখিত বিধায়, তার ছবি সেইখানে প্রদর্শিত।)।

• ἀμφιθέατρον (আম্ফিথেয়াত্রন) - amphitheatrum (আম্ফিথেয়াত্রুম): এটা ছিল বন্যজন্তুদের বিরুদ্ধে লড়াই, খড়্গধারীদের মধ্যে লড়াই, ইত্যাদি ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার জন্য ব্যবহৃত এমন অর্ধ-উপবৃত্তাকার আকৃতির স্থান। মাঝখানে সেই ক্রীড়াঙ্গন ছিল যেখানে প্রকৃত ক্রীড়া চলত, ও দর্শকেরা চারপাশের পাথরের ধাপে বসত।

• στάδιον (স্তাদিয়োন) - stadium (স্তাদিউম): যেমন রোমান মাইল এক হাজার পদক্ষেপের (অর্থাৎ ১৭৬০ গজের) সমান ছিল, তেমনি গ্রীক স্তাদিয়োন ও রোমান স্তাদিউম ছিল ৬০৭ ফুটের সমান। পরিমাপের এই এককটিই মানব-দৌড় ও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার ক্রীড়াঙ্গনের নামকরণের উৎপত্তি। দর্শকেরা এই অর্ধ-উপবৃত্তাকার স্থানের চারপাশের পাথরের ধাপে বসত। স্তাদিয়োন ও স্তাদিউম এ শব্দদ্বয় থেকেই 'স্টেডিয়াম' প্রচলিত বাংলা শব্দের উৎপত্তি।

সুতরাং, অনুবাদে, গ্রীক ও লাতিন 'আম্ফিথেয়াত্রন' ও 'আম্ফিথেয়াত্রুম' শব্দদ্বয়ের জন্য উপযুক্ত কোনও বাংলা শব্দ না থাকায় '**ক্রীড়াভূমি**' শব্দটা ব্যবহৃত, এবং 'স্তাদিয়োন' ও 'স্তাদিউম' শব্দদ্বয়ের জন্য বাংলায় প্রচলিত '**স্টেডিয়াম**' শব্দটা ব্যবহৃত।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় রোম সাম্রাজ্য কালের ক্রীড়াভূমি ও স্টেডিয়ামের ক'টা ছবি প্রদর্শিত

প্রাচীন ক্রীড়াভূমি

(বাইরের ও ভিতরের দৃশ্য)





ক্রীড়াভূমির ক্রীড়াঙ্গনে নানা খেলা অনুষ্ঠিত হত, যেমন খড়্গধারীদের খেলা, বন্যজন্তুদের মুখে ফেলানো খ্রিষ্টিয়ানদের খেলা, ইত্যাদি খেলা।

প্রাচীন রোমের স্টেডিয়াম



স্টেডিয়ামে নানা ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত।
ছবিতে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা প্রদর্শিত।

স্মির্নার বিশপ পবিত্র পলিকার্পের সাক্ষ্যমরণ

১১০ থেকে ১১৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে যখন আন্তিওখিয়ার বিশপ ইগ্নাসিউসকে সাক্ষ্যমরণ বরণ করার জন্য রোমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন পলিকার্প ছিলেন স্মির্না মণ্ডলীর বিশপ; যাত্রাপথে বিশপ ইগ্নাসিউস যেসব পত্র লেখেন, সেগুলোর মধ্যে একটি বিশেষত পলিকার্পের উদ্দেশে লেখা।

তিনি খুব অল্প বয়সেই খ্রিষ্টিয়ান হন এবং প্রেরিতদূত যোহন ও যিশুর অন্যান্য শিষ্যদের সংস্পর্শে আসেন।

পরবর্তীতে, আনিকেতুস রোমের বিশপ (অর্থাৎ পোপ) থাকাকালীন (১৫৪/৫–১৬৫/৬), বিশপ পলিকার্প পাস্কাপর্ব পালন নিয়ে রোম ও এশিয়ার (অর্থাৎ বর্তমানকালীন পশ্চিম তুরস্কের) মধ্যকার মতপার্থক্য নিরসনের প্রচেষ্টায় রোমে যান।

বৃদ্ধ বয়সে সংঘটিত তাঁর সাক্ষ্যমরণের তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে; বিভিন্ন হিসাবে এই তারিখটা ১৫৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৬৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারীর মধ্যবর্তী কোনো এক সময় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সাক্ষ্যমরণের বিবরণ পাওয়া যায় ফ্রিগিয়া-স্থিত ফিলোমেলিউম মণ্ডলীর কাছে স্মির্না মণ্ডলীর প্রেরিত একটি পত্রে, যা ঘটনাটা ঘটার এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে লেখা হয়েছিল।

‘স্মির্নার বিশপ পবিত্র পলিকার্পের সাক্ষ্যমরণ’ প্রৈরিতিক পিতৃগণ পুস্তকেও অন্তর্ভুক্ত।

বিকল্প গ্রীক পাঠ্যের লিং (যা অনুবাদের জন্য ব্যবহৃত পাঠ্য থেকে একটু ভিন্ন হতে পারে)।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২

স্মির্নায় প্রবাসী ঈশ্বরমণ্ডলী ফিলোমেলিওনে প্রবাসী ঈশ্বরমণ্ডলীর সমীপে, এবং পবিত্র কাথলিক মণ্ডলীর [১] সর্বস্থানে প্রবাসী সকল স্থানীয় মণ্ডলীর সমীপে: পিতা ঈশ্বরের ও আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দয়া, শান্তি ও ভালবাসা তোমাদের মধ্যে অধিকমাত্রায় বৃদ্ধিশীল হোক।

১ [১] ভ্রাতৃগণ, তোমাদের কাছে লিখতে বসেছি সাক্ষ্যমরদের কাহিনী, বিশেষভাবে সেই সুখী পলিকার্পেরই কাহিনী যিনি, কেমন যেন একটা সীল মেরে, নিজের সাক্ষ্যমরণ দ্বারা নির্যাতন বন্ধ করে দিয়েছেন। কেননা যা কিছু আগে ঘটেছে তা প্রায় এমনভাবেই ঘটেছে যাতে প্রভু ঊর্ধ্ব থেকে সুসমাচার অনুযায়ী [২] প্রকৃতই এক সাক্ষ্য আমাদের দেখাতে পারেন। [২] কেননা প্রভুই যেমন, পলিকার্পও তেমনি অপেক্ষা করলেন যাতে তাঁকে [শত্রুহাতে] তুলে দেওয়া হয়, আর তেমনটি করলেন যেন আমরা তাঁর অনুকারী হতে পারি, কেননা নিজেদের শুধু নয়, পরেরও মঙ্গলের বিষয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত [৩]। বস্তুত নিজের পরিত্রাণ শুধু নয়, সকল ভাইদেরও পরিত্রাণ বাসনা করাই প্রকৃত ও স্থিতমূল ভালবাসার চিহ্ন।

২ [১] তাই সেই সকল সাক্ষ্যমরণই সুখময় ও সত্যাশ্রয়ী যেগুলো ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে ঘটেছিল, কেননা আমাদের অধিক সতর্ক থাকা উচিত, ও সবকিছুর উপর পূর্ণ অধিকার তাঁকেই আরোপণীয় [৪]।

[২] বস্তুতপক্ষে সাক্ষ্যমরদের মর্যাদা, তাঁদের নিষ্ঠতা, ও মহাপ্রভুর প্রতি তাঁদের ভালবাসায় কেই বা আশ্চর্য হবে না? কেননা কশাঘাতে তাঁরা এতই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন যে, তাঁদের শরীরের গভীর কাঠামো, তাঁদের শিরা ও উপশিরাও দেখা যেত, অথচ তাঁরা এমনভাবে এসব সহ্য করছিলেন যে, দর্শক নিজেরাও দয়াবিষ্ট ও শোকাচ্ছন্ন হত। এমনকি, তাঁদের কেউ কেউ এমন সাহস দেখিয়েছিলেন যে, তাঁরা কেউই ক্রন্দন করলেন না, চিৎকারও করলেন না: আমাদের সকলের কাছে এ স্পষ্টই ছিল যে, তাঁদের পীড়নের সময়ে খ্রিষ্টের সাহসপূর্ণ সাক্ষ্যমরবৃন্দ দেহ-বহির্গত ছিলেন, কিংবা, আরও সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে, প্রভুই তাঁদের পাশে পাশে ছিলেন ও তাঁদের সঙ্গে কথা বলছিলেন [৫]। [৩] এভাবে, খ্রিষ্টের অনুগ্রহকে আঁকড়িয়ে ধরে তাঁরা পার্থিব যত পীড়ন তুচ্ছ করছিলেন, আর তাতে কেবল এক ঘণ্টারই পীড়নের মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবন অর্জন করছিলেন। তাঁদের হিংস্র পীড়কদের আগুনও তাঁদের কাছে শীতলই ছিল, কেননা নিজেদের চোখের সামনে তাঁরা সেই অনন্ত অনির্বাণ আগুন রাখছিলেন যা এড়াতে চাচ্ছিলেন, এবং মনশ্চক্ষুতে সেই সমস্ত মঙ্গলদানের দিকে দৃষ্টি রাখছিলেন যেগুলো তাদেরই জন্য পূর্বনিরূপিত যারা সহনশীল হয়েছে: মঙ্গলদানগুলো এমন যা কোন কান শোনেনি, কোন চোখ দেখেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে-মনে যা কখনও ভেসে ওঠেনি [৬];

কিন্তু প্রভু তা তাঁদের দেখাচ্ছিলেন যেহেতু তাঁরা ইতিমধ্যে আর মানুষ ছিলেন না, ছিলেন স্বর্গদূত।

[৪] একই প্রকারে, যাঁরা বন্যজন্তুদের মুখে নিক্ষিপ্ত হওয়ার দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন, তাঁরাও, ধারালো শঙ্খগুলোর উপরে শায়িত হয়ে ও সবধরনের পীড়নে নিপীড়িত হয়ে, অত্যন্ত জঘন্য পীড়ন সহ্য করেছিলেন; আসলে, সেই স্বৈরশাসক সুদীর্ঘ পীড়নের মধ্য দিয়ে এমনটি চেষ্টা করছিল যাতে, সম্ভব হলে, তাঁরা বিশ্বাস অস্বীকার করেন।

৩ [১] বস্তুতপক্ষে দিয়াবল কতগুলো ফাঁদই না তাঁদের জন্য পেতেছিল; কিন্তু, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কেননা সেই দিয়াবল সবার উপরে জয়ী হতে পারেনি। আর তা ঘটল যেহেতু অত্যন্ত সাহসী গের্মানিকুস নিজের নিষ্ঠা দ্বারা ভয় থেকে তাদের পুনরুজ্জীবিত করলেন; এমনকি বন্যজন্তুদের সঙ্গে লড়াইতে তিনি প্রাণবন্ত নৈপুণ্য প্রদর্শন করলেন। কেননা, যখন প্রদেশশাসক তাঁর মন পাল্টাবার চেষ্টায় তাঁর যৌবনের কথা ভাবতে সনির্বন্ধ আবেদন জানালেন [৭], তখন তিনি শক্তি-প্রদর্শন স্বরূপ জন্তুটাকে নিজের প্রতি খোঁচাতে লাগলেন; এতে তিনি এ অন্যায্য ও বিধানবিহীন জীবন থেকে যত শীঘ্রই নিজেকে মুক্ত করে দেওয়ার বাসনা দেখালেন। [২] তাই উপস্থিত গোটা জনতা ধর্মিষ্ঠ ও ঈশ্বরপ্রেমিক খ্রিষ্টিয়ানদের সাহসে আশ্চর্য হয়ে চিৎকার করতে লাগল, 'এই নাস্তিকদের মৃত্যু হোক! [৮]। পলিকার্পকে খুঁজে বের করা হোক!'

৪ [১] জাতিতে ফ্রিগীয় ও ফ্রিগিয়া থেকে সম্প্রতিকালেই মাত্র আগত কুইন্তুস নামক একজন লোক বন্যজন্তুদের দেখেই ভয়ে অভিভূত হল। সে-ই ছিল সেই ব্যক্তি যে নিজে থেকেই নিজেকে ধরিয়ে দিয়েছিল ও অন্যদেরও স্বেচ্ছায় নিজেদের ধরিয়ে দিতে বাধ্য করেছিল। অথচ প্রদেশশাসক যথেষ্ট কাকুতি-মিনতির পর তাকে [দেব-দেবীর দিব্যি দিয়ে] শপথ করতে ও বলিদান দিতে রাজি করিয়েছিলেন। ভ্রাতৃগণ, এই কারণেই আমরা তাদের সমর্থন করি না যারা নিজে থেকে নিজেদের ধরিয়ে দেয়; না, সুসমাচার এধরনের শিক্ষা দেয় না [৯]।

৫ [১] কিন্তু সেই অত্যন্ত প্রশংসনীয় পলিকার্প একথা শুনে প্রথমে তত বিচলিত হলেন না; এমনকি তিনি ইচ্ছা করছিলেন শহরেই থাকবেন, কিন্তু অধিকাংশ ভাইয়েরা তাঁকে চুপে চুপে চলে যেতে অনুরোধ করলেন। তাই তিনি শহর থেকে তত দূরবর্তী নয় এমন

এক ছোট খামার-বাড়িতে চুপে চুপে চলে গেলেন আর সেখানে অল্প কয়েকজন ভাইয়ের সঙ্গে থেকে তাঁর অভ্যাসমত দিনরাত অন্য কিছুই না করে সকলের জন্য ও বিশ্বময় সকল মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা করলেন।

[২] তখন এমনটি ঘটল যে, তাঁর গ্রেপ্তারের তিন দিন আগে তিনি প্রার্থনাকালে একটা দর্শন পেলেন: তিনি দেখলেন, নিজের বালিশ আগুনে পুড়ে গেছে। তিনি ফিরে তাঁর আপনজনদের বললেন, 'আমাকে জিয়ন্তই পুড়তে হবে।'

৬ [১] যেহেতু তাঁর অনুসন্ধান অবিরতই চলছিল সেজন্য তিনি অন্য এক খামার-বাড়িতে চলে গেলেন, ও যারা তাঁর খোঁজ করছিল তারা অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে এসে পড়ল। তাঁকে খুঁজে না পেয়ে তারা দু'জন দাসকে গ্রেপ্তার করল, আর এই দু'জনের একজন পীড়নের চাপে কথা বলল। [২] আসলে, পলিকার্পের পক্ষে নিজেকে লুকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কেননা তাঁর নিজের বাড়ির লোকেরাই তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছিল [১০]।

তাছাড়া, হেরোদ কুখ্যাত নামের অধিকারী পুলিস-প্রধান তাঁকে স্টেডিয়ামে নিয়ে যাবার জন্য খুবই ব্যস্ত ছিলেন যাতে করে, খ্রিষ্টের সহভাগী হওয়ার মাধ্যমে পলিকার্প নিজের জন্য নিরূপিত নিয়তি পূরণ করতে পারেন, ও তাঁর বিশ্বাসঘাতকেরা যুদার একই শাস্তি ভোগ করে।

৭ [১] তাই সেই দাসকে সঙ্গে নিয়ে পুলিস ও অশ্বারোহী বাহিনী এক শুক্রবারে মুটামুটি সান্ধ্যভোজের সময়ে এক দস্যুকেই ধরতে যাচ্ছেই যেন অস্ত্রসজ্জিত হয়ে বেরিয়ে গেল [১১]।

সন্ধ্যা অনেক গড়িয়ে গেছিল এমন সময় তারা কাছে এসে পড়ল। তারা তাঁকে উপরতলায় এক ছোট কক্ষে শোয়া অবস্থায় পেল। ইচ্ছা করলে তিনি তখনও পালিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু তা করতে বিমত হলেন; বললেন, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হোক [১২]।' [২] সুতরাং, যখন তিনি টের পেলেন তারা এসে গেছে তখন নিচে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন, এবং উপস্থিত যারা তারা সবাই তাঁর বৃদ্ধ বয়স ও সাহসের জন্য অবাক হল; এবং এতেও অবাক ছিল যে, কেনই বা কেবল এত বৃদ্ধ মানুষকে গ্রেপ্তার করার জন্য তেমন বড় ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

তিনি সাথে সাথে আজ্ঞা দিলেন যেন তাদের খুশিমত তাদের সামনে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা হয়, ও তাদের অনুরোধ করলেন যেন শান্তশিষ্টভাবে প্রার্থনা করার জন্য তাঁকে এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়। [৩] তারা তাতে সম্মত হলে তিনি পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে [১৩] প্রার্থনা করতে লাগলেন; তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহে এতই পূর্ণ ছিলেন যে দু' ঘণ্টা ধরে তাঁকে থামানো সম্ভব হল না; তাতে শ্রোতা সকলেই অবাক ছিল, এমনকি তাদের অনেকেই তেমন পূজনীয় বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিল বলে দুঃখিত হল।

৮ [১] অবশেষে তিনি প্রার্থনা শেষ করলেন; প্রার্থনাকালে তিনি ছোট-বড় উঁচু-নিচু শ্রেণির সেই সকল মানুষকেই স্মরণ করেছিলেন যারা জীবনকালে তাঁর সংস্পর্শে এসেছিল, বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়া গোটা কাথলিক মণ্ডলীকেও বিশেষভাবে স্মরণ করেছিলেন। এভাবে চলে যাওয়ার সময় এল। একটা গাধার পিঠে বসিয়ে দিয়ে তারা তাঁকে শহরে নিয়ে গেল: সেই দিন ছিল মহা-শাব্বাৎ দিন। [২] পুলিস-প্রধান হেরোদ ও হেরোদের পিতা নিকেতাস এগিয়ে এসে তাঁকে রথে স্থান দিল, এবং নিজেরা তাঁর পাশে বসে তাঁর মন পাল্টাতে চেষ্টা করছিল; তারা বলত, 'কাইসারই প্রভু, একথা বলা, বলি দেওয়া ও অন্যান্য পূজনকর্ম সাধন করা, এবং এইভাবে প্রাণ রক্ষা করা, এতে কী দোষ?' [১৪]

শুরুতে তিনি কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু যেহেতু তারা তাদের সেই কথা বলায় বিরত ছিলেন না, সেজন্য তিনি বললেন, 'আপনারা আমাকে যে পরামর্শ দিচ্ছেন, তা পালন করার কোনও ইচ্ছা আমার নেই।'

[৩] তাই, তাঁর মন পাল্টাবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে তারা হুমকিভরা সুরে তাঁকে কথা বলল, এবং রথ থেকে তাঁকে এমন রুক্ষভাবে নামিয়ে দিল যে তাঁর এক পায়ের চামড়া ছিলে গেল। এসব কিছুতে মনোযোগ না দিয়ে, তাঁর যেন কিছুই ঘটেনি, তিনি আগ্রহভরে ও দ্রুতবেগে পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেলেন। এভাবে তাঁকে স্টেডিয়ামে আনা হল; সেখানে ইতিমধ্যে এমন চিল্লাচিল্লি হচ্ছিল যে, একে অন্যের কথা কেউ শুনতে পাচ্ছিল না।

৯ [১] পলিকার্প স্টেডিয়ামে প্রবেশ করছেন এমন সময় স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠ ধ্বনিত হল, 'পলিকার্প, বলবান হও, দেখাও তুমি বীরপুরুষ।'

কে যে সেই বাণী উচ্চারণ করেছিল, যদিও কেউই তাকে দেখতে পায়নি, তবু আমাদের ভাইয়েরা, যারা উপস্থিত ছিল, তারা তা শুনতে পেল।

কিছুক্ষণ পরে, যখন তাঁকে সেখানে আনা হচ্ছিল, তখন যারা শুনেছিল তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, সেই ভিড় থেকে বিরাট এক চিল্লাচিল্লি উঠল।

[২] তাঁকে প্রদেশশাসকের সামনে আনা হলে প্রদেশশাসক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি পলিকার্প?' তিনি সায় দিলে প্রদেশশাসক বিশ্বাস অস্বীকার করতে তাঁকে রাজি করানোর চেষ্টায় বললেন: 'আপনার বয়সের কথা ভাবুন।' এবং তাদের অভ্যাসমত এধরনের অন্য অন্য কথাও বললেন যেমন, 'কাইসারের রক্ষক আত্মার দিব্যি দিয়ে শপথ করুন; মন ফেরান; নাস্তিকদের মৃত্যু হোক চিৎকার করুন।'

তখন পলিকার্প স্টেডিয়ামে উপস্থিত সেই বিধানবিহীন বিধর্মী জনতার দিকে কটাক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাদের দিকে হাত বাড়ালেন, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, ও স্বর্গের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, নাস্তিকদের মৃত্যু হোক!'

[৩] প্রদেশশাসক এই বলে তাঁকে চাপ দিচ্ছিলেন, 'শপথ করুন, আর আমি আপনাকে ছাড়ব। খ্রিষ্টকে অভিশাপ দিন!'

পলিকার্প উত্তরে বললেন, 'ছিয়াশি বছর ধরে তাঁর সেবা করে আসছি [১৫]; আর তিনি তো কখনও আমার কোনও ক্ষতি করেননি। তাই কী করেই বা আমার রাজা ও ত্রাণকর্তার নিন্দা করব?'

১০ [১] কিন্তু যখন প্রদেশশাসক আরও চাপ দিতে গিয়ে বললেন, 'কাইসারের রক্ষক আত্মার দিব্যি দিয়ে শপথ করুন', তখন পলিকার্প উত্তরে বললেন, 'আপনি যদি এতে নিজেকে ভোলাচ্ছেন যে, আমি আপনার কথামত কাইসারের রক্ষক আত্মার দিব্যি দিয়ে শপথ করব, এবং আমি যে কে তা না জানবার ভান করছেন, তাহলে স্পষ্টভাবেই শুনে নিন: আমি খ্রিষ্টিয়ান। আর যদি আপনি খ্রিষ্টধর্মতত্ত্বের বিষয়ে অবগত হতে ইচ্ছা করেন, তাহলে একটা দিন নির্দিষ্ট করে সেইদিন আমাকে শুনুন।'

[২] প্রদেশশাসক উত্তরে বললেন, 'জনতারই মন জয় করতে চেষ্টা করুন!' [১৬]

আর পলিকার্প বললেন, 'আমি আপনাকেই মাত্র আমার কথা শুনবার যোগ্য মনে করি, কেননা আমাদের এশিক্ষা দেওয়া হয়েছে যেন ঈশ্বর দ্বারা নিযুক্ত সমস্ত আধিপত্য ও অধিকারকে দেয় সম্মান আরোপ করি [১৭]; তেমনটা আমাদের নীতি বিরুদ্ধ নয়। কিন্তু সেই সকল মানুষকে আমি আমার পক্ষসমর্থনের বাণী শুনবার যোগ্য মনে করি না।'

১১ [১] তখন প্রদেশশাসক বললেন, 'আমার বন্যজন্তু আছে; আপনি মন না ফেরালে আপনাকে তাদের মুখে ফেলে দেব।'

তিনি বললেন, 'সেই জন্তুদের ডাকুন! আমাদের পক্ষে উত্তম থেকে সেটার চেয়ে খারাপ অবস্থায় মন ফেরানো সম্ভব নয়; অপরদিকে অনিষ্ট থেকে ধর্মময়তায়ই মন ফেরানো সমীচীন।'

[২] তিনি তাঁকে আবার বললেন, 'আপনি যখন বন্যজন্তুদের তুচ্ছই করেন, তখন মন না ফেরালে আপনাকে আগুনে বিলীন করিয়ে দেব।'

কিন্তু পলিকার্প উত্তরে বললেন, 'আপনি এমন আগুনের কথা বলে আমাকে হুমকি দিচ্ছেন যে আগুন ক্ষণিকের জন্য পুড়ে শীঘ্র্যই নিভে যায়। আপনি তো আসন্ন বিচারের ও অনন্ত দণ্ডাদেশের সেই আগুনেরই কথা জানেন না যা ভক্তিহীনদের অপেক্ষায় আছে। আপনি কিন্তু ইতস্তত করছেন কেন? আসুন, যা ইচ্ছা করেন সেইমত করে যান।'

১২ [১] একথা ও আরও অনেক কথা বলতে বলতে তিনি সাহসে ও আনন্দে পরিপূর্ণ ছিলেন, ও তাঁর মুখমণ্ডল এমন অনুগ্রহে পূর্ণ ছিল যে, তাঁকে যা বলা হচ্ছিল তিনি সেটার ভয়ে ধসে পড়ছিলেন না শুধু নয়, বরং প্রদেশশাসকই আত্মহারা হচ্ছিলেন। তাই তিনি স্টেডিয়ামের মাঝখানে তাঁর ঘোষককে প্রেরণ করলেন যে তিনবার ঘোষণা করল, 'পলিকার্প স্বীকার করেছে তিনি খ্রিষ্টিয়ান [১৮]।'

[২] ঘোষক একথা ঘোষণা করলেই স্মির্না-নিবাসী সেই বিধর্মীদের ও সেই ইহুদীদের উত্তেজিত জনতা উদম্য রোষের সঙ্গে জোর গলায় চিৎকার করে বলতে লাগল, 'সে-ই এশিয়ার [১৯] শিক্ষাগুরু, খ্রিষ্টিয়ানদের পিতা, আমাদের দেবতাদের বিনাশক; সে-ই বহুজনকে বলি না দিতে ও পূজা না করতে শেখায়!' [২০]

এসমস্ত কথা চিৎকার করতে করতে তারা এশিয়া-পাল [২১] ফিলিপকে বলল তিনি যেন পলিকার্পের বিরুদ্ধে একটা সিংহ লেলিয়ে দেন। তিনি কিন্তু উত্তরে বললেন তাঁর তেমন অধিকার নেই যেহেতু বন্যজন্তুদের নিয়ে ক্রীড়া-পর্ব ইতিমধ্যে শেষ হয়েছিল [২২]। [৩] তারা তখন এ ভাল মনে করল, তারা এককণ্ঠে চিৎকার করে চাইবে পলিকার্পকে জিয়ন্তই পুড়িয়ে দেওয়া হোক, কেননা তাঁর বালিশ সংক্রান্ত যে দর্শন তিনি পেয়েছিলেন যখন প্রার্থনাকালে তা পুড়তে দেখেছিলেন ও তাঁর বিশ্বস্তজনদের দিকে ফিরে পূর্বঘোষণা করেছিলেন 'আমাকে জিয়ন্তই পুড়তে হবে, সেই দর্শন অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করার কথা।

১৩ [১] ঘটনাগুলো অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘটেছিল, সেগুলো বর্ণনা বরতে যে সময় লাগে, তার চেয়েও দ্রুত: একপলকেই জনতা কারখানা ও পৌর স্নানাগার থেকে জ্বালানি কাঠ ও ঝোপঝাড় সংগ্রহ করতে লাগল; একাজে ইহুদীরা, তাদের অভ্যাসমত [২৩], অধিক একাগ্রতার সঙ্গেই যোগ দিল।

[২] চিতা প্রস্তুত হলে পলিকার্প সব কাপড় ফেলে ও বন্ধনী খুলে দিয়ে জুতোও খুলতে চেষ্টা করছিলেন। তা এমন কাজ যা তিনি আগে কখনও করেননি, কেননা তাঁর প্রতিটি বিশ্বস্তজন সবসময় প্রতিযোগিতা করছিল কে কে সকলের চেয়ে শীঘ্রই তাঁর দেহ স্পর্শ করতে পারবে। আসলে তিনি তাঁর পুণ্যাচরণের জন্য সাক্ষ্যমরণের আগেও অধিক সম্মানের পাত্র ছিলেন।

[৩] তবে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চারপাশে সেই সব যন্ত্র লাগানো হল যা চিতার জন্য প্রয়োজন। কিন্তু ওরা তাঁকে পেরেক দিয়ে বিদ্ধ করতে গেলেই তিনি বললেন: 'তোমরা আমাকে এমনি এভাবেই রাখ; কেননা যিনি আমাকে সহ্য করার মত আগুন দিয়েছেন, তিনি আমাকে সেই শক্তিও দেবেন যাতে পেরেকের ব্যবস্থা ছাড়াও আমি সেই আগুনে অবিচল থাকি।'

১৪ [১] তাই ওরা তাঁকে পেরেক দিয়ে বিদ্ধ না করে কেবল দড়ি দিয়ে বাঁধল। তাঁর দু'হাত পিঠের পিছনে বাঁধা হলে তিনি সেই বাঁধা অবস্থায়, বহুসংখ্যক পালের মধ্য থেকে অর্ঘ্যের জন্য বেছে নেওয়া এমন চমৎকার পুংমেষের মত যা আহুতির জন্য প্রস্তুত ও ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য, স্বর্গের দিকে তাকিয়ে বললেন,

'হে প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর,
তোমার প্রিয় ও ধন্য পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টেরই পিতা
যাঁর দ্বারা আমরা তোমার বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছি;
স্বর্গদূত ও শক্তিবৃন্দের,
নিখিল সৃষ্টি ও তোমার দৃষ্টিতে জীবিত ধার্মিকদের সমগ্র জাতির হে ঈশ্বর [২৪],
[২] আমি তোমাকে ধন্য বলছি,
কারণ পবিত্র আত্মার অক্ষয়শীলতায়
আত্মা ও দেহের অনন্ত জীবনের পুনরুত্থানের উদ্দেশে [২৫]
তুমি এদিনে ও এ ক্ষণে

আমাকে সকল সাক্ষ্যমরদের সংখ্যায়
তোমার খ্রিষ্টের পানপাত্রের অংশী হবার যোগ্য করে তুলেছ [২৬]।
আমাকে যেন আজ তাঁদের মধ্যে
তোমার সম্মুখে নধর ও গ্রহণীয় বলিরূপেই গ্রহণ করা হয় [২৭],
যেইভাবে তুমি, হে অপ্রতারণীয় ও সত্যময় ঈশ্বর,
তা পূর্ব থেকে নিরূপণ, প্রকাশ [২৮] ও পূরণ করছ।
[৩] এর জন্য ও সবকিছুর জন্য আমি তোমার প্রশংসাবাদ করি,
তোমাকে ধন্য বলি,
তোমাকে গৌরবান্বিত করি
তোমার প্রিয় পুত্র সেই অনন্তকালীন ও স্বর্গীয় মহাযাজক যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা,
যাঁর মধ্য দিয়ে, তোমার সঙ্গে ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে, তোমার গৌরব হোক
এখন ও যুগযুগ ধরে। আমেন।’

১৫ [১] তিনি ‘আমেন’ বলে প্রার্থনা শেষ করলেই চিতার জন্য নিযুক্ত লোকগুলো আগুন জ্বালাল। আগুনের একটা প্রচণ্ড শিখা উঠলে আমরা, যাদের তা দেখবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, এই আমরাই তো বিস্ময়কর কিছু দেখলাম; আর আমরা এজন্যই তো রেহাই পেয়েছি, যাতে অন্যদের কাছে সেই ঘটনাগুলোর বর্ণনা দিতে পারি।

[২] এমনটি হল যে, আগুন জাহাজের বাতাস-ভরা এক পালের মত উঠে একটা গুম্বজের আকার ধারণ করল ও সাক্ষ্যমরটির দেহের চারপাশে বড় কক্ষই যেন হল। তিনি তার ভিতরেই ছিলেন, কিন্তু পোড়ানোর জন্য মাংসের মত ছিলেন না, বরং ছিলেন যেন ছেঁকার জন্য রাখা রুটি কিংবা মূষাতে শোধন করা সোনা বা রুপোর মত। আর আসলে আমরা এমন মৃদু সুবাস অনুভব করলাম, যা ধূপ বা অন্য কোন মহামূল্যবান সুগন্ধি দ্রব্যের সুবাসের মত।

১৬ [১] অবশেষে, বিধানবিহীন সেই মানুষেরা যখন টের পেল যে তাঁর দেহ আগুনে বিলীন হতে পারছিল না, তখন ঘাতককে আজ্ঞা দিল যেন সে গিয়ে তাঁর বুকে খড়্গ বিঁধিয়ে দিয়ে তাঁকে শেষ করে দেয়।

ঘাতক আজ্ঞা পালন করলেই পলিকার্পের সেই ঘা থেকে এমন পরিমাণ রক্ত বের হল যে, আগুন নিভে গেল, ও গোটা জনতা স্তম্ভিত হয়ে পড়ল, কেননা তারা অবিশ্বাসী ও মনোনীতদের মৃত্যুর মধ্যকার পার্থক্য লক্ষ করল।

[২] আর আমাদের দিনগুলোতে যিনি প্রৈরিতিক শিক্ষাগুরু ও স্মির্নার কাথলিক [২৯] মণ্ডলীর নবীতুল্য বিশপ হয়েছিলেন, আমাদের সেই চমৎকার সাক্ষ্যমর পলিকার্প অবশ্যই মনোনীতদের একজন। কেননা তাঁর মুখ থেকে উদ্গত সকল বাণী সিদ্ধিলাভ করেছিল ও নতুন করে সিদ্ধিলাভ করবে।

১৭ [১] কিন্তু, ঈর্ষাপরায়ণ ও হিংসুক সেই ধূর্তজন, ন্যায়নিষ্ঠদের বংশধারার সেই প্রতিদ্বন্দ্বী, সে যখন তাঁর সাক্ষ্যমরণের মহত্ত্ব ও আদি থেকে তাঁর নিষ্কলঙ্ক জীবনধারণ দেখল, এমনকি, সে যখন দেখল তিনি ইতিমধ্যে অমরতারই মুকুটে ভূষিত হলেন ও সেই অনস্বীকার্য পুরস্কার অর্জন করে গেছেন, তখন সে এমন চেষ্টা চালাল আমরা যেন তাঁর মৃতদেহ না নিয়ে যেতে পারি। বাস্তবিকই, সেই পবিত্র দেহাবশেষের সহভাগী হবার জন্য [৩০] অনেকেই তাঁর মৃতদেহ নিতে ইচ্ছা করছিল।

[২] তাই সেই শয়তান হেরোদের পিতা ও আল্কের [৩১] ভাই সেই নিকেতাসকে প্ররোচিত করল সে যেন প্রদেশশাসককে অনুরোধ করে তিনি যেন সেই দেহ আমাদের ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার প্রদান না করেন। সে একথা বলল, 'পাছে তারা সেই ক্রুশবিদ্ধজনকে বাতিল করে এই মানুষকেই আরাধনা করতে শুরু করে।'

এবং এসব কিছু হয়েছিল ইহুদীদের পরামর্শ ও পীড়াপীড়ির ফলে; এমনকি, যেহেতু আমরা চিতা থেকে তাঁর দেহ আনতে চাচ্ছিলাম, সেজন্য তারা আমাদের উপরে নজর রাখতে শুরু করেছিল। তারা তো জানত না, আমরা খ্রিষ্টকে কখনও ত্যাগ করতে পারব না যিনি সারা বিশ্ব জুড়ে সর্বস্থানেই যারা পরিত্রাণকৃত হচ্ছে তাদের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে পাপীদের জন্য নিরপরাধী হয়ে শেষ পর্যন্তই যন্ত্রণাভোগ করলেন; তারা এটাও জানত না যে, আমরা অন্য একজনকে কখনও আরাধনা করতে পারব না। [৩] কেননা আমরা ঈশ্বরের পুত্র বলেই তাঁকে আরাধনা করি, কিন্তু সাক্ষ্যমর যাঁরা, আমরা তাঁদের প্রভুর শিষ্য ও অনুকারী বলেই ভালবাসি; আর এ সমীচীন, কেননা তাঁরা তাঁদের রাজা ও সদ্‌গুরুর প্রতি সর্বোচ্চ বিশ্বস্ততা দেখালেন। ঈশ্বর করুন, আমরাও যেন তাঁদের সঙ্গী ও সহ-শিষ্য হতে পারি [৩২]।

১৮ [১] তাই ইহুদীদের জনিত বিবাদমূলক ব্যবহার দেখে শতপতি মৃতদেহটিকে মাঝখানে আনিয়ে তাদের নিজেদের প্রথা অনুযায়ী তা পুড়িয়ে দিল; [২] তাতে আমরা, কিছুকাল পরে, মণিমুক্তার চেয়েও মূল্যবান ও নিখাদ সোনার চেয়েও অমূল্য তাঁর সেই হাড়গুলো তুলে নিয়ে উপযুক্ত স্থানে রাখলাম। [৩] সেইখানে, যখন সম্ভব হবে, তখনই প্রভু আমাদের এমনটা হতে দেবেন যাতে আনন্দ ও উল্লাসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষ্যমরণের বার্ষিকী [৩৩] পালন করি, তাঁদেরই স্মৃতি স্বরূপ যাঁরা আমাদের আগে একই লড়াই বহন করেছিলেন, ও তাঁদেরই চর্চা ও প্রস্তুতি স্বরূপ যাঁরা একদিন তা বহন করবেন।

১৯ [১] সুতরাং, এভাবেই ঘটেছিল সুখী পলিকার্পের সাক্ষ্যমরণ। ফিলাদেল্ফিয়ার সাক্ষ্যমরদের কথা ধরলে তিনি হলেন স্মির্নার দ্বাদশ সাক্ষ্যমর; কিন্তু একা তিনিই সবার কাছে বিশেষ স্মৃতির পাত্র, এমনকি বিধর্মীদের মধ্যেও তাঁর কথা সর্বত্র ধ্বনিত। কেননা তিনি বিখ্যাত শিক্ষাগুরু শুধু নয়, প্রখ্যাত একজন সাক্ষ্যমরও ছিলেন: এবং তাঁর সাক্ষ্যমরণ খ্রিষ্টের সুসমাচার অনুযায়ী হওয়ায় সবাই তা অনুকরণ করতে আকাঙ্ক্ষা করে। [২] তাঁর নিষ্ঠা দ্বারা তিনি অধর্মের শাসকের উপর জয়ী হলেন, তাতে অমরতার মুকুট লাভ করলেন; আর এখন প্রেরিতদূতদের ও সকল ন্যায়নিষ্ঠদের সঙ্গে সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করছেন ও আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টকে ধন্য বলছেন যিনি আমাদের প্রাণের ত্রাণকর্তা, আমাদের দেহের পথদিশারী, ও বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত গোটা কাথলিক মণ্ডলীর পালক।

২০ [১] আমাদের কাছ থেকে আপনারা এবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, কিন্তু আমরা আপাতত আমাদের ভাই মার্কিওন দ্বারা একটা সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ মাত্র প্রস্তুত করেছি।

তাই এই সমস্ত তথ্য শুনবার পর পত্রটিকে দূরবর্তী ভাইদের কাছেও পাঠিয়ে দিন যাতে তারাও প্রভুকে গৌরবান্বিত করতে পারে যিনি আপন দাসদের মধ্য থেকে আপন মনোনীতদের বেছে নেন।

[২] আপন অনুগ্রহ ও বদান্যতায় যিনি আমাদের সকলকে তাঁর চিরন্তন রাজ্যে চালনা করতে পারেন, তাঁর একমাত্র জনিত পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা তাঁরই গৌরব, সম্মান, প্রতাপ ও মহিমা হোক চিরকাল ধরে।

আপনারা সকল পবিত্রজনের কাছে শুভেচ্ছা জানান।

আমাদের সঙ্গে আছে যারা, তারা সবাই, বিশেষভাবে এ পত্রের লেখক এবারিস্তুস ও তাঁর বাড়ির সকলেও, আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

২১ [১] সুখী পলিকার্প সাক্ষ্যমরণ বরণ করলেন ক্সান্থিকোস মাসের প্রথম ভাগের দ্বিতীয় দিনে, অর্থাৎ মার্চ মাসের কালেন্দাসের পূর্ববর্তী সপ্তম দিনে, এক মহা-শাব্বাৎ দিনেই, অষ্টম ঘটিকায় [৩৪]। তাঁকে হেরোদের অধিকারক্রমে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ত্রাল্লেসের ফিলিপের মহাযাজকত্বকালে, প্রদেশশাসক স্তাতিউস কুয়াদ্রাতুসের শাসনকালে, কিন্তু আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টেরই চিরন্তন রাজত্বকালে যাঁরই গৌরব, সম্মান, মহিমা, চিরন্তন রাজ-অধিকার হোক যুগে যুগে চিরকাল। আমেন।

২২ [৩৫]: [১] ভ্রাতৃগণ, আপনাদের মঙ্গল প্রার্থনা করছি, যেন আপনারা যিশু খ্রিষ্টের সুসমাচারের বাণী অনুসারে জীবনধারণ করেন: তাঁর সঙ্গে পিতা ঈশ্বরের ও পবিত্র আত্মারও গৌরব হোক, সেই পবিত্র মনোনীতজনদের কাছে দেওয়া পরিত্রাণের উদ্দেশে, যেইভাবে সুখী পলিকার্প সাক্ষ্যমরণে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁর পাদচিহ্ন অনুসরণ করে আমাদেরও যেন এমনটি দেওয়া হয় যাতে যিশু খ্রিষ্টের রাজ্যে গিয়ে পৌঁছতে পারি।

[২] এসমস্ত কিছু পলিকার্পের শিষ্য ইরেনেউসের নথিপত্র থেকে ইরেনেউসের এককালের সঙ্গী গাইউস-ই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। আর আমি, সক্রেটিস, করিন্থে, গাইউসের সেই অনুলিপি লিপিবদ্ধ করেছি। অনুগ্রহ আপনাদের সঙ্গে বিরাজ করুক।

[৩] আর আমি, পিওনিউস [৩৬], আগেকার এক অনুলিপি থেকে তা পুনরায় লিপিবদ্ধ করেছি; সেই অনুলিপি অনেক দিন ধরে খোঁজ করার পরেই আমি তা খুঁজে বের করেছিলাম সুখী পলিকার্পেরই আমাকে দেওয়া এক অলৌকিক প্রকাশ দ্বারা; এবিষয়ে পরে কথা বলব। যখন সেই সমস্ত কিছু সংগ্রহ করি তখন প্রাচীন বলে তা প্রায়ই বিলীন অবস্থায় ছিল; আমার আশা ছিল, প্রভু যিশু খ্রিষ্ট আপন মনোনীতদের সঙ্গে আপন স্বর্গীয় রাজ্যে আমাকেও গ্রহণ করবেন; পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে তাঁরই গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

মস্কো-স্থিত পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী অন্য পরিশিষ্ট: [১] ইরেনেউসের নথিপত্র থেকে গাইউস-ই এসমস্ত কিছু লিপিবদ্ধ করেছিলেন: গাইউস ইরেনেউসের এককালের সঙ্গী হয়েছিলেন, আর ইরেনেউস হয়েছিলেন পবিত্র পলিকার্পের শিষ্য।

[২] কেননা এই ইরেনেউস, যিনি বিশপ পলিকার্পের সাক্ষ্যমরণের সময়ে রোমে ছিলেন, ও সেখানে অনেকেরই শিক্ষাগুরু হয়েছিলেন; এখনও তাঁর অনেক লেখা আছে যেগুলো সুন্দর ও যথার্থ; সেগুলোতে তিনি বলেন পলিকার্প তাঁর নিজের গুরু হয়েছিলেন। সেই ইরেনেউস সমস্ত ভ্রান্তমত দক্ষতা সহকারে খণ্ডন করলেন ও কাথলিক মণ্ডলীর সেই নিয়ম সম্প্রদান করলেন যা পবিত্র পলিকার্পের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন।

[৩] ইরেনেউস একথাও বলেন যে, যার থেকে তথাকথিত মার্কিওনপন্থী উপমণ্ডলী উৎপন্ন হয়েছে, একদিন সেই মার্কিওন পবিত্র পলিকার্পের সঙ্গে দৈবাৎ দেখা করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'পলিকার্প, আমাকে চেন।' পলিকার্প মার্কিওনকে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনাকে চিনতে পারছি, শয়তানের প্রথমজাত সন্তানকে চিনতে পারছি।'

[৪] ইরেনেউসের লেখায় একথাও রয়েছে যে, যেদিন যেসময় পলিকার্প স্মির্নায় সাক্ষ্যমরণ বরণ করছিলেন, সেইদনি ও ঠিক সেইসময়ই ইরেনেউস (সেকালে তিনি রোমে ছিলেন) তুরিধ্বনির মত এক কণ্ঠ শুনলেন যা ঘোষণা করল, পলিকার্প সাক্ষ্যমরণ বরণ করেছেন।

[৫] তাই, যেমনটি উপরে বলেছি, সেই অনুসারে গাইউস ইরেনেউসের অবশিষ্ট লেখা থেকে নিজের একটা অনুলিপি করলেন, এবং ইসোক্রাতেস, করিন্থে, গাইউসের অনুলিপি থেকে আরেকটা অনুলিপি করলেন।

অবশেষে আমি, পিওনিউস, ইসোক্রাতেসের অনুলিপি থেকে আমার নিজের অনুলিপি করলাম, অনুলিপিটা আমি খুঁজে পেয়েছিলাম পবিত্র পলিকার্পেরই দেওয়া অলৌকিক প্রকাশ অনুসারে। যখন অনুলিপিটা গ্রহণ করি তখন প্রাচীন বলে তা প্রায়ই বিলীন অবস্থায় ছিল, তাই আমি তা সংগ্রহ করলাম যেন প্রভু যিশু খ্রিষ্ট আপন মনোনীতদের সঙ্গে আপন স্বর্গীয় রাজ্যে আমাকেও গ্রহণ করেন; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে তাঁরই গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

১ খ্রিষ্টমণ্ডলীর বেলায় ইগ্নাসিউস শুধু 'কাথলিক' (তথা সার্বজনীন) শব্দটা ব্যবহার করতেন। এখানে, 'কাথলিক' ছাড়া মণ্ডলীকে 'পবিত্র'ও বলা হয়, আর পরবর্তীকালে, আজ পর্যন্তও, ঠিক এভাবেই (পবিত্র কাথলিক মণ্ডলী) মণ্ডলীকে আনুষ্ঠানিকভাবে চিহ্নিত করা হয়।

২ মার্ক ৮:৩৫।

৩ এই পত্রে পলিকার্পের শুধু নয়, স্মির্না-মণ্ডলীর খ্রিষ্টিয়ানদেরও বীরত্ব দেখা যেতে পারে, কেননা তারাও প্রভুর খাতিরে জীবন দেবার জন্য (অর্থাৎ সাক্ষ্যমরণ বরণ করার জন্য) আকাঙ্ক্ষী।

৪ নির্যাতনকালে খ্রিষ্টিয়ানগণ যেন স্বেচ্ছায় প্রশাসনের হাতে নিজেদের ধরিয়ে না দেয়, বরং পলিকার্পের মত সেপর্যন্ত অপেক্ষা করে যে পর্যন্ত প্রশাসন নিজে এসে তাদের গ্রেপ্তার করেন।

৫ সাক্ষ্যমরণের সময়ে যিশু নিজেই যে সাক্ষ্যমরের কাছে উপস্থিত, এধারণা আদি-খ্রিষ্টিয়ানদের মধ্যে খুবই প্রচলিত ছিল। এবিষয়ে স্মরণযোগ্য সাধ্বী ফেলিচিতার কথা: কারাগারে যে সৈন্য জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি কীভাবে আসন্ন যন্ত্রণা ভোগ করতে পারবেন, তাকে তিনি এই উত্তর দিয়েছিলেন: 'এখন, এই কারাগারে, আমি যে যন্ত্রণা ভোগ করছি, তা একাই ভোগ করছি; কিন্তু সেদিন, ক্রীড়াভূমিতে, আমাতে আরেকজন থাকবেন যিনি আমার হয়ে যন্ত্রণাভোগ করবেন, কারণ আমি তাঁর জন্য সাক্ষ্যমরণ বরণ করব' (সাধ্বী পেপর্তুয়ার সাক্ষ্যমরণ ১৫:৬)।

৬ ইশা ৬৪:৪; ১ করি ২:৯।

৭ রোমীয় প্রদেশশাসকগণ (অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেটগণ) সাধারণত নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না, কিন্তু তবুও রোম সাম্রাজ্যের নিয়ম-কানুন অনুসারে ব্যবহার করতে অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃতভাবেও নিজ কর্তব্য পালন করতে বাধ্যই ছিলেন।

৮ খ্রিষ্টিয়ানগণ দেব-দেবীর পূজা করত না বিধায় তাদের 'নাস্তিক' বলা হত।

৯ মথি ১০:২৩ দ্রঃ। যিশুর যন্ত্রণাভোগে যেমন ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বাধ্যতাই প্রকাশ পেয়েছিল, তেমনি সাক্ষ্যমরণেও সাক্ষ্যমরের মানবীয় সাহস নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি তার বাধ্যতাই প্রকাশ পাবার কথা।

১০ যেমন যিশুর বেলায় যুদা, তেমনি পলিকার্পের বেলায় তাঁর আপনজনেরাই তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল। পরবর্তী বর্ণনায়ও যিশুর যন্ত্রণাভোগের সঙ্গে পলিকার্পের যন্ত্রণাভোগের যথেষ্ট মিল লক্ষণীয়।

১১ মথি ২৬:৫৫ দ্রঃ।

১২ প্রেরিত ২১:১৪।

১৩ সেকালের খ্রিষ্টিয়ান বসা অবস্থায় নয়, পুরাতন নিয়মের নিয়ম অনুসারে পায়ে দাঁড়িয়ে, পুব দিকে ফিরে, ও হাত দু'টো উচ্চ করেই প্রার্থনা করত। এবং প্রায়ই উচ্চকণ্ঠেই প্রার্থনা জানাত।

১৪ রোমীয় কর্মচারীবৃন্দ পৌত্তলিক হওয়ায় যিশুর এবাণী জানত না যা অনুসারে যে কেউ ইহলোকে তাঁকে অস্বীকার করবে তাকে স্বর্গে অস্বীকার করা হবে।

১৫ এবিষয়ে কয়েকজন ব্যাখ্যাতা একথা সমর্থন করেন যে, যখন পলিকার্প ছিয়াশি বছর ধরে প্রভুর সেবা করে আসছেন, তখন একথা প্রমাণিত হয় যে, অবশ্যই শিশুকালে তাঁর বাপ্তিস্ম হয়েছিল। কিন্তু এ জানা কথা যে, বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে মোটামুটি কুড়ি বছর বয়সের আগে কোন ব্যক্তিকে বাপ্তিস্ম দেওয়া হত না। সুতরাং পলিকার্পের উত্তরের সাধারণ অর্থই যে তিনি খ্রিষ্টীয় পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন বিধায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও যিশুতে বিশ্বাসী ছিলেন।

১৬ এতে স্পষ্টই প্রকাশ পায় যে প্রদেশশাসক পলিকার্পের মৃত্যু ইচ্ছা করেন না।

১৭ রো ১৩:১-৭; ১ পিতর ২:১৩-১৪।

১৮ রোমীয় বিধান অনুসারে খ্রিষ্টিয়ান হওয়াই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু এই 'খ্রিষ্টিয়ান' নামের খাতিরে অসংখ্য খ্রিষ্টিয়ান গর্ব করে আনন্দের সঙ্গে সাক্ষ্যমরণ বরণ করল।

১৯ সেইকালের 'এশিয়া' ছিল বর্তমান তুরস্কের পশ্চিম অঞ্চল ও গ্রীসের একটা অংশ।

২০ খ্রিষ্টিয়ানদের শত্রুরা নিজেরাই সাক্ষ্যদান করল!

২১ এশিয়া-পাল ছিলেন রোম সাম্রাজ্যের সেই অঞ্চলের সর্বোচ্চ ব্যক্তিত্ব যিনি ধর্মীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সভাপতিত্ব করতেন (প্রেরিত ১৯:৩১ দ্রঃ)। ২১ অধ্যায় তিনি মহাযাজক বলে উল্লিখিত।

২২ বন্যজন্তুদের সঙ্গে লড়াই দণ্ডটা সাধারণ দণ্ড ছিল না, কেবল ধর্মীয় পর্ব উপলক্ষেই তা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

২৩ ইহুদীরা সম্ভবত রোমীয়দের দেখাতে চাইত যে, খ্রিষ্টিয়ানদের সঙ্গে তারা কোনও ধরনের যোগাযোগই রাখত না।

২৪ সাম ৫৯:৩; যুদিথ ১১:১২,১৪।

২৫ মার্ক ১০:৩৮-৩৯; মথি ২৬:৩৯-৪২ দ্রঃ।

২৬ যোহন ৫:২৯।

২৭ লুক ২৩:৪৩।

২৮ পলিকার্প দর্শন পেয়ে নিজের বালিশ আগুনে পুড়তে দেখেছিলেন (৫ অধ্যায় দ্রঃ)।

২৯ ইগ্নাসিউসের পত্রাবলিতে যেমন, এখানেও মণ্ডলী কাথলিক (তথা সার্বজনীন বলে বর্ণিতা)।

৩০ খ্রিষ্টিয়ানদের পারস্পরিক সহভাগিতা জীবনের সীমা অতিক্রম করে; মৃত্যুও তা ছিন্ন করতে পারে না। এজন্যই সাক্ষ্যমরগণ খ্রিষ্টিয়ানদের শ্রদ্ধার পাত্র।

৩১ আল্কে সম্ভবত হলেন সেই খ্রিষ্টিয়ান মহিলা যাঁর কথা ইগ্নাসিউসের পত্রাবলিতেও বারবার উল্লিখিত। সেজন্যই খ্রিষ্টিয়ান না হয়েও নিকেতাস ও হেরোদ পলিকার্পকে চিনতেন এবং কোন রকমে তাঁকে বাঁচাতেও চেষ্টা করেছিলেন; যদিও পরে তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন (৮ অধ্যায় দ্রঃ)।

৩২ এখানে এসত্য অধিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, খ্রিষ্টের প্রতি সম্মান ও সাধুসাধ্বীর প্রতি সম্মান এক নয়: খ্রিষ্টকে ঈশ্বররূপে আরাধনাই করা হয়, সাধুসাধ্বীদের প্রতি ভালবাসা বা শ্রদ্ধাই দেখানো হয়।

৩৩ 'সাক্ষ্যমরণের বার্ষিকী': মূল পাঠ্য অনুসারে 'ἡμέραν γενέθλιον' (হেমেরান গেনেথ্লিওন) অর্থাৎ জন্মবার্ষিকী। খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্যে এটাই প্রথম সাক্ষ্য যাতে প্রমাণিত হয় যে, খ্রিষ্টিয়ানদের মধ্যে একজন সাক্ষ্যমরের বার্ষিকী স্বর্গে তাঁর জন্মদিন বলে পালিত। লক্ষণীয়, সেকালেই সাক্ষ্যমরদের দেহাবেশষের উপরে এউখারিস্তিয়া উদ্‌যাপন করার প্রথা শুরু হয় যা স্বর্গীয় ও মর্ত খ্রিষ্টমণ্ডলীর ঐক্যের চিহ্ন।

৩৪ অর্থাৎ, ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৫৫, বিকাল দু'টো। সালের কথা উল্লিখিত না হলেও এভাবে অনুমাণ করা যায়: স্তাতিউস কুয়াদ্রাতুস ১৫১ থেকে ১৫৭ সাল পর্যন্ত প্রদেশশাসক ছিলেন, আর শুধু ১৫৫ সালেই ২৩ ফেব্রুয়ারী সপ্তম দিনে অর্থাৎ এক শনিবারেই পড়ল।

৩৫ এই অধ্যায়ের প্রথম বাক্যটা সম্ভবত ফিলোমেলিওন মণ্ডলীই লিখেছিল যখন পত্রটিকে নানা স্থানীয় মণ্ডলীর কাছে পাঠিয়েছিল। বাকি অংশটা পরবর্তীকালের লেখা।

৩৬ এই পিওনিউস দেকিউস সম্রাটের আমলে ২৫০ সালে সাক্ষ্যমরণ বরণ করেন (সাক্ষ্যমরগণের কার্যবিবরণী দ্রঃ) । কথিত আছে, তিনি 'পলিকার্পের জীবনী' রচনা করেছিলেন যার অন্তর্ভুক্ত একটা **অংশ** হল পলিকার্পের এই সাক্ষ্যমরণ বৃত্তান্ত। পলিকার্পের সাক্ষ্যমরণ বৃত্তান্তটা কিন্তু খ্রিষ্টমণ্ডলীর ইতিহাসের প্রখ্যাত লেখক এউসেবিউসের লেখাগুলোতেও পাওয়া যায়।

কোন না কোন ব্যাখ্যাতা একথা সমর্থন করেন যে, 'পলিকার্পের জীবনী' লেখাটা সত্যিই সাধু পিওনিউসের এমন রচনা যা ঐতিহাসিক দিক দিয়েও যথেষ্ট মূল্যবান। কিন্তু বেশির ভাগ ব্যাখ্যাতাগণ মনে করেন, 'পলিকার্পের জীবনী' প্রকৃতপক্ষে সাধু পিওনিউসের রচনা নয়, বরং চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকের অজানা এক লেখকের এমন লেখা যার গুরুত্ব বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যেই সাধু পিওনিউসের রচনা বলে উপস্থাপন করা হয়েছিল।

পবিত্র কার্পোস, পাপিলুস ও আগাথোনিকার সাক্ষ্যমরণ

সাধু কার্পোস, পাপিলুস ও আগাথোনিকা রোম সাম্রাজ্যের এশিয়া প্রদেশের (আজকালের পশ্চিম তুরস্কের) পের্গামো শহরে সম্ভবত তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমাংশে সাক্ষ্যমরণ বরণ করেন। কাইসারিয়ার বিশপ এউসেবিউস 'মণ্ডলীর ইতিহাস' নামক তাঁর নিজের লেখায় তাঁদের সাক্ষ্যমরণের তারিখ রোম সম্রাট মার্কুস আউরেলিউসের রাজত্বকালে, অর্থাৎ ১৬১ থেকে ১৮০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নির্দিষ্ট করেন; কিন্তু তাঁর এই কথাও তত নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে।

এই সাক্ষ্যমরণের দু'টো প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন পাঠ্য রয়েছে; যেহেতু গ্রীক পাঠ্যই লাতিন পাঠ্যের চেয়ে বেশি প্রাচীন, সেজন্য, যদিও লাতিন পাঠ্য কিছুটা বেশি তথ্য উপস্থাপন করে, তবু এই পুস্তকে গ্রীক পাঠ্যই অনূদিত।

উপরোল্লিখিত গ্রীক বা লাতিন পাঠ্য on-line নেই।

সূচীপত্র

[১] প্রদেশশাসক পের্গামোতে থাকাকালে [১] তাঁর সাক্ষাতে খ্রিষ্টের সাক্ষ্যদাতা সুখী কার্পোস ও পাপিলুসকে হাজির করা হল।

[২] প্রদেশশাসক আসন গ্রহণ করে বললেন, 'তোমার নাম কী?'

[৩] সেই সুখী ব্যক্তি বললেন, 'আমার প্রথম ও উৎকৃষ্ট নাম হল 'খ্রিষ্টিয়ান' [২]; কিন্তু আপনি জগতে [৩] আমার নাম জানতে ইচ্ছা করলে তবে আমার নাম হল কার্পোস।

[৪] প্রদেশশাসক বললেন, 'তুমি অবশ্যই সম্রাটদ্বয়ের জারীকৃত সেই সমস্ত বিধি বিষয়ে অবগত যা অনুসারে সবকিছুর নিয়ন্তা দেব-দেবীকে ভক্তি করা বাধ্যতামূলক। তাই আমার পরামর্শ, তোমরা এগিয়ে এসে বলি উৎসর্গ কর'।

[৫] কার্পোস বললেন, 'আমি খ্রিষ্টিয়ান, ও ঈশ্বরের পুত্র সেই খ্রিষ্টেরই ভক্ত [৪] যিনি এই চরমকালে [৫] আমাদের পরিত্রাণার্থে এসেছেন ও দিয়াবলের ফন্দি-ফিকির থেকে আমাদের নিস্তার করেছেন। তেমন প্রতিমাগুলোর উদ্দেশে আমি বলি উৎসর্গ করব না। [৬] আপনি যা ইচ্ছে তাই করুন। প্রতারণাময় চেহারার এই অপদূতদের কাছে বলি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা যারা এগুলোর কাছে বলি দেয়, তারা এগুলোর সদৃশ হয়। [৭] কেননা, প্রভুর ঐশ্বরিক শিক্ষা অনুসারে, যারা *আত্মা ও সত্যের শরণে ঈশ্বরের*

উপাসনা করে [৬], যেমন সেই সত্যকার উপাসকেরা ঈশ্বরের গৌরবের [৭] সাদৃশ্য আপন করে নেয় ও [ঐশ] বাণীর দ্বারা অনন্ত জীবনের সহভাগী হয়ে তাঁর সঙ্গে অমর হয়ে ওঠে, তেমনি যারা এ দেব-দেবীকে আরাধনা করে, তারাও অপদূতদের অসারতার [৮] সাদৃশ্য আপন করে নেয় ও সেগুলোর সঙ্গে জাহান্নামে বিনষ্ট হয় [৯]। [৮] কেননা ঈশ্বরের উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি তথা মানবকে যে ভুলিয়েছিল, নিজের সহজাত দুষ্টতায় [১০] যে এই লক্ষ্যে মানবকে উসকানি দিয়েছিল (আমি তো দিয়াবলেরই কথা বলছি [১১], দেব-দেবীর সেই পূজারীরা যে তার সঙ্গে যন্ত্রণা ভোগ করবে, তা ন্যায্য বৈকি। অতএব, হে প্রদেশশাসক, আপনি জেনে নিন যে, আমি এসবগুলির উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করব না।'

[৯] প্রদেশশাসক রুষ্ট হয়ে উঠে বললেন, 'দেব-দেবীর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ কর; মূর্খ হয়ো না।'

[১০] কার্পোস মৃদু মুচকে হেসে বললেন, 'আকাশ ও পৃথিবী গড়েনি যারা [১২], সেই দেব-দেবীই বিনষ্ট হোক।'

[১১] প্রদেশশাসক বললেন, 'তোমাকে অবশ্যই বলি দিতে হবে; এটা সম্রাটেরই আদেশ।'

[১২] কার্পোস বললেন, 'জীবিত যারা, তারা মৃতদের উদ্দেশে বলি দেয় না।'

[১৩] প্রদেশশাসক বললেন, 'তুমি কি মনে কর, দেব-দেবী মারা গেছে?'

[১৪] কার্পোস বললেন, 'আপনি কি আমার অভিমত শুনতে ইচ্ছা করেন? তবে জেনে নিন: এ দেব-দেবী মানব হিসাবেও কখনও সঞ্জাত হয়নি যাতে করে মৃত্যুবরণ করতে পারে [১৩]। [১৫] এবং একথা যে সত্য, আপনি কি তা শিখতে ইচ্ছা করেন? আপনি যে সম্মান তাদের প্রদান করছেন বলে মনে করেন, সেই সম্মান হরণ করুন, তবেই বুঝতে পারবেন, সেগুলো কিছুই না; হ্যাঁ, পার্থিব পদার্থে তৈরী হওয়ায় সেগুলো কালক্রমে ক্ষয় হয়। [১৬] অন্যদিকে, যুগগুলোর স্রষ্টা ও কালবিহীন যিনি, আমাদের সেই ঈশ্বর অক্ষয়শীল ও অনন্তকালস্থায়ী হয়ে থাকেন; তিনি সর্বদা একই হয়ে থাকায় বৃদ্ধি ও হ্রাসপ্রাপ্তির অতীত। কিন্তু, এ দেব-দেবী মানুষের হাত থেকে জন্ম নেয়, ও আমি যেমন বলেছি, সেই অনুসারে এগুলো কালক্রমে ক্ষয় হয়।

[১৭] এগুলোর দৈববাণী ও প্রতারণা বিষয়ে বিস্মিত হবেন না; কেননা দিয়াবল আদি থেকেই [১৪] নিজের গৌরবময় স্থান থেকে পতিত হয়ে, তার নিজের দুষ্টতার কারণে সে ঈশ্বরের মানবস্নেহের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত; ও পবিত্রজনদের দ্বারা পদদলিত হয়েও সে তাদের সঙ্গে লড়াই করতে থাকে ও আগে থেকে নিজের দাঙ্গা প্রস্তুত করে; এবং

তারপরে, আগে থেকে সবকিছু সাজিয়ে তার আপনজনদের কাছে খবর দেয়। [১৮] একইপ্রকারে, কালের চেয়ে বেশি প্রাচীন হওয়ায় সে আমাদের জীবনের সাধারণ ঘটনাবলি ক্ষেত্রে নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা সেই ভাবী অমঙ্গল পূর্বঘোষণা করে যা হানবে বলে মনঃস্থ করে। [১৯] কেননা ঈশ্বরের বিধি ক্রমে সে অধর্ম সংক্রান্ত জ্ঞানের অধিকারী, ও ঈশ্বরের অনুমতি ক্রমে সে মানুষকে লোভ দেখায় ও তাকে ধর্মভক্তি থেকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে। [২০] তাই, হে প্রদেশশাসক, আমার কথা শুনুন; আপনাদের মূর্খতা আদৌ ক্ষুদ্র নয়।'

[২১] প্রদেশশাসক বললেন, 'তোমাকে এত বকবক করতে দিয়ে আমি তোমাকে দেব-দেবীর ও সম্রাটদ্বয়ের নিন্দা করতে চালনা করলাম। আমাকে অবশ্যই এটাকে আর বাড়তে দেওয়া চলবে না। তুমি কি বলি উৎসর্গ করবে? নাকি, তোমার বলার কিছু আছে?'

[২২] কার্পোস বললেন, 'আমার পক্ষে বলি দেওয়া সম্ভব নয়। আমি কখনও প্রতিমার উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করিনি।'

[২৩] তাই প্রদেশশাসক তখনই হুকুম দিলেন যেন কার্পোসকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ও তাঁকে জীয়ন্ত চামড়া ছাড়ানো হয়। তাতে কার্পোস শুধু চিৎকার করে বলছিলেন, 'আমি খ্রিষ্টিয়ান, ততক্ষণ ধরে, যতক্ষণ তাঁকে জীয়ন্ত [চামড়া] ছাড়ানোর সেই উৎপীড়ন দীর্ঘায়িত হওয়ার ফলে তিনি শক্তিহীন হলেন আর কোনও কথা বলতে পারলেন না।

[২৪] প্রদেশশাসক কার্পোসকে ছেড়ে পাপিলুসের দিকে ফিরে তাঁকে বললেন, 'তুমি কি [রোমের] প্রবীণ পরিষদের সদস্য?'

[২৫] তিনি বললেন, 'আমি একজন নাগরিক'।

[২৬] প্রদেশশাসক জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কোথাকার নাগরিক?'

[২৭] পাপিলুস বললেন, 'আমি থিয়াতিরার নাগরিক।'

[২৮] প্রদেশশাসক বললেন, 'তোমার কি সন্তান আছে?'

[২৯] পাপিলুস বললেন, 'হ্যাঁ। ঈশ্বরের দোহাই আমার অনেক সন্তান আছে[১৫]।'

[৩০] কিন্তু ভিড়ের মধ্য থেকে একজন চিৎকার করে বলল, 'খ্রিষ্টিয়ান যারা, তারা [খ্রিষ্টে] যে বিশ্বাস রাখে, সেই বিশ্বাস অনুসারেই সে বলছে, তার অনেক সন্তান আছে।'

[৩১] প্রদেশশাসক বললেন, 'তোমার সন্তান আছে, তেমনটা বলায় তুমি কেন মিথ্যা বলছ?'

[৩২] পাপিলুস বললেন, ‘আমি যে মিথ্যা না বলে বরং সত্যকথাই বলছি [১৬], আপনি কি তা বুঝতে ইচ্ছা করেন? তবে, প্রতিটা প্রদেশে ও শহরে প্রভুতে আমার অনেক সন্তান আছে [১৭]।’

[৩৩] প্রদেশশাসক বললেন, ‘তুমি কি বলি উৎসর্গ করবে? নাকি, তোমার বলার কিছু আছে?’

[৩৪] পাপিলুস বললেন, ‘আমি যৌবনকাল থেকে ঈশ্বরের সেবা করে আসছি ও কখনও প্রতিমার কাছে বলি উৎসর্গ করিনি। আমি খ্রিষ্টিয়ান, এবং একথা ছাড়া আপনি আমার কাছ থেকে আর কিছুই শুনতে পাবেন না। কেননা এর চেয়ে আরও বেশি ও যোগ্যতর কিছুই আমার বলার নেই।’

[৩৫] তাঁকেও ঝুলিয়ে দেওয়া হল, ও তিন জোড়া নিপীড়ক পালাক্রমে তাঁর চামড়া ছাড়াতে লাগল, কিন্তু তবুও তিনি একটা শব্দও করলেন না; তিনি সাহসী যোদ্ধাদের মত প্রতিদ্বন্দ্বীর রোষ মেনে নিলেন।

[৩৬] তাঁদের অসাধারণ নিষ্ঠা [১৮] লক্ষ করে প্রদেশশাসক হুকুম দিলেন যেন তাঁদের জিয়ন্তেই পুড়িয়ে দেওয়া হয়; তখন তাঁরা দু’জনে ক্রীড়াভূমির দিকে নিচে যেতে ত্বরা করে চললেন যেন আরও শীঘ্রই করে জগৎ থেকে রেহাই পেতে পারেন।

[৩৭] সবার আগে পাপিলুসকে পেরেক দিয়ে খুঁটিতে বিঁধিয়ে দেওয়া হল ও উচ্চ করে তোলা হল; এবং আগুনের শিখা যখন তাঁকে ছুঁতে লাগল তখন তিনি শান্তিতে প্রার্থনা করলেন ও প্রাণ সঁপে দিলেন [১৯]। [৩৮] তাঁর পরে কার্পোস মৃদু হাসতে হাসতেই তাঁকে পেরেক দিয়ে বিঁধিয়ে দেওয়া হল। এবং পাশে যে দর্শকেরা ছিল, তারা বিস্মিত হয়ে তাঁকে বলল, ‘এমনটা কি হচ্ছে যে তুমি হাসছ?’

[৩৯] এবং সেই সুখী ব্যক্তি বললেন, ‘প্রভুর গৌরব দেখতে পেয়েছি বলেই আমি খুশি হয়েছি। আর সেইসঙ্গে আমি এখন তোমাদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি ও তোমাদের পাপকর্মে আমার আর কোন অংশ নেই।’

[৪০] যখন একটা সৈন্য কাঠ জড় করে আগুন ধরাল, তখন পবিত্র কার্পোস ঝুলতে ঝুলতে তাকে বললেন, ‘আমরাও একই মাতা [সেই হবা] থেকে জন্মিয়েছিলাম ও একই মাংসের অধিকারী। এসো, সত্যের বিচারাসনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে এসবকিছু সহ্য করি।’ [৪১] এবং একথা বলার পর, আগুনের শিখা ঘনিয়ে আসতে আসতেই তিনি উচ্চকণ্ঠে এ বলে প্রার্থনা করলেন, ‘ঈশ্বরপুত্র হে প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, তুমি ধন্য [২০], কেননা

তুমি পাপী এই আমাকে তোমাতে এই সহভাগিতা করতে যোগ্য বলে গণ্য করেছ।' এবং তাই বলে প্রাণ সঁপে দিলেন।

[৪২] আগাথোনিকা নামে একজন নারী সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন; কার্পোস যেমন বলেছিলেন তিনি প্রভুর গৌরব দর্শন করেছিলেন, তেমনি সেই নারীও প্রভুর গৌরব দেখতে পাচ্ছিলেন; এমনটা যে স্বর্গ থেকে আগত আহ্বান, তা উপলব্ধি করে তিনি সাথে সাথে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'এই যে আমার জন্য প্রস্তুত করা ভোজ। আমাকেও এই উৎকৃষ্ট ভোজের অংশী হতে হয় [২১]।'

[৪৩] জনতা চিৎকার করে বলছিল, 'তোমার ছেলের প্রতি দয়া দেখাও।'

[৪৪] তাতে সুখী আগাথোনিকা বললেন, 'তার সেই ঈশ্বর আছেন যিনি তার প্রতি দয়া দেখাতে পারেন; কেননা তাঁর দূরদৃষ্টি সবার উপরে বিস্তৃত। এই আমি কীবা করতে পারি।' এবং নিজের আবরণ খুলে ফেলে তিনি সানন্দে চিতায় ঝাঁপ দিলেন [২২]।

[৪৫] উপস্থিত যাঁরা [অর্থাৎ কার্পোস ও পাপিলুস] এতে অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, 'এ রায় ভয়ঙ্কর; এ আদেশগুলো অন্যায্য।'

[৪৬] পরে তাঁকে উচ্চ করা হল, ও আগুনের শিখা দ্বারা স্পর্শ হওয়া মাত্র তিনি তিন বার উচ্চস্বরে বললেন, 'প্রভু, প্রভু, প্রভু। আমার সহায় হও, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয় [২৩]।' [৪৭] এবং তিনি এইভাবে আত্মা সঁপে দিলেন [২৪] ও পবিত্রজনদের সঙ্গে [সাক্ষ্যমরণের] সিদ্ধতা অর্জন করলেন। পরে খ্রিষ্টিয়ানগণ গোপনে তাঁদের দেহাবশেষ সংগ্রহ করে খ্রিষ্টের গৌরবার্থে ও তাঁর সাক্ষ্যমরদেরও গৌরবার্থে তা সংরক্ষণ করল। কারণ গৌরব ও প্রতাপ তাঁরই প্রাপ্য: পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মারই প্রাপ্য, এখন ও চিরকাল ও যুগ যুগান্তরে। আমেন [২৫]।

---

১ রোম সাম্রাজ্যের এশিয়া প্রদেশের (বর্তমানকালীন পশ্চিম তুরস্কের) প্রদেশশাসকের আসন এফেসসে ছিল; এই সাক্ষ্যমরদের বিচারকালে তিনি পের্গামোতে ছিলেন।

২ 'আমার নাম হল 'খ্রিষ্টিয়ান': নিজের নাম দেওয়ার সময় সাক্ষ্যমর সবাই প্রায়ই বলতেন, আমার নাম খ্রিষ্টিয়ান।

৩ 'জগতে': সাক্ষ্যমরগণ জাগতিক নাম জগতের মত মূল্যহীন গণ্য করতেন। 'খ্রিষ্টিয়ান' নাম নিয়ে আদৌ লজ্জাবোধ না করে বরং তাতে গর্ববোধ করতেন।

৪ প্রদেশশাসকের কাছে সম্রাটদ্বয়ই অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব যাঁদের হুকুম অবশ্য পালনীয়, কিন্তু কার্পোস 'আমি খ্রিষ্টিয়ান' বলায় এটা দেখান যে, তাঁর কাছে অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব স্বয়ং খ্রিষ্ট। লক্ষণীয় বিষয় এটাও যে, আগের পদে, বিধর্মী প্রদেশশাসক বলেন, তারা 'দেব-দেবীকে ভক্তি

করে', কিন্তু কার্পোস নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন 'আমি খ্রিষ্টেরই ভক্ত'; তাতে খ্রিষ্টের সঙ্গে তাঁর অধিক ব্যক্তিময় সম্পর্ক প্রকাশ পায়।

৫ ১ তি ১:৫ দ্রঃ।

৬ যোহন ৪:২৩ দ্রঃ।

৭ যোহন ১১:৪, ৪০; ১২:৪৩; রো ১:২৩; ৩:২৩; ৬ করি ১০:৩১; ১১:৭; ইত্যাদি।

৮ রো ৮:২০; এফে ৪:১৭; ২ পি ২:১৮ দ্রঃ।

৯ মথি ১০:২৮ দ্রঃ।

১০ এফে ৬:১২ দ্রঃ।

১১ প্রকাশ ১২:৯ দ্রঃ।

১২ যেরে ১০:১২ দ্রঃ।

১৩ এক্ষেত্রে লাতিন পাঠ্য বলে: কার্পোস [প্রদেশশাসককে] বললেন, 'দেব-দেবী যে মৃত, তার কারণ শিখে নিন: তারা দেখতে মানুষের মত, কিন্তু তারা অবিচল'।

১৪ যোহন ৮:৪৪; ১ যোহন ৩:৮ দ্রঃ।

১৫ লাতিন পাঠ্যে প্রদেশশাসক ও পাপিলুসের মধ্যকার কথাবার্তা এরূপ: প্রদেশশাসক বললেন, 'তুমি কি ধনবান? পাপিলুস বললেন, 'হ্যাঁ, আমি অধিক ধনবান'। তাছাড়া, লাতিন পাঠ্য এমনটা বলে যে, পাপিলুস ছিলেন পরিসেবক, ও কর্পোস ছিলেন বিশপ।

১৬ রো ৯:১ দ্রঃ।

১৭ লাতিন পাঠ্য অনুসারে: 'পাপিলুস স্বীকার করলেন, সমস্ত প্রদেশে ও সমস্ত শহরে তাঁর অনেক আধ্যাত্মিক সন্তান ছিল।'

১৮ রো ২:৭; ৫:৩ ইত্যাদি দ্রঃ।

১৯ যোহন ১৯:৩০ দ্রঃ।

২০ লুক ১:৬৮; রো ১:২৫ ইত্যাদি দ্রঃ।

২১ মথি ২২:৪; লুক ১৪:১৫ দ্রঃ। এই আগাথোনিকা খ্রিষ্টিয়ান একজন নারী যিনি কার্পোস ও পাপিলুসের বিচার দেখতে এসে খ্রিষ্টবিশ্বাসে আপন সহভ্রাতাদের বীরত্বে অনুপ্রাণিতা হয়ে স্বেচ্ছায় চিতার আগুনে ঝাঁপ দেন; অন্যদিকে লাতিন পাঠ্য অনুসারে, শুরু থেকেই এই আগাথোনিকাকে কর্পোস ও পাপিলুসের সঙ্গে বিচার করা হয় ও তাঁদের মত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতা হন।

২২ লাতিন পাঠ্য এমনটা বলে না যে, আগাথোনিকা চিতায় ঝাঁপ দিলেন; সম্ভবত এই কারণে যে, খ্রিষ্টমণ্ডলী খ্রিষ্টিয়ানদের আত্মবিসর্জন সমর্থন করত না। এজন্য লাতিন পাঠ্য শুধু এটা বলে যে, 'কর্মচারীরা আগাথোনিকাকে বহন করে একটা খুঁটিতে ঝুলিয়ে দিল'। এতে অনুমান করা যায় যে, গ্রীক পাঠ্যের চেয়ে পরবর্তীকালীন হওয়ায় লাতিন পাঠ্য আগাথোনিকার ব্যবহার মণ্ডলীর আইন বিরুদ্ধ গণ্য করে মূলপাঠ্যকে সংশোধন করতে চেষ্টা করল।

২৩ সাম ১৪৩:৯ দ্রঃ।

২৪ যোহন ১৯:৩০ দ্রঃ।

২৫ লাতিন পাঠ্যের শেষাংশ এরূপ: ঈশ্বরের সাক্ষ্যদাতা বিশপ কার্পোস, পাম্ফিলুস [অর্থাৎ তিনিই গ্রীক পাঠ্যে যাঁর নাম পাপিলুস] ও আগাথোনিকা রোম সাম্রাজ্যের] এশিয়া প্রদেশে এপ্রিল মাসের ত্রয়োদশ দিনে সম্রাট দেকিউসের আমলে, প্রদেশশাসক অপ্তিমুসের অধিক্ষেত্রে, কিন্তু আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের রাজত্বকালেই সাক্ষ্যমরণ বরণ করলেন; সম্মান ও গৌরব তাঁরই, যুগে যুগান্তরে। আমেন।

পবিত্র যুস্তিনুস, খারিতন, খারিতো, এবেল্‌পিস্তুস, হিয়েরাক্স, পায়েওন, লিবেরিয়ানুস ও তাঁদের সঙ্গীদের সাক্ষ্যমরণ

সাধু যুস্তিনুস রোম সাম্রাজ্যের অধীনস্থ পালায়েস্তিনীয় সিরিয়া প্রদেশের শামারিয়া অঞ্চলের ফ্লাভিয়া-নেয়াপলিস শহরে (আজকালের নাব্লুস-এ) আনুমানিক ১০০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নিজের কথা অনুসারে, তাঁর পরিবার ইহুদী নয়, ছিল বিজাতীয় অর্থাৎ পৌত্তলিক একটা পরিবার, আর সেই অনুসারে তাঁর সামাজিক ও কৃষ্টিগত জগৎ ছিল গ্রীক ঐতিহ্যে চিহ্নিত জগৎ। অজানা একসময় তিনি, সম্ভবত এফেসসে, খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন ও 'ত্রিফোনের সঙ্গে সংলাপ' নামক তাঁর একটা লেখায় ইহুদী ধর্মের সঙ্গে তর্ক করেন। পরবর্তীকালে, দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝিতে, রোম সম্রাট আন্তনিনুস পিউসের রাজত্বকালে (১৩৮–১৬১) তিনি রোমে গিয়ে নিজস্ব একটা খ্রিষ্টিয়ান দর্শন-বিদ্যালয় স্থাপন করেন ও দু'টো 'খ্রিষ্টিয়ানদের পক্ষসমর্থনে আবেদনপত্র' লেখেন যার বাংলা অনুবাদ এখানে পাওয়া যেতে পারে। রোমে থাকাকালে, সম্রাট মার্কুস আউরেলিউসের রাজত্বকালে ক্রিস্কেন্তস নামক প্রতিদ্বন্দ্বী একজন পৌত্তলিক দার্শনিক দ্বারা খ্রিষ্টিয়ান বলে অভিযুক্ত হওয়ার ফলে, ত্রাইয়ানুস ও আদ্রিয়ানুস সম্রাটদের নির্মেশাবলি অনুসারে তিনি ও তাঁর সঙ্গে তাঁর ছ'জন শিষ্য ও বন্ধুও রোম শহরের নগর-অধ্যক্ষ যুনিউস রুস্তিকুসের আদেশক্রমে আনুমানিক ১৬৫ সালে শিরোশ্ছেদন দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে সাক্ষ্যমরের গৌরবমালা অর্জন করেন।

'যুস্তিনুসের কার্যবিবরণী' এর তিনটা পাঠ্য রয়েছে; এগুলোর মধ্যে প্রথমটাই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হওয়ায় সেটাই এখানে উপস্থাপিত। পাঠ্যের প্রকৃত লেখক অজানা হলেও তবু এটা নিশ্চিত যে, পাঠ্যটা, সম্ভবত রোমেই, পবিত্র যুস্তিনুসের সাক্ষ্যমরণের অল্পকাল পরে রচিত হয়েছিল।

উপরোল্লিখিত সংস্কৃত গ্রীক পাঠ্য তিনটা on-line নেই। কিন্তু বিকল্প একটা গ্রীক পাঠ্য রয়েছে যা অনুবাদের জন্য ব্যবহৃত পাঠ্য থেকে একটু ভিন্ন হতে পারে।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

১ [১] প্রতিমাপূজার অসৎ বিধিনিয়মের সময়ে [১] উপরোল্লিখিত পবিত্রজনদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ও রুস্তিকুস নামক রোমের নগর-অধ্যক্ষের সাক্ষাতে তাঁদের আনা হল [২]।

২ [১] তাঁরা বিচারমঞ্চে উপস্থিত হলে নগর-অধ্যক্ষ যুস্তিনুসকে বললেন, 'তুমি কোন্ ধরনের জীবন যাপন কর?'

[২] যুস্তিনুস বললেন, 'আমি অনিন্দনীয় জীবন যাপন করি; এমন জীবন যা সবার চোখে নির্দোষী জীবন।'

[৩] নগর-অধ্যক্ষ রুস্তিকুস বললেন, 'তুমি কোন্ মতবাদ [৩] পালন কর?'

যুস্তিনুস বললেন, 'আমি সমস্ত মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু খ্রিষ্টিয়ানদের সত্যকার মতবাদের প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করেছি, যদিও সেই মতবাদ তাদেরই কাছে অপ্রিয় যারা মিথ্যা অভিমত সমর্থন করে।'

[৪] নগর-অধ্যক্ষ রুস্তিকুস বললেন, 'তাই এটাই তোমার পছন্দের মতবাদ?'

যুস্তিনুস বললেন, 'হ্যাঁ। কেননা আমি সত্যবিশ্বাসের ভিত্তিতেই এ ধর্মতত্ত্ব আঁকড়ে ধরে আছি।'

[৫] নগর-অধ্যক্ষ রুস্তিকুস বললেন, 'তুমি কোন্ ধর্মতত্ত্বের কথা বলছ?'

যুস্তিনুস বললেন, 'সেই ধর্মতত্ত্ব যা আমরা খ্রিষ্টিয়ানদের সেই ঈশ্বর সম্পর্কে ধর্মভক্তির সঙ্গে পোষণ করি যাঁর বিষয়ে আমরা এটা ধরে রাখি যে, কেবল তিনিই আদি থেকে গোটা জগতের নির্মাতা; আরও, আমরা ঈশ্বরের পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্ট সম্পর্কেও বিশ্বাস পোষণ করি যিনি নবীদের দ্বারা পরিত্রাণের অগ্রদূত ও শুভশিক্ষার শিক্ষাগুরু রূপে মানবজাতির কাছে নেমে আসবেন বলে পূর্বঘোষিত হয়েছিলেন [৪]। [৬] আর ক্ষুদ্র মানুষ যে আমি, আমি তো উপলব্ধি করি যে, আমি যা বলছি, তা যখন তাঁর ঈশ্বরত্বের সঙ্গে গণনা করা হয়, তখন তা তুচ্ছ বটে; কিন্তু আমি নবীয় পরাক্রম স্বীকার করি, [৭] কেননা যাঁর বিষয়ে আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি তিনি ঈশ্বরের পুত্র, তাঁর বিষয়ে ঘোষণা করা হয়েইছে [৫]। কেননা আপনাকে এটা জানতে হয় যে, বহু আগে থেকেই নবীরা মানুষদের মধ্যে তাঁর আগমনের কথা পূর্বঘোষণা করেছিলেন।'

৩ [১] নগর-অধ্যক্ষ রুস্তিকুস বললেন, ‘তোমরা কোথায় সম্মিলিত হও?’

যুস্তিনুস বললেন, ‘সেইখানে যেখানে এক একজন পছন্দ করে বা একজনের সুবিধা হয়। যাই হোক, আপনি কি মনে করেন, আমরা সবাই একই স্থানে সম্মিলিত হতে পারি?

[২] নগর-অধ্যক্ষ রুস্তিকুস বললেন, ‘এবার বল, তোমরা কোথায়, কোন্ স্থানে সম্মিলিত হও?’

[৩] যুস্তিনুস বললেন, ‘রোমীয়দের শহরে আমার দ্বিতীয়বার ফিরে আসার পর থেকে আমি মির্তিনুসের পৌর স্নানাগারের উপরে বসবাস করে আসছি; এবং এস্থান ছাড়া আমি অন্য কোন সম্মেলন-স্থান চিনিনি। যে কেউ ইচ্ছা করত, সে আমার বাসস্থানে আসতে পারত ও আমি তাকে সত্য-বাণী শেখাতাম।’

[৪] নগর-অধ্যক্ষ রুস্তিকুস বললেন, ‘তবে তুমি কি খ্রিষ্টিয়ান?’

যুস্তিনুস উত্তরে বললেন, ‘হ্যাঁ, আমি খ্রিষ্টিয়ান।’

৪ [১] নগর-অধ্যক্ষ রুস্তিকুস খারিতনকে বললেন, ‘খারিতন, তুমিও কি খ্রিষ্টিয়ান?’

খারিতন বললেন, ‘হ্যাঁ, ঈশ্বরের আদেশক্রমে আমি খ্রিষ্টিয়ান।’

[২] নগর-অধ্যক্ষ রুস্তিকুস খারিতোর [৬] দিকে ফিরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এবং তুমি, হে খারিতো, তুমি কি বল?’

খারিতো বললেন, ‘ঈশ্বরের দানের খাতিরে আমি খ্রিষ্টিয়ান।’

[৩] নগর-অধ্যক্ষ রুস্তিকুস এবেল্‌পিস্তুসকে বললেন, ‘আর তুমি কি?’

এবেল্‌পিস্তুস বললেন, ‘আমিও খ্রিষ্টিয়ান, ও একই আশার সহভাগী।’

[৪] নগর-অধ্যক্ষ রুস্তিকুস হিয়েরাক্সকে বললেন, ‘তুমি কি খ্রিষ্টিয়ান?’

হিয়েরাক্স বললেন, ‘হ্যাঁ, আমি খ্রিষ্টিয়ান ও একই ঈশ্বরের উপাসনা করি।’

[৫] নগর-অধ্যক্ষ রুস্তিকুস জিজ্ঞাসা করলেন, ‘যুস্তিনুসই কি তোমাদের খ্রিষ্টিয়ান করেছে?’

হিয়েরাক্স বললেন, ‘আমি অনেক দিন ধরেই খ্রিষ্টিয়ান।’

[৬] পায়েওন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন [৭], ‘আমিও খ্রিষ্টিয়ান।’

রুস্তিকুস বললেন, ‘কে তোমাকে শিক্ষা দিয়েছে?’

পায়েওন বললেন, ‘আমি আমার পিতামাতার কাছ থেকেই শিক্ষা পেয়েছি।’

[৭] এবেল্‌পিস্তুস বললেন, ‘আমি আনন্দের সঙ্গে যুস্তিনুসের বাণী শুনতাম; কিন্তু আমার পিতামাতার কাছ থেকেই খ্রিষ্টিয়ান হওয়াটা গ্রহণ করেছিলাম।’

রুস্তিকুস বললেন, ‘তোমার পিতামাতা কোথায় আছে?’

এবেল্‌পিস্তুস বললেন, ‘তাঁরা কাপ্পাদোকিয়ায় আছেন।’

[৮] নগর-অধ্যক্ষ রুস্তিকুস হিয়েরাক্সকে বললেন, ‘এবং তোমার পিতামাতা কোথায় আছে?’

হিয়েরাক্স বললেন, ‘তাঁরা মৃত। কিন্তু বেশ কিছুদিন আগেই [৮] আমি ফ্রিগিয়া ত্যাগ করে এখানে এসেছি।’

[৯] নগর-অধ্যক্ষ রুস্তিকুস লিবেরিয়ানুসকে বললেন, ‘আহা, তুমিও কি খ্রিষ্টিয়ান নও?’

লিবেরিয়ানুস বললেন, ‘হ্যাঁ। আমিও একজন ভক্তপ্রাণ খ্রিষ্টিয়ান।’

৫ [১] নগর-অধ্যক্ষ যুস্তিনুসকে বললেন; ‘যদি তোমার কশাঘাত ও শিরশ্ছেদ হয়, তুমি কি মনে কর তুমি স্বর্গে যাবে?’ [৯]

[২] যুস্তিনুস বললেন, ‘আমি নিষ্ঠাবান হওয়া ক্ষান্ত না হলে তবে আমি এতে আত্মবিশ্বাসী যে, আমার নিষ্ঠা দ্বারা [১০] স্বর্গে যাব। আমি জানি যে, এটা [১১] তাদেরই জন্য সংরক্ষিত যারা সৎজীবন যাপন করবে, তবে তা কেবল বিশ্বজগতের অগ্নিকাণ্ডের পরেই [১২]।’

[৩] নগর-অধ্যক্ষ রুস্তিকুস বললেন, ‘তবে তুমি কি মনে কর যে, তুমি স্বর্গে যাবে?’

যুস্তিনুস বললেন, ‘আমি আসলে যে তা মনে করি এমন নয়, বরং এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত।’

[৪] নগর-অধ্যক্ষ রুস্তিকুস বললেন, ‘তোমরা বাধ্যতা স্বীকার না করলে তোমাদের মৃত্যুদণ্ড হবে।’

[৫] যুস্তিনুস বললেন, ‘আমরা দৃঢ়প্রত্যয়ী যে, যদি আমরা দণ্ড ভোগ করি তবে পরিত্রাণ পাব।’

[৬] নগর-অধ্যক্ষ রুস্তিকুস দণ্ডাজ্ঞা জারি করলেন, ‘যারা দেব-দেবীর উদ্দেশে বলি দিতে অস্বীকার করল, তাদের কশাঘাত করার পর নিয়মবিধি অনুযায়ী তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হোক।’

৬ [১] পবিত্র সাক্ষ্যমরবৃন্দ ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করতে করতে নির্ধারিত স্থানে গেলেন, ও আমাদের ত্রাণকর্তার প্রতি তাঁদের বিশ্বাস-স্বীকারোক্তির সাক্ষ্যদান পূর্ণ করলেন। পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে তাঁরই গৌরব ও প্রতাপ, এখন ও যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

১ প্রকৃতপক্ষে এখানে উল্লিখিত বিধিনিয়ম পবিত্র যুস্তিনুসের অনেক দিন পরে, অর্থাৎ ২৫০ খ্রিষ্টাব্দে, সম্রাট দেকিউস দ্বারা জারীকৃত হয়।

২ কুইন্তুস যুনিউস রুস্তিকুস সেকালের একজন স্তোয়া মতবাদপন্থী দার্শনিক যিনি সম্রাট মার্কুস আউরেলিউসের শিক্ষক হয়েছিলেন; তিনি দু'বার রোম সাম্রাজ্যের প্রধান শাসনকর্তা হলেন (অর্থাৎ গোটা রোম সাম্রাজ্য জুড়ে, সম্রাটের পরে সর্বোচ্চ পদের অধিকারী হলেন), ও ১৬২-১৬৮ সাল পর্যন্ত রোমের নগর-অধ্যক্ষ ভূমিকা অনুশীলন করলেন। নগর-অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি রোম নগরীতে সামরিক ও বেসামরিক সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। 'গ' পাঠ্য অনুসারে তিনি ভক্তিহীন জঘন্য মানুষ ছিলেন; কিন্তু পাঠ্যটা নির্ভরযোগ্য নয়।

৩ এমনটা হতে পারে, রুস্তিকুসের ইচ্ছাই যুস্তিনুস নিজেকে দার্শনিক বলে পরিচয় দেবেন; এর ফলে রুস্তিকুস তাঁকে বাঁচাতে পারেন।

৪ প্রেরিত ১০:৪৩ দ্রঃ।

৫ ৬-৭ পদের বিকল্প অনুবাদ: [৬] কিন্তু তাঁকে কেবল একজন নবী বলে স্বীকার করাটা আমি তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রতি অবমাননা বলেই মনে করতাম, [৭] কেননা যাঁর বিষয়ে আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি, তাঁর সম্পর্কে ইতিমধ্যে এটা ঘোষণা করা হয়েছে যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র।

৬ এই খারিতো নারীই ছিলেন।

৭ যেহেতু নগর-অধ্যক্ষ রুস্তিকুস পায়েওনের কাছে কিছুই জিজ্ঞাসা করেননি, সেজন্য অনুমান করা যেতে পারে, এই পায়েওন গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিদের একজন ছিলেন না, বরং উপরোল্লিখিত 'কার্পোসের সাক্ষ্যমরণ' এর সেই আগাথোনিকা যেমন, তেমনি তিনিও উপস্থিত খ্রিষ্টিয়ানদের একজন ছিলেন যিনি যুস্তিনুস ও তাঁর সঙ্গীদের সাক্ষ্যদানে অনুপ্রাণিত হয়ে দ্বিধা না করে নিজেকে খ্রিষ্টিয়ান বলে পরিচয় দিলেন।

৮ 'বেশ কিছুদিন আগেই': 'খ' পাঠ্য অনুসারে, 'ইকোনিয়ম [শহর] থেকে আমি ··· এখানে এসেছি।

৯ সেকালের খ্রিষ্টিয়ানদের সাধারণ বিশ্বাস যে, সাক্ষ্যমর যাঁরা, তাঁরা মৃত্যুর পরে সাথে সাথেই স্বর্গে যান; অন্যদিকে, যারা সাধারণ মৃত্যু বরণ করত, তারা শেষ পুনরুত্থান পর্যন্ত অপেক্ষা করত।

১০ মথি ১০:২২; ২৪:১৩; ২ তি ২:১২; প্রকাশ ১৩:১০ দ্রঃ।

১১ 'খ' পাঠ্য 'এটা' এর বদলে স্পষ্টভাবে বলে, 'ঈশ্বরের এই অনুগ্রহ'।

১২ ১ করি ৩:১৩-১৫; ১ থে ১২:৭-৮; ২ পি ৩:৭। যারা সাক্ষ্যমর নয় কিন্তু সাধারণ খ্রিষ্টিয়ান, তারা সরাসরি স্বর্গে যায় না।

লুগ্দুন-বাসীদের সাক্ষ্যমরণ

রোম সাম্রাজ্যের এশিয়া (অর্থাৎ আজকালের পশ্চিম তুরস্ক) ও ফ্রিগিয়া প্রদেশের মণ্ডলীগুলোর কাছে প্রেরিত গাল্লিয়া প্রদেশে অবস্থিত লুগ্দুন ও বিয়েন্না (আজকালের ফ্রান্সে অবস্থিত লিওঁ ও বিয়াঁ) মণ্ডলী দু'টোর এ পত্র লিওঁ মণ্ডলীর সেই নির্যাতন বর্ণনা করে যা রোম সাম্রাজ্য ১৭৭ ও ১৭৮ খ্রিষ্টাব্দে লিওঁ-তে ঘটায়। প্রকৃতপক্ষে সেই অঞ্চলের লোকেরাই খ্রিষ্টিয়ানদের অত্যাচার করতে শুরু করে, কিন্তু শহরের ম্যাজিস্ট্রেট, খ্রিষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে সম্রাট ত্রাইয়ানুস ও আদ্রিয়ানুসের চলতি নির্দেশাবলি অমান্য ক'রে সেই লোকদের হামলা আইনগত মামলায় পরিণত করেন। বাস্তবিকই, তৃতীয় পক্ষের বিধেয় অভিযোগের সমর্থন না থাকলে, তবে সম্রাট ত্রাইয়ানুস ও আদ্রিয়ানুসের চলতি নির্দেশাবলি অনুসারে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের পক্ষে খ্রিষ্টিয়ানদের খুঁজে বের করা ও গ্রেপ্তার করা অবৈধ ছিল।

পত্রটা কাইসারিয়ার বিশপ এউসেবিউস-লিখিত 'মণ্ডলীর ইতিহাস' পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত (৫ম পুস্তক ১:৩-২:৮ দ্রঃ)। বিকল্প গ্রীক পাঠ্যের লিং, ৪০৮ কলাম দ্রঃ, গ্রীক পাঠ্যের শেষ থেকে দ্বিতীয় লাইনেই শুরু। পাঠ্যটা অনুবাদের জন্য ব্যবহৃত পাঠ্য থেকে একটু ভিন্ন হতে পারে।

সূচীপত্র

[কাইসারিয়ার বিশপ এউসেবিউস-লিখিত 'মণ্ডলীর ইতিহাস' ৫ম পুস্তক]

অধ্যায়ঃ ১ ২

৫ম পুস্তক ১ [৩] গাল্লিয়ার বিয়েন্না ও লুগ্দুনে অবস্থানকারী খ্রিষ্টের দাসগণ এশিয়া ও ফ্রিগিয়া-বাসীদের আমাদের সেই ভাইদের সমীপে যাঁরা মুক্তিকর্মে একই বিশ্বাস ও আশা পোষণ করেন: পিতা ঈশ্বর থেকে ও আমাদের প্রভু খ্রিষ্ট থেকে শান্তি, অনুগ্রহ ও গৌরব বর্ষিত হোক। [৪] (এবং ক'টা উপযুক্ত প্রারম্ভিক মন্তব্যের পরে তাঁরা আপন বিবরণী এইভাবে শুরু করেন)।

এখানে আমাদের ক্লেশের তীব্রতা, পবিত্রজনদের বিরুদ্ধে বিধর্মীদের গভীর ঘৃণা, ও সুখী সাক্ষ্যমরদের দুর্ভোগের প্রসারতা: এসবকিছু আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্ণনা করতে অক্ষম; সত্যিই, এসমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। [৫] সেই প্রতিদ্বন্দ্বী [অর্থাৎ

শয়তান] আমাদের উপরে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল, ও এইভাবে তার সেই চরম পুনরাগমনের [১] পূর্বাভাস দিল যা অবশ্যই ঘটবে। সে ঈশ্বরের দাসদের বিরুদ্ধে আপন অনুচরদের প্রশিক্ষিত ও অভ্যস্ত করার জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করল; এর ফলাফল এমন যার ফলে আমাদের বাড়ি-ঘর, পৌর স্নানাগার ও জনচত্বরে প্রবেশাধিকার রোধ করা হয়েছে শুধু নয়, কিন্তু তারা আমাদের যেকোন স্থানেও নিজেদের দেখাতে নিষেধ করেছে।

[৬] তবু তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ছিল ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহ যা দুর্বলকে রক্ষা করল, ও এমন মজবুত স্তম্ভগুলো [২] উত্তোলন করল যা তাদের সহনশক্তি দ্বারা সেই ধূর্তজনের সমস্ত আক্রমণ মোকাবিলা করল। তাই সব ধরনের অত্যাচার ও ক্লেশের সামনে [৩] দাঁড়িয়ে এরা যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল; বাস্তবিকই, খ্রিষ্টের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে যেতে তারা যত মহৎ অপমান বোঝা হালকা করে দেখছিল; এতে তারা বাস্তবে প্রমাণ করল যে, *আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে বলে স্থিরীকৃত আছে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয়* [৪]।

[৭] সর্বপ্রথমে, লোকেরা তাদের উপরে একযোগে যা কিছু চাপিয়ে দিয়েছিল, তারা বীরত্ব সহকারে তা সহ্য করল, তথা অত্যাচার, আঘাত, টানাটানি, কাপড়-ছাড়ানো, পাথর মারা, কারাবাস, ও সেই সব কিছু যা রুষ্ট ভিড় আপন ঘৃণ্যতম শত্রুর উপরে হানতে পারে। [৮] কেননা যখন তাদের জোর করে বিচারালয়তে টেনে নেওয়া হল এবং সহস্রপতি ও সর্বোচ্চ নগর-প্রশাসকদের দ্বারা গোটা জনগণের সামনে জেরা করা হল, তখন তারা নিজেদের খ্রিষ্টিয়ান পরিচয় স্বীকার করল ও প্রদেশপালের আগমনের জন্য তাদের কারাগারে আটকিয়ে রাখা হল। [৯] পরে, যখন তাদের প্রদেশপালের সামনে আনা হল ও তিনি আমাদের প্রতি যে নিষ্ঠুরতা পোষণ করেন তা সমস্তই তাদের কাছে দেখালেন, তখন আমাদের একজন এগিয়ে এলেন: বেত্তিউস এপাগাথুস নামক এই ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসায় পরিপূর্ণ ছিলেন [৫]; তিনি যুবা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবন সিদ্ধতার এমন চূড়া পৌঁছেছিল যে, প্রাচীন সেই জাখারিয়া বিষয়ে যা বলা হত, তা তাঁর বেলায়ও বলা যেতে পারত, অর্থাৎ, তিনি সত্যিই *প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা ও নিয়ম-বিধি নিখুঁতভাবে মেনে চলতেন* [৬]; মহৎ ঈশ্বরভক্তির অধিকারী ও আত্মায় উত্তপ্ত হওয়ায় [৭] তিনি প্রতিবেশীর সেবাকর্মে ছিলেন ক্লান্তিহীন। তেমন স্বভাবের মানুষ হওয়ায় তিনি, আমাদের উপরে যা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, গোটা সেই যুক্তিহীন বিচার সহ্য করতে না পেরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে আমাদের ভাইদের পক্ষসমর্থনে শুনানি দাবি

করলেন, যেহেতু তাঁরা নাস্তিকতা ও অভক্তি ক্ষেত্রে নির্দোষী ছিলেন। [১০] তিনি বেশ পরিচিত ব্যক্তিত্ব হলেও বিচারমঞ্চের চারপাশের জনতা চিৎকার করে তাঁকে থামিয়ে দিল, ও তিনি যে ন্যায্য দাবি উপস্থাপন করেছিলেন, প্রদেশপাল তা খারিজ করে দিলেন ও এমনিই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনিও খ্রিষ্টিয়ান ছিলেন কিনা। যখন তিনি সুস্পষ্ট কণ্ঠে তা স্বীকার করলেন, তখন তাঁকেও সাক্ষ্যদাতাদের মনোনীত শ্রেণিতে গ্রহণ করে নেওয়া হল, ও 'খ্রিষ্টিয়ানদের সহায়ক' বলে অভিহিত হয়ে তিনি অন্তরে সহায়কের [৮] অধিকারী ছিলেন, সেই আত্মারই অধিকারী ছিলেন যাতে জাখারিয়া পরিপূর্ণ ছিলেন; এবং এই ব্যক্তি তাঁর ভালবাসার পূর্ণতা দ্বারা তেমনটা প্রমাণ করলেন, কেননা তিনি আপন সহভ্রাতাদের রক্ষার্থে বাস্তবেই নিজের জীবন বিসর্জন দিলেন। *মেষশাবক যেইখানে যান, সেখানে তাঁর অনুসরণ* [৯] করায় তিনি ছিলেন ও এখনও হলেন খ্রিষ্টের সত্যকার শিষ্য।

[১১] যারা অবশিষ্ট হয়ে রইল, তখনই তারা দু'টো দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। কেউ কেউ, যাঁদের বিশ্বাস আত্মপ্রকাশ করতে প্রস্তুত ছিল, তাঁরা মহত্তম আগ্রহে সেই বিশ্বাসের পুরা স্বীকারোক্তি করায় আমাদের প্রথম সাক্ষ্যমর হয়ে উঠলেন। কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও দেখা দিল যে, এমন অন্যজনও ছিল যারা এখনও অপ্রশিক্ষিত, অপ্রস্তুত, দুর্বল, ও মহৎ লড়াইয়ের চাপ বহন করতে অক্ষম। এদের মধ্যে সব মিলিয়ে প্রায় দশজন বিশ্বাসে মৃতজাত হল, তাতে তারা আমাদের জন্য মহৎ কষ্ট ও অপরিমেয় মর্মপীড়ার কারণ হল, যেহেতু তেমন ব্যবহারে তারা তাদেরই আগ্রহ ভোঁতা করছিল যাদের তখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি। কেননা ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা সত্ত্বেও এরা সাক্ষ্যদাতাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল ও তাদের একা ফেলে রাখতে রাজি ছিল না।

[১২] সেসময়ই আমরা সবাই বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি সংক্রান্ত যত অনিশ্চয়তা দ্বারা গভীরভাবে আঘাতগ্রস্ত হলাম; আমাদের উপর যে পীড়ন চাপিয়ে দেওয়া হতে পারত, এই কারণেই যে আমরা ভীত ছিলাম এমন নয়, কিন্তু শেষ পরিণাম যে কি হবে, তাতেই আমরা ভীত ছিলাম, এমনটা ভয় করে যে অন্য কেউও পতিত হবে। [১৩] কেননা গ্রেপ্তার অব্যাহত হয়ে চলছিল, ও উত্তম যাঁরা, তাঁরা প্রত্যেক দিন গ্রেপ্তার হয়ে সাক্ষ্যমরদের সংখ্যা বৃদ্ধি করছিলেন। বাস্তবিকই তারা সেই দু'টো মণ্ডলীর [অর্থাৎ বিয়েন্না ও লুগ্দুন মণ্ডলীর] সবচেয়ে ধর্মাগ্রহী সকল ব্যক্তিত্বকে জড় করছিল ও তাঁদেরও জড় করছিল যাঁদের উপরে সবকিছু অধিক নির্ভর করছিল।

[১৪] তাছাড়া খ্রিষ্টিয়ান নয় আমাদের ক'টা দাসকেও গ্রেপ্তার করা হল। কেননা প্রদেশপাল আমাদের সকলের বিষয়ে কঠোর তদন্ত প্রকাশ্যভাবে আদেশ করেছিলেন। এর ফলে, শয়তান দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়ে ও আমাদের পবিত্রজনেরা যে যন্ত্রণা সহ্য করছিলেন তেমনটা দেখে পীড়নের দ্বারা আতঙ্কিত হয়ে সেই দাসেরা সৈন্যদের প্ররোচনায় আমাদের অইদিপীয় বিবাহ ও থিয়েস্তীয় ধরনের ভোজসভা [১০] বিষয়ে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করছিল; অন্য বহু বিষয়েও তারা আমাদের অভিযুক্ত করছিল; এমন বিষয় যা আমরা ভাবা বা উল্লেখ করাও সাহস করি না। এমনকি, একজন এমনটা সন্দেহ করে, সেই ধরনের কিছু মানুষদের মধ্যে সত্যি কখনও ঘটেছে কিনা। [১৫] কিন্তু তবুও এধরনের গুজব রটে গেল ও সকল মানুষ আমাদের বিরুদ্ধে এমনভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল যে, যাদের মনোভাব আগে আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের খাতিরে নরম ছিল, তারা এখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল ও আমাদের দিকে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল। এইভাবে আমাদের প্রভুর উক্তি সত্য বলে প্রমাণিত হল: *সেই ক্ষণ আসছে, যখন কেউ তোমাদের হত্যা করলে সে মনে করবে, ঈশ্বরের পুণ্য সেবা করছে* [১১]।

[১৬] তখন থেকেই আমাদের পবিত্র সাক্ষ্যদাতাবৃন্দ এমন পীড়নের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন যা সমস্ত বর্ণনার অতীত; তাঁদের ওষ্ঠ থেকে কোন না কোন ঈশ্বরনিন্দাজনক উক্তি ব্যক্ত হবে শয়তান তাই আকাঙ্ক্ষা করছিল।

[১৭] উত্তেজিত জনসমষ্টির, প্রদেশপালের ও সৈন্যদের সমস্ত রোষ প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়ল বিয়েন্নার পরিসেবক সাংক্তুসের উপরে, সদ্য বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত হয়েও তবু সাহসী সহযোদ্ধা মাতুরুসের উপরে, জাতিতে পের্গামীয় ও সেখানকার সম্প্রদায়ের চিরকালীন স্তম্ভ ও *দৃঢ় ভিত্তি* [১২] স্বরূপ আত্তালুসের উপরে, ও সেই ব্লান্দিনার উপরে পড়ল যাঁর দ্বারা খ্রিষ্ট এটা প্রমাণ করলেন যে, মানুষের কাছে যা কিছু সস্তা, বিশ্রী ও অবজ্ঞার বস্তু মনে হয়, তা ঈশ্বরের কাছে তখনই মহৎ গৌরবের যোগ্য বলে গণ্য, যখন খ্রিষ্টের প্রতি ভালবাসা কেবল বাহ্যিক আড়ম্বরে প্রচারিত নয়, কিন্তু তা পরাক্রমেই প্রকাশিত।

[১৮] আমরা সবাই আতঙ্কেই ছিলাম; এবং ব্লান্দিনার পার্থিব সেই গৃহিণীও ছিলেন যিনি নিজেও বিশ্বাস লড়াইতে সহযোদ্ধাদের একজন ছিলেন, তিনি তীব্র দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন পাছে তাঁর শারীরিক দুর্বল গঠনের কারণে তাঁর দাসী বিশ্বাস বিষয়ে সাহসী স্বীকারোক্তি করতে সক্ষম না হন। অথচ সেই ব্লান্দিনা এমন এক পরাক্রমে পরিপূর্ণ ছিলেন যে, যারা পালাক্রমে ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সর্বোতভাবে তাঁকে উৎপীড়ন করছিল, তারা এতই পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন ছিল যে, তারা নিজেরাই স্বীকার করল, তারা

পরাজিত হয়েছিল, ও তাদের পক্ষে করার আর কিছুই ছিল না; এবং তারা এতেই বিস্মিত ছিল যে, ব্লান্দিনা তখনও শ্বাস নিচ্ছিলেন, কেননা তাঁর পুরো শরীরটা ছিল চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ক্ষতবিক্ষত। তারা সাক্ষ্য দিল যে, তারা এমন তীব্রতা সহকারে যত পীড়ন চালিয়েছিল, সেগুলো বাদে তাঁর প্রাণকে মুক্ত করার জন্য একটামাত্র ধরনের পীড়নও যথেষ্ট হত। [১৯] বরং এই সুখী নারী সাহসী যোদ্ধার মত নিজের বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি দ্বারা নবায়িত শক্তি লাভ করলেন; 'আমি খ্রিষ্টিয়ান; লজ্জাবোধ করার মত আমরা কিছুই করি না' তাঁর এই স্বীকারোক্তিই তাঁকে নবশক্তি, বিরাম ও তাঁর বর্তমান ব্যথায় সংবেদনহীনতা যুগিয়ে দিল।

[২০] সাংক্তুসও অসাধারণ ও অতিমানবীয় শক্তি সহকারে সেই সমস্ত অপমান মোকাবিলা করলেন যা লোকেরা তাঁর উপরে চাপিয়ে দিচ্ছিল। ভক্তিহীন লোকেরা আশা করছিল, পীড়নের তীব্রতা ও জোরাজোরি দ্বারা তাঁকে এমন কথা বলাবে যা তাঁর পক্ষে বলা উচিত ছিল না। কিন্তু তিনি মনের এমন দৃঢ়তা সহকারে তাদের প্রতিরোধ করলেন যে, তাদের কাছে নিজের নাম, জাতি ও আদি শহরের নাম বলার জন্যও মুখ খুললেন না, তিনি যে ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ, তাও বলেননি। তাঁকে যাই কিছু জিজ্ঞাসা করা হত না কেন তিনি উত্তরে লাতিন ভাষায় বলতেন, 'আমি খ্রিষ্টিয়ান'। নিজের নাম, জন্মস্থান, জাতীয়তা বা বাকি কোন কিছুই না বলে বরং শুধু সেই কথা অবিরতই বলতে থাকলেন; এবং বিধর্মী লোকের ভিড় তাঁর মুখ থেকে অন্য শব্দ শুনতে পেল না। [২১] তাতে তিনি নিজের বিরুদ্ধে প্রদেশপালের শুধু নয়, কিন্তু উৎপীড়কদেরও একগুঁয়েমি জাগালেন; এর ফলে, তাঁর বিরুদ্ধে আর কী করা যেতে পারে, যখন তারা তা আর ভেবেই পাচ্ছিল না, তখন অবশেষে তাঁর শরীরের সবচেয়ে কোমল অঙ্গগুলোর উপরে লাল-উত্তপ্ত ব্রোঞ্জের পাত চেপে ধরতে লাগল। [২২] এবং এগুলো তাঁকে পুড়িয়ে ফেলা সত্ত্বেও তিনি অনমনীয়, অটল ও নিজের বিশ্বাস-স্বীকারোক্তিতে দৃঢ় হয়ে থাকলেন সেই জীবন-জলের স্বর্গীয় উৎসের দ্বারা শীতল ও অভেদ্য হয়ে উঠে যা খ্রিষ্টের অন্ত্ররাজি থেকে উৎসারিত [১৩]। [২৩] তথাপি তাঁর দেহ তাঁর যন্ত্রণার সাক্ষ্য বহন করছিল, কেননা তাঁর সারা শরীর ছিল যেন একপিণ্ড ক্ষত ও কালশিটে, প্রসারিত ও বিকৃত হয়ে তা এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছিল যে, তাকে আর কোনও ভাবেই মানুষের আকৃতি বলে চেনা যাচ্ছিল না। এবং তাঁর মধ্যে যন্ত্রণাভোগ করে খ্রিষ্ট সেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করায় মহৎ গৌরব অর্জন করলেন ও অন্যান্য সকলকে আদর্শ হিসাবে এটা দেখালেন যে,

যেখানে পিতার ভালবাসা রয়েছে [১৪] সেখানে ভয় করার মত কিছু নেই; যেখানে '*খ্রিষ্টের গৌরব*' [১৫] রয়েছে, সেখানে বেদনাদায়ক বলতে কিছু নেই।

[২৪] কিছু দিন পরে ভক্তিহীনেরা আর একবার এই সাক্ষ্যদাতাকে উৎপীড়ন করল। তারা মনে করছিল, এখন, যখন তার শরীরের অঙ্গগুলো ফুলে গেছিল ও প্রদাহগ্রস্ত হয়েছিল, তখন একই পীড়ন পুনরায় আরোপ করাটা তাঁকে অভিভূত করবে, কেননা তারা দেখতে পাচ্ছিল, তিনি এক হাতের স্পর্শও আর সহ্য করতে পারছিলেন না; অথবা, তারা মনে করছিল যে, তেমন নির্যাতনের মুখে তাঁর মরে যাওয়াটাই অন্যান্যদের আতঙ্কিত করবে। কিন্তু তাঁর বেলায় তেমন কিছু আদৌ ঘটেনি, বরং সেই লোকদের সম্পূর্ণ বিস্ময়ে, পরবর্তী উৎপীড়নের ফলে তাঁর জরাজীর্ণ দেহ পুনরুত্তোলিত হয়ে উঠল ও সোজা হল; তিনি তাঁর আগেকার চেহারা ও তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহারের ক্ষমতা ফিরে পেলেন, যার ফলে, খ্রিষ্টের অনুগ্রহে সেই দ্বিতীয় নিপীড়ন তাঁর পক্ষে যন্ত্রণার চেয়ে নিরাময়ই হয়ে উঠল।

[২৫] উপরন্তু, যারা বিশ্বাস অস্বীকার করেছিল, তাদের মধ্যে বিব্লিস নামক এক নারী ছিলেন। দিয়াবল মনে করেছিল, সে ইতিমধ্যে তাঁকে একেবারে গ্রাস করে গিলেই ফেলেছিল। এই আশা পোষণ করে যে, সে তাঁকে পরনিন্দুকও করে ফেলবে, দিয়াবল এমনটা করল যাতে তাঁকে পীড়নযন্ত্রে নিয়ে গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে অভক্তিময় অভিযোগ তুলতে বাধ্য করা হয়; দিয়াবল মনে করছিল, নারীটি ইতিমধ্যে পচা ও সহজে ভঙ্গুর। [২৬] কিন্তু পীড়নযন্ত্রের উপরে শায়িতা হওয়া মাত্রই নারীটির হুঁশ ফিরল ও, বলতে গেলে, তিনি কেমন যেন গভীর তন্দ্রা থেকে জেগে উঠলেন; হ্যাঁ, ক্ষণিকের যন্ত্রণা দ্বারা তিনি জাহান্নামের [১৬] চিরন্তন শাস্তির কথা স্মরণ করেছিলেন। এমনকি, তিনি ঈশ্বরনিন্দুকদের প্রতিবাদ করে বললেন, 'তেমন মানুষদের জন্য যখন যুক্তিক্ষমতা বিহীন পশুদের রক্তও পান করা নিষিদ্ধ, তাঁরা কেমন করে শিশুদের গ্রাস করতে পারেন?' এবং সেসময় থেকে তিনি দৃঢ়তা সহকারে স্বীকার করতে লাগলেন, তিনি খ্রিষ্টিয়ান, যার ফলে সাক্ষ্যদাতাদের সুযোগ্য শ্রেণির মধ্যে গৃহীতা হলেন।

[২৭] অত্যাচারী ক্ষমতার পীড়নযন্ত্রগুলো খ্রিষ্টের দ্বারা সুখী ব্যক্তিদের নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে একেবারে পরাস্ত হল বিধায় দিয়াবল অন্য উপায়ের দিকে মন ফেরাতে লাগল, তথা কারাগারের অন্ধকারে বা অধিক কঠিন স্থানে অন্তরণ, পঞ্চম খাঁজ পর্যন্ত দাঁতাল যন্ত্রে অঙ্গগুলোকে টানাটানি, ও সেই নানা ধরনের পাশব পীড়ন যা কারাপালেরা দিয়াবলে পরিপূর্ণ হওয়ায় রোষে উত্তেজিত হয়ে বন্দিদের উপরে চাপাতে অভ্যস্ত। এইভাবেই

কারাগারের বন্দিদের বেশির ভাগ শ্বাসরোধে মারা গেল: ততজন যতজন প্রভু আপন গৌরব প্রকাশার্থে এইভাবে মৃত্যুবরণ করবে বলে ইচ্ছা করেছিলেন। [২৮] বস্তুতপক্ষে, এত কঠোরভাবে উৎপীড়িত হয়েও যে এমনটা মনে হচ্ছিল, সবধরনের সহায়তা পাওয়া সত্ত্বেও তারা বাঁচতে পারবে না, তবু বেশ কয়েকজন কারাগারে বাঁচল: মানবীয় মনোযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা প্রভু দ্বারা প্রাণে ও দেহে দৃঢ়ীকৃত হল ও শক্তিলাভ করল, এমনকি অন্যান্যদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করত। অন্যদিকে, এমন যুবকেরা যাদের সবেমাত্র গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ও যাদের দেহ তখনও উৎপীড়ন ভোগ করেনি, তারা কারাগারের বোঝা সহ্য করতে না পেরে কারাবাসে মারা পড়ল।

[২৯] লিওঁর বিশপীয় দায়িত্ব যাঁর উপরে ন্যস্ত করা হয়েছিল, সেই সুখী পথিনুসের বয়স নব্বই বছরেরও বেশি ছিল; তিনি শরীরেও প্রায়ই অচল ছিলেন। অনেক দিনের শারীরিক দুর্বলতার জন্য তিনি অত্যন্ত কষ্টে শ্বাস নিতেন; তবুও সাক্ষ্যমরণের জন্য তাঁর আত্মার প্রবল আকাঙ্ক্ষার আগ্রহে শক্তি যোগাড় ক'রে তিনি বয়সে ও দৈহিক অসুস্থতায় তেমন নিঃশেষিত অবস্থায় বিচারমঞ্চের সামনে জোর প্রয়োগে নিজেকে উপনীত হতে দিলেন, তবু তাঁর সেই দেহের মধ্যে প্রাণ সংগ্রাম করছিল যাতে সেই প্রাণের দ্বারা খ্রিষ্ট জয়যাত্রা করতে পারেন [১৭]।

[৩০] নানা নগর-প্রশাসক ও উত্তেজিত সমস্ত ভিড় তাঁর পাশে পাশে চলতে চলতে তাঁকে সৈন্যদের দ্বারা বিচারমঞ্চে আনা হয়েছিল; সেই লোকেরা তাঁকে উদ্দেশ করে সবধরনের হৈচৈ তুলছিল কেমন যেন তিনি স্বয়ং খ্রিষ্ট। তিনি যথার্থ সাক্ষ্য দিলেন। [৩১] এবং যখন প্রদেশপাল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, খ্রিষ্টিয়ানদের ঈশ্বর কে?, তখন তিনি উত্তরে বললেন, 'আপনি যোগ্য হলে তবেই জানবেন।' তাতে তারা সবরকম আঘাত হেনে তাঁকে নির্মমভাবে জোর করে টানতে লাগল; আশেপাশের লোকেরা তাঁর বার্ধক্যের প্রতি কোন সম্মান না দেখিয়ে লাথি ও ঘুষি মেরে তাঁকে সর্বতোভাবে আক্রমণ করল; এবং যারা দূরে ছিল, তারা হাতে যাই কিছু পেল তা দিয়ে তাঁকে মারতে লাগল; এবং সবাই এমনভাবে ব্যবহার করছিল কেমন যেন তাঁর বিরুদ্ধে কম নিষ্ঠুরতা দেখানোই মারাত্মক দোষ ও অভক্তি হত: মনে করছিল, তারা এইভাবে তাদের দেব-দেবীর পক্ষে প্রতিশোধ নিচ্ছিল। তাই তাঁকে প্রায় শ্বাসহীন অবস্থায় কারাগারে নিক্ষেপ করা হল; তিনি দু' দিন পরে প্রাণত্যাগ করলেন।

[৩২। পরে এক মহান ঐশ্বরিক ব্যবস্থা দেখা দিল, ও যিশুর অপরিসীম দয়া এমন পর্যায়ে ব্যক্ত হল যা খ্রিষ্ট-ভ্রাতৃত্বে খুবই কদাচিৎ ঘটল, তবে তা-ও খ্রিষ্টের কৌশলের

বাইরে ছিল না। [৩৩] কেননা যাঁরা প্রথম গ্রেপ্তারকালে বিশ্বাস অস্বীকার করেছিল, তাদের অন্যান্যদের সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছিল ও একই ক্লেশে তাদের বশীভূত করা হয়েছিল; তেমন অবস্থায় তারা নিজেদের অস্বীকার দ্বারা আর কিছুই লাভ করছিল না। কেননা, যারা যা ছিল তা স্বীকার করেছিল, তাদের খ্রিষ্টিয়ান হিসাবে আটক রাখা হত ঠিকই, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন অভিযোগ চাপা হত না। কিন্তু এদের খুনী ও অপরাধী অভিযোগেই আটক রাখা হত ও অন্যান্যদের চেয়ে দু' গুণ বেশি শাস্তি ভোগ করত। [৩৪] কেননা যাঁরা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তাঁরা সেই সাক্ষ্যের আনন্দে ও সমস্ত প্রতিশ্রুতিতে আপন আশায়, খ্রিষ্টের প্রতি আপন ভালবাসায় ও পিতার [পবিত্র] আত্মায় আশ্বাস পাচ্ছিলেন। কিন্তু অন্যেরা আপন বিবেক গভীরে এতই উৎপীড়িত ছিল যে, যখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন তাদের চেহারার মাধ্যমে অন্যান্যদের থেকে সহজে চিনে ফেলা হত। [৩৫] এঁরা আনন্দের মধ্যে এগোতেন ও তাঁদের মুখমণ্ডলে গৌরব ও মহৎ সৌন্দর্য বিরাজ করত, যার ফলে তাঁদের শেকলও তাঁদের গায়ে সুন্দর অলঙ্কার বলে পরানো ছিল, সেইভাবে যেভাবে কনে রত্নস্বর্ণ-খচিত বসন-ভূষণে ভূষিতা হয় [১৮]; ও সবাই মিলে তাঁরা খ্রিষ্টের সৌরভ ছড়াতেন [১৯]; ফলে কেউ কেউ মনে করছিল, তাঁরা বস্তুগত তেলে অভিষিক্ত ছিলেন। অন্যদিকে অন্যেরা হতাশ, বিষণ্ন, কুদর্শন ও একেবারে সৌন্দর্যবিহীন ছিল। তাছাড়া বিধর্মীরা নিচ কাপুরুষ বলে তাদের টিটকারি দিত; তারা একদিকে নরহত্যা বিষয়ে অভিযুক্ত ছিল ও অন্যদিকে সেই গৌরবময়, সম্মানপূর্ণ ও জীবনদায়ী [খ্রিষ্টিয়ান] নাম হারিয়েছিল। তাই যে ভাইয়েরা তখনও বাইরে থেকে গেছিল, তারা তেমনটা দেখে আপন প্রতিরোধে আরও শক্ত হয়ে যেত, ও যাদের গ্রেপ্তার করা হত, তারা দিয়াবলের যুক্তির প্রতি একটুকু চিন্তাও না করে সরাসরিই নিজেদের বিশ্বাস স্বীকার করত।

[৩৬] (আরও কিছু কথা বলার পর তাঁরা বর্ণনাটা এইভাবে চালিয়ে যান:) এসময় থেকে তাঁদের সাক্ষ্যমরণের ধরন বহুবিধ হয়ে উঠল। কেননা বহু ভিন্ন ভিন্ন ফুল ও রঙের এক মুকুট গেঁথে তাঁরা তা পিতার কাছে অর্পণ করতেন। অবশ্যই এই সাহসী যোদ্ধাদের পক্ষে অমরতার মহৎ মুকুট জয় করা সমীচীন ছিল, কারণ তাঁরা চমৎকার প্রতিযোগিতা ও গৌরবময় বিজয় বহন করেছিলেন।

[৩৭] তাই মাতুরুস, সাংক্টুস, ব্লান্দিনা ও আত্তালুসকে বন্যজন্তুদের মুখে ফেলে দেওয়া হল; তাতে বিধর্মীদের অমানবিকতার একটা প্রকাশ্য প্রদর্শনী দেওয়া হয়, কেননা আমাদের খাতিরে এক দিন খড়্গধারী-ক্রীড়া সুনির্দিষ্টভাবে আয়োজন করা হয়েছিল।

[৩৮] এবারও ক্রীড়াভূমিতে মাতুরুস ও সাংক্টুসকে সেই নানাবিধ ও নানামাত্রিক কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হল কেমন যেন তাঁরা আগে এর অভিজ্ঞতা কখনও করেননি, বা আরও সূক্ষ্ম ভাবে বলতে গেলে, কেমন যেন তাঁরা তাঁদের সেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে বহু প্রতিযোগিতায় বহুবার পরাজিত করেছিলেন ও এখন অন্তিম বিজয় লাভ করার জন্য শেষ সংগ্রাম করছিলেন। স্থানীয় প্রথা অনুসারে এবারও তাঁরা চাবুকের ঘূর্ণি ও হিংস্র পশুদের দাঁতের কামড় বহন করলেন, ও সেই সমস্ত কিছুও বহন করলেন যা উন্মত্ত জনতা বিভিন্ন স্থান থেকে চিৎকার করে দাবি জানাচ্ছিল। এবং পরে, এমনকি সর্বোপরিই, তাঁদের জালির উপরে দেওয়া হল, যা থেকে তাঁদের ঝলসানো মাংসের তীব্র দুর্গন্ধ শ্রোতাদের আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। [৩৯] কিন্তু ওদের জন্য তেমনটাও যথেষ্ট ছিল না, ও সাক্ষ্যদাতাদের প্রতিরোধশক্তি ভেঙে ফেলার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তারা ক্ষিপ্ত হয়েই চলল। কিন্তু সাংক্টুসের মুখ থেকে ওরা কিছুই শুনল না, কেবল সেটাই শুনতে পেল যা তিনি শুরু থেকে অবিরতই বলে আসছিলেন, তথা, তাঁর বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি।

[৪০] যদিও বিশাল প্রতিযোগিতা জুড়ে তাঁদের প্রাণ অনেক কষ্ট সহ্য করেছিল, তবু, খড়্গধারীদের লড়াইয়ের বিচিত্র বিনোদনের বিকল্প হিসাবে সারাদিন ধরে বিশ্বের সামনে এক প্রদর্শনীতে পরিণত হওয়ার পর, অবশেষে তাঁদের বলি দেওয়া হল [২০]। [৪১] এদিকে, ব্লান্দিনাকে একটা খুঁটিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হল ও সেই বন্যজন্তুদের জন্য টোপ হিসাবে ফেলে রাখা হল যেগুলো তাঁর উপর লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মনে হচ্ছিল তিনি ক্রুশের আকৃতিতেই সেখানে ঝুলছিলেন, ও তাঁর উত্তপ্ত প্রার্থনা দ্বারা তিনি, যাঁরা নিজ নিজ অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁর সেই আপন সঙ্গীদের মধ্যে তীব্র উদ্দীপনা জাগাচ্ছিলেন, কেননা তাঁদের পীড়নে তাঁরা নিজেদের দৈহিক চোখে আপন বোনের মধ্যে তাঁকেই দেখছিলেন যাঁকে তাঁদের জন্য ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল যাতে যাঁরা তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে তিনি তাদের এবিষয়ে নিশ্চিত করতে পারেন যে, যারা খ্রিষ্টের গৌরবের জন্য যন্ত্রণাভোগ করে, তারা জীবনময় ঈশ্বরে চিরন্তন সহভাগিতা অর্জন করবে।

[৪২] কিন্তু, যেহেতু সেই জন্তুগুলোর একটাও ততক্ষণে তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি, সেজন্য তাঁকে সেই খুঁটি থেকে নামানো হল ও অন্য অগ্নিপরীক্ষার জন্য বাঁচিয়ে রাখবার লক্ষ্যে তাঁকে কারাগারে ফিরিয়ে আনা হল, যাতে করে, অন্যান্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হিসাবে উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে তিনি একদিকে সেই *'কুটিল সাপের'* [২১] দণ্ডাদেশ অপরিবর্তনীয় করে তুলতে পারেন; ও অন্যদিকে তিনি যেন আপন ভাইদের অন্তরে

প্রেরণা যোগাতে পারেন; হ্যাঁ, সেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে বারে বারে পরাস্ত করার জন্য ও শেষ লড়াইতে অমরতার মুকুটে ভূষিত হবার জন্যই [২২] সেই ক্ষুদ্র, দুর্বল ও নগণ্য ব্লান্দিনা পরাক্রমী ও অপরাজেয় প্রতিযোগী স্বয়ং খ্রিষ্টকেই পরিধান করেছিলেন [২৩]।

[৪৩] এদিকে, উত্তেজিত জনতা আত্তালুসকেই পাবার দাবি জানাচ্ছিল যেহেতু তিনি অধিক প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাই তিনিও আপন সদ্বিবেকের গুণে অধিক প্রস্তুত যোদ্ধা হিসাবে ক্রীড়াঙ্গনে প্রবেশ করলেন; কেননা তিনি খ্রিষ্টীয় নিয়মনীতিতে মহৎভাবে প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন ও আমাদের মধ্যে সবসময়ই সত্যের সাক্ষী হয়েছিলেন। [৪৪] তাঁকে ক্রীড়াভূমির চারপাশে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল, এমন একটা ফলকের পিছনে যার উপরে লাতিন ভাষায় লেখা ছিল 'এ খ্রিষ্টিয়ান সেই আত্তালুস'। উত্তেজিত জনতা তাঁর বিরুদ্ধে হিংস্রভাবে ফুঁসে উঠেছিল, কিন্তু যখন প্রদেশপাল জানতে করলেন, তিনি রোমীয় নাগরিক, তখন তাঁকে কারাগারে ফিরিয়ে আনার আদেশ দিলেন, সেই অন্যান্যদের সঙ্গে যারা সেখানে ছিল। কেননা তিনি তাঁদের সম্পর্কে সম্রাটের কাছে খোঁজখবর পাঠিয়ে সম্রাটের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিলেন।

[৪৫] মধ্যবর্তী সময়কাল তাঁদের জন্য বিফল বা নিষ্ফল [২৪], কোনোটাই ছিল না; কেননা তাঁদের ধর্মনিষ্ঠার মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টের অপরিসীম দয়া প্রকাশ পেল। বস্তুত, মৃতেরা জীবিতদের মধ্য দিয়ে সঞ্জীবিত হল; যারা কোন সাক্ষ্য বহন করত না, সাক্ষ্যদাতারা তাদের অনুগৃহীত করলেন; এবং কুমারী মাতা [২৫] বিশ্বাসে যাদের অকালজাত বলে গণ্য করেছিল, তাদের জীবিত অবস্থায় ফিরে পেয়ে অনেক আনন্দ উপভোগ করল। [৪৬] কেননা যারা বিশ্বাস অস্বীকার করেছিল, তারা বেশির ভাগ নতুন করে বিশ্বাসে ধারণকৃত হয়ে সেই মাতার [অর্থাৎ মণ্ডলীর] গর্ভে ফিরে এল, পুনরুজ্জীবিত হল ও বিশ্বাস-সূত্রকে স্বীকার করতে শিখল; এবং এবার জীবিত হয়ে উঠে ও শক্তি লাভ করে তারা বিচারমঞ্চের সামনে এল যাতে প্রদেশপাল তাদের নতুন করে জেরা করেন। কারণ যিনি পাপীর মৃত্যু ইচ্ছা করেন না কিন্তু তাকে মনপরিবর্তনের অনুগ্রহ [২৬] দেখান, সেই ঈশ্বর তাদের জন্য সেই প্রক্রিয়া মধুময় করলেন।

[৪৭] কেননা ইতিমধ্যে সম্রাটের [২৭] এমন হুকুম এসেছিল যাতে সাক্ষ্যদাতাদের শিরশ্ছেদ করা হয়, কিন্তু যারা বিশ্বাস অস্বীকার করে চলবে, তাদের যেন মুক্ত করা হয়। তাই এখানে, উৎসবের শুরুতে (এবং এই উৎসব এমন ছিল যেখানে নানা দেশ থেকে আসা মানুষের ভিড় জমত) প্রদেশপাল সুখী সাক্ষ্যদাতাদের বিচারমঞ্চের সামনে আনালেন যাতে জনসমক্ষে তাদের নিয়ে প্রদর্শনী ও তামাশা করা হয়। এই লক্ষ্যে তিনি

তাদের আর একবার জেরা করলেন, এবং যাদের বিষয়ে মনে হচ্ছিল তারা রোমীয় নাগরিক, তিনি তাদের শিরশ্ছেদ করালেন, ও বাকি সবাইকে বন্যজন্তুর মুখে ঠেলে দিলেন।

[৪৮] যারা আগে বিশ্বাস অস্বীকার ক'রে পরবর্তীকালে বিধর্মীদের প্রত্যাশার বিপরীতে বিশ্বাস স্বীকার করল, তাদের মধ্যে খ্রিষ্ট অত্যন্ত গৌরবান্বিত হলেন। কেননা তাদের আলাদা ভাবে জেরা করা হয়েছিল, এই চিন্তায় যে, তাদের মুক্ত করে দেওয়া হবে; কিন্তু তারাও এবার বিশ্বাস স্বীকার করল, তাতে তাদের সাক্ষ্যদাতাদের বাহিনীতে যুক্ত করা হল। তথাপি, সেই সবাই বাইরে থেকে গেল যারা বিশ্বাসের বিন্দুমাত্রও কখনও উপভোগ করেনি, বা *'বিবাহ-পোশাক'* [২৮] বিষয়ে কোনও জ্ঞানও উপভোগ করেনি, বা ঈশ্বরভীতির কথাও কখনও ভাবেনি; বরং তাদের জীবনধারায় তারা 'পথের' নিন্দা করেছিল। এরাই ছিল সেই *'বিনাশ-পুত্র'* [২৯]।

[৪৯] কিন্তু অবশিষ্ট সবাই মণ্ডলীতে যোগ দিল। যাদের জেরা করা হচ্ছিল, তাদের মধ্যে আলেক্সান্দার নামক ফ্রিগীয় এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি পেশায় চিকিৎসক; তিনি গাল্লিয়ার নানা স্থানে অনেক বছর কাটিয়েছিলেন, ও তাঁর ঈশ্বরপ্রেমের জন্য ও বাণীপ্রচারে তাঁর স্পষ্টবাদিতার জন্য প্রায় সবার কাছে বেশ পরিচিত ছিলেন, কারণ প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রৈরিতিক অনুগ্রহদানের অধিকারী ছিলেন। তিনি বিচারমঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, ও নিজ মাথায় সম্মতি-ইঙ্গিত দিয়ে আমাদের সঙ্গীদের বিশ্বাস স্বীকার করার জন্য উৎসাহ দিচ্ছিলেন। ফলত, যারা বিচারমঞ্চের কাছাকাছি ছিল, তাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে দাঁড়াচ্ছিল যে, তিনি এক প্রকার প্রসূতি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। [৫০] কিন্তু লোকের ভিড় এতেই বিরক্ত হল যে, যারা আগে বিশ্বাস অস্বীকার করেছিল, তারা এখন আবার তা স্বীকার করছিল; তাই তারা আলেক্সান্দারের বিরুদ্ধ চিৎকার করে বলছিল, তিনিই এসবকিছুর কারণ ছিলেন। তাই প্রদেশপাল তাঁর দিকে ফিরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কে। উত্তরে আলেক্সান্দার বললেন তিনি খ্রিষ্টিয়ান; তাতে প্রদেশপাল রুষ্ট হয়ে উঠে আদেশ করলেন তাঁকে বন্যজন্তুদের মুখে দেওয়া হোক।

তাই পরদিন আলেক্সান্দার ক্রীড়াঙ্গনে প্রবেশ করলেন; তাঁর সঙ্গে আত্তালুসও ছিলেন; কেননা উত্তেজিত জনতাকে খুশি করার জন্য প্রদেশপাল আত্তালুসকে আবার বন্যজন্তুদের মুখে উৎসর্গ করেছিলেন। [৫১] পরে, ক্রীড়াভূমিতে, তাঁদের জন্য উদ্ভাবিত সমস্ত পীড়ন-যন্ত্রই তাঁদের উপরে প্রয়োগ করা হল, এবং তাঁরা তীব্রতম লড়াই বহন করার পর অবশেষে তাঁদেরও উৎসর্গ করা হল। এদিকে আলেক্সান্দার আদৌ কোন

আর্তনাদ বা কোন চিৎকার ব্যক্ত না করে বরং হৃদয়-গভীরে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলছিলেন। [৫২] ইতিমধ্যে, যাঁকে জ্বলন্ত জালির উপরে রাখা হয়েছিল, সেই আত্তালুসের দেহ থেকে যখন ঝলসানো মাংসের তীব্র দুর্গন্ধ ঊর্ধ্বে যেতে লাগল, তখন তিনি লাতিন ভাষায় লোকের ভিড়ের কাছে চিৎকার করে বললেন, 'দেখ, তোমরাই নরমাংসভক্ষণ করছ। খ্রিষ্টিয়ান এই আমরা নরমাংসভোজীও নই, জঘন্য ধরনের অন্য পাপকর্মও করি না।' এবং যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল ঈশ্বরের নাম কি, তখন তিনি উত্তরে বললেন, 'ঈশ্বর কি মানুষ? তাঁর কোনও নাম নেই।' [৫৩] এসব কিছুর পরে, অবশেষে, খড়্গধারী-ক্রীড়ার শেষ দিনে, তারা আবার সেই ব্লান্দিনাকে আনল; এবার তাঁর সঙ্গে পন্তিকুস নামক পনেরো বছরের একটা ছেলেও ছিল। এই দু'জনকে প্রত্যেক দিন তাদের সঙ্গীদের যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল ও সেইসঙ্গে তারা পৌত্তলিক প্রতিমাগুলোর সামনে শপথ নিতে তাঁদের বাধ্য করতে অভিপ্রেত ছিল। এবং যেহেতু তাঁরা নিষ্ঠাবান ছিলেন ও তাঁদের উৎপীড়কদের অবজ্ঞা করছিলেন, সেজন্য লোকের ভিড় তাঁদের বিষয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, যার ফলে ছেলেটির বয়সের প্রতি তাদের খুব একটা সহানুভূতি ছিল না ও নারীর প্রতিও সম্মান দেখাল না। [৫৪] বরং তারা যত বর্বরতায় তাঁদের বশীভূত করল ও তাঁদের একে একে সব ধরনের উৎপীড়নের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেল; লক্ষ্য ছিল, তাঁদের শপথ নিতে বাধ্য করবে; কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা বৃথা হল।

বাস্তবিকই পন্তিকুস খ্রিষ্টে তাঁর বোন দ্বারা উৎসাহিত হওয়ার পর, (যার ফলে সেই বিধর্মীরাও উপলব্ধি করল যে, ব্লান্দিনা তাঁকে নিষ্ঠাবান হতে প্রেরণা দিচ্ছিলেন) ও সাহসের সঙ্গে সব ধরনের উৎপীড়ন সহ্য করার পর আত্মা সঁপে দিলেন। [৫৫] সবার শেষে সুখী ব্লান্দিনার পালা হল: নিজের সন্তানদের উৎসাহ দান করছেন [৩০] এমন সুযোগ্য মাতার মত তিনি আগে সেই সন্তানদের বিজয়ী অবস্থায়ই রাজার কাছে পাঠিয়ে দিলেন; পরে, নিজের দেহে তাঁর সন্তানদের সমস্ত যন্ত্রণা একটার পর একটা বহন করার পর তিনি তাদের সঙ্গে পুনর্মিলিতা হবার জন্য দ্রুত এগিয়ে গেলেন; তিনি আনন্দিতাই ছিলেন, ও নিজের মৃত্যুতে এমন গৌরব বোধ করছিলেন যেন কোন বিবাহভোজে আমন্ত্রিতা, বন্যজন্তুদের শিকার বলে নয়। [৫৬] চাবুক, পশুগুলো ও উত্তপ্ত জালির পর তাঁকে পরিশেষে একটা জালে আটক রাখা হল ও একটা ষাঁড়ের সামনে ঠেলে দেওয়া হল। ষাঁড়ের দ্বারা বেশ ভালভাবেই এদিক সেদিক আছাড় খাওয়ার পর, তিনি কিনা ঘটছে তা আর টের পাচ্ছিলেন না, কারণ খ্রিষ্টের সঙ্গে তাঁর সংলাপ হেতু তিনি যাতে

ভরসা রাখছিলেন তাতেই আশান্বিতা ছিলেন ও তা সবই উপভোগ করছিলেন। তাঁকেও বলিরূপে উৎসর্গ করা হল; ও সেই বিধর্মীরা নিজেরাই মেনে নিল, তাদের অভিজ্ঞতায় কোনও নারীই কখনও এতটা ভোগান্তির শিকার হয়নি।

[৫৭] কিন্তু তাদের উন্মাদনা ও পবিত্রজনদের বিরুদ্ধে তাদের নিষ্ঠুরতা মেটানোর জন্য এটুকুও যথেষ্ট হল না। কেননা এ বন্য ও বর্বর জাতির মানুষেরা একবার সেই বন্যপশু দ্বারা উদ্বেলিত হয়ে উঠলে তাদের সন্তুষ্ট করা কঠিন ছিল, ও মৃতদের দেহের উপর তারা যা করল, তাতে তাদের দুষ্টতা বিশেষভাবে প্রকাশ পেল। [৫৮] তারা নিজেদের পরাজয়তে অবনমিত হল না, কেননা তারা মানবীয় উপলব্ধির অভাবী ছিল। তাদের পরাজয় বরং তাদের পশুতুল্য ক্রোধ এত প্রজ্বলিত করল যে, প্রদেশপাল ও জনতা উভয়ই আমাদের প্রতি একই অনুচিত ক্রোধ প্রকাশ করল; তাতে এ শাস্ত্রবাণী পূর্ণ হল, *যে অধর্মাচরণ করে, সে নিজের অধর্মাচরণ করে চলুক; যে ধার্মিক, সে নিজের ধর্মাচরণ করে চলুক* [৩১]। [৫৯] বাস্তবিকই, কারাগারে যাদের শ্বাসরুদ্ধ করা হত, তারা তাদের কুকুরের মুখে ফেলে দিত; ও দিনরাত অক্লান্তভাবে খুব মনোযোগ সহকারে লক্ষ রাখত পাছে আমরা কোন মৃতদেহকে সমাধি দিই। পরে, যাদের পশু বা আগুনের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, তাদের যা অবশিষ্ট হয়ে থেকেছিল—যার কোনোটা ছিল ঝলসানো ও ছিন্নভিন্ন—এবং বাকিজনদের কাটা মাথা ও শরীরের টুকরোগুলো—সেসব কিছুই যেন অসমাধিস্থ হয়ে পড়ে থাকে সেই লক্ষ্যে তারা দিনের পর দিন সৈন্যদের অবিরত পাহারায় ফেলে রাখল। [৬০] কিছু লোক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ও এই লাশগুলোর প্রতি দাঁতে দাঁত ঘষত কেমন যেন তারা সেই লাশগুলোর উপরে আরও কিছুটা প্রতিশোধ নিচ্ছিল। অন্য কেউ একইসময়ে নিজেদের প্রতিমা মহিমান্বিত করতে করতে ও তাদের শাস্তিটা সেই প্রতিমার উপরে চাপাতে চাপাতে হাসাহাসি করছিল ও সেই লাশগুলো বিদ্রূপ করছিল। অন্য কেউ যারা একটু বেশি যুক্তিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিল ও যাদের বিষয়ে মনে হচ্ছিল তারা কোন না কোন মানবীয় উপলব্ধির অধিকারী, তারা সেই লাশগুলো ভর্ৎসনা করে বলছিল, 'তাদের ঈশ্বর কোথায় আছেন? তাদের সেই ধর্মের এমন কী উপকারে এল যা তারা নিজেদের প্রাণের চেয়েও বেশি মূল্যবান গণ্য করল? [৩২]।

[৬১] তবে এটাই ছিল তাদের ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব। কিন্তু আমাদের দিক দিয়ে গভীর শোক বিরাজ করত, কারণ আমরা আমাদের মৃতদের দেহ মাটিতে দিতে পারতাম না। কেননা এক্ষেত্রে রাতের অন্ধকারও কোন কাজে আসত না, অর্থও কারও মন জয় করত না, কাকুতি-মিনতিও তাদের পরাজিত করত না। তারা বরং সবদিক দিয়েই

পাহারা দিত কেমন যেন সেই লাশগুলো সমাধি ছাড়া অবস্থায় রাখা থেকে তারা বহু লাভবান হত।

[৬২] (আরও কিছু কথা বলার পর তাঁরা বর্ণনাটা এভাবে চালিয়ে যান:) তাই সাক্ষ্যমরদের সর্বোতভাবে উন্মুক্ত হয়ে থেকে ও ছ' দিন ধরে অসমাধিস্থ অবস্থায় থেকে দেহগুলো এরপর সেই জঘন্য লোক দ্বারা পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হল ও পাশেই বয়ে চলা রদানোস নদে ফেলে দেওয়া হল যাতে পৃথিবীতে তাঁদের দেহগুলোর একটামাত্র অবশিষ্টাংশও না থেকে যায়। [৬৩] তারা এমনটা করল [৩৩] কেমন যেন তারা ঈশ্বরকে পরাভূত করতে পারত ও সাক্ষ্যমরদের তাঁদের নব-সৃষ্টি [৩৪] থেকে বঞ্চিত করতে পারত যাতে করে, (তারা নিজেরাই বলছিল), *তারা সেই পুনরুত্থানে কোন আশা না রাখতে পারে যে-পুনরুত্থানে তখনই তারা আস্থা রাখে যখন মৃত্যুর দিকে সাগ্রহে ও সানন্দে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের মধ্যে এ নতুন অচেনা ধর্মরীতি প্রবর্তন করে ও উৎপীড়ন অবজ্ঞা করে। এখন এসো, দেখি তারা পুনরুত্থান করবে কিনা, ও তাদের ঈশ্বর তাদের সাহায্য করে আমাদের হাত থেকে তাদের মুক্ত করতে পারবে কিনা* [৩৫]।

৫ম পুস্তক ২ [১] (তবে এটাই সেই ঘটনাগুলো যা উপরোল্লিখিত সম্রাটের রাজ্যের আমলে [৩৬] খ্রিষ্টের স্থানীয় মণ্ডলীগুলো ক্ষেত্রে ঘটেছিল; এবং অন্যান্য প্রদেশে যা ঘটেছিল, সেবিষয়ে এ থেকে যুক্তিসঙ্গত ধারণা পাওয়া যেতে পারে। এতে একই নথি থেকে অন্য ক'টা অংশ যোগ করা সুবিধাজনক হতে পারে, কেননা সেগুলোতে এ সাক্ষ্যমরদের নম্রতা ও ভালবাসা নিম্নলিখিত কথায় বিবৃত:)

[২] তাই, এই সাক্ষ্যমরবৃন্দ সেই খ্রিষ্টের অনুকরণ করতে ও তাঁর সমকক্ষ হতে খুবই আগ্রহী ছিলেন *যিনি অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সঙ্গে সমতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না* [৩৭]। তাই, তেমন গৌরবের সহভাগী হয়ে ও শুধুমাত্র একবার বা দুইবার নয় কিন্তু বহুবার সাক্ষ্য বহন ক'রে, ও পশুদের সম্মুখীন হওয়ার পর পোড়া দাগে, কালশিটেতে ও ক্ষতে ঢাকা অবস্থায় তাঁদের ফিরিয়ে আনার পর, তাঁরা নিজেদের সাক্ষ্যদাতা বলে ঘোষণা করতে রাজি ছিলেন না, ও আমরা যে তাঁদের সাক্ষ্যদাতা বলে অভিহিত করব তাও আমাদের করতে দিলেন না। এমনকি, যদি আমাদের মধ্যে কেউ তাঁদের বিষয়ে কথায় বা লেখায় সাক্ষ্যদাতা শব্দ উল্লেখ করত, তাঁরা তীব্রভাবেই তাকে ভর্ৎসনা করতেন। [৩] কেননা তাঁদের আনন্দ ছিল সাক্ষ্যদাতা নামটা কেবল সেই খ্রিষ্টেরই জন্য রাখা, যিনি *বিশ্বস্ত ও সত্যময় সাক্ষ্যদাতা, মৃতদের মধ্য থেকে*

প্রথমজাত [৩৮] ও ঈশ্বরের জীবন-রাজ। এবং যাঁরা ইতিমধ্যে গত হয়েছিলেন; সেই সাক্ষ্যমরদের কথা স্মরণ করে তাঁরা বলতেন, 'তাঁরাই সত্যিকারে ইতিমধ্যে সাক্ষ্যমর যাঁদের খ্রিষ্ট, মৃত্যু দ্বারা তাঁদের সাক্ষ্যদানে নিজের সীল দিয়ে, তাঁদের স্বীকারোক্তি-ক্ষণে তুলে নিলেন; কিন্তু আমরা সাধারণ ও নম্র সাক্ষ্যদাতা মাত্র।' চোখের জল ফেলে তাঁরা নিজেদের সঙ্গী খ্রিষ্টিয়ানদের অনুনয় করতেন এটা চেয়ে যেন প্রচুর প্রার্থনা নিবেদন করা হয় যাতে তাঁদের সিদ্ধ করে তোলা হয়। [৪] যদিও তাঁরা অত্যন্ত উন্মুক্ততা সহকারে বিধর্মীদের কাছে কথা বলায় ও নিজেদের ধর্মনিষ্ঠা, অভয় ও সাহস দ্বারা নিজেদের উদারতা ব্যক্ত করায় সাক্ষ্যদানের পরাক্রম কর্মেই প্রকাশ করেছিলেন, তবু তাঁরা অনুনয় করেছিলেন যেন সহভ্রাতাদের মধ্যে নিজেদের বিষয়ে 'সাক্ষ্যমর' নাম ব্যবহার করা না হয়, যেহেতু তাঁরা ঈশ্বরভীতিতে পরিপূর্ণ ছিলেন।

[৫] (এবং সেই লেখার একটু পরে তারা বলে:) তাঁরা নিজেদের নমিত করতেন সেই '*পরাক্রান্ত বাহুর*' [৩৯] অধীনে যা দ্বারা এখন তাঁদের অত্যন্ত মহিমান্বিত করা হয়েছে। সেসময় তাঁরা সবার পক্ষসমর্থন করতেন, কাউকেই অভিযুক্ত করতেন না; সবার পাপ ক্ষমা করতেন, কারও পাপ বেঁধে রাখতেন না। এমনকি, যারা তাঁদের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা সহকারে ব্যবহার করেছিল, তাঁরা তাদের জন্য প্রার্থনা করতেন, সেইভাবে যেভাবে সিদ্ধপুরুষ সাক্ষ্যমর সেই স্তেফান করেছিলেন, *প্রভু, এই পাপের জন্য এদের দায়ী করো না* [৪০]। এবং যারা তাঁকে পাথর ছুড়ে মারছিল, তিনি যখন তাদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, তখন আপন [খ্রিষ্টিয়ান] ভাইদের জন্য তিনি আর কী না করতেন?

[৬] (এবং সেই লেখার আর একটু পরে তারা বলে চলে:) তাঁদের ভালবাসার আন্তরিকতার কারণে এটা হয়ে উঠল যত সংগ্রামের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেই সংগ্রাম যা তাঁরা তার [অর্থাৎ দিয়াবলের] বিরুদ্ধ চালালেন, যাতে করে পশুটা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সেই সকলকে জিয়ন্তেই উদ্গিরণ করতে বাধ্য হয় যাদের সে গ্রাস করে [৪১] ঘিলে ফেলেছিল বলে মনে করেছিল। যারা [বিশ্বাস-স্বীকারে] পতিত হয়েছিল, তাদের বিষয়েও উল্লাস না করে বরং তাদের প্রতি মাতৃস্নেহ প্রদর্শন করে ও পিতার সামনে বহু অশ্রুজল ফেলে তাঁরা নিজেদের বহুলতা থেকে অভাবীদের উপকৃত করলেন। [৭] তাঁরা জীবন যাচনা করেছিলেন, ও তিনি তাঁদের তা দিয়েছিলেন, এবং যখন তাঁরা সম্পূর্ণরূপে বিজয়ী হয়ে ঈশ্বরের কাছে যাত্রা করলেন, তখনই আপন প্রতিবেশীর সঙ্গে সেই জীবনের সহভাগিতা করলেন। তাঁরা সবসময় শান্তি ভালবাসলেন, সবসময় শান্তি বজায় রাখতে আমাদের উপদেশ দিলেন, ও আপন মাতা সেই মণ্ডলীর জন্য কোন ব্যথা না রেখে, আপন

ভাইদের জন্য কোন বিবাদ ও সংঘাত না রেখে, বরং আনন্দ, শান্তি, মনের মিল ও ভালবাসাই রেখে তাঁরা শান্তিতে ঈশ্বর অভিমুখে প্রস্থান করলেন [৪২]।

[৮] তবে [বিশ্বাস-ত্যাগে] পতিত তাঁদের ভাইদের প্রতি এই সুখী সাক্ষ্যমরদের ভালবাসা বিষয়ে এ কথাটাও উপযোগীভাবে বলা হোক, বিশেষ করে তাদেরই নিষ্ঠুর ও নির্মম মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে যারা পরবর্তীকালে খ্রিষ্টের দেহের অঙ্গগুলোর প্রতি তত কঠোরতা দেখাল [৪৩]।

---

১ 'পুনরাগমন' শব্দটা সবসময় প্রভু যিশুর সেই আগমন নির্দেশ করে যখন তিনি জগতের যুগান্তে শেষ বিচারের জন্য আসবেন। লেখক এখানে সেই একই 'পুনরাগমন' শব্দ ব্যবহার করেন কারণ তিনি খ্রিষ্টবৈরীর (১ যোহন ২:১৮ ইত্যাদি দ্রঃ) ও নকল নবীদের (মথি ২৪:১১ ইত্যাদি দ্রঃ) আগমন নির্দেশ করছেন।

২ ১ তি ৩:১৫ দ্রঃ।

৩ হিব্রু ১০:৩৩ দ্রঃ।

৪ রো ৮:১৮।

৫ এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এই বেত্তিউস এপাগাথুস ছিলেন লিওঁ শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বদের একজন।

৬ লুক ১:৬।

৭ প্রেরিত ১৮:২৫ দ্রঃ।

৮ 'সহায়ক': নূতন নিয়মে পবিত্র আত্মাই সহায়ক বলে অভিহিত, কারণ পিতা ঈশ্বরের কাছে আমাদের জন্য উকিল ও মধ্যস্থ হিসাবে দাঁড়ান।

৯ প্রকাশ ১৪:৪ দ্রঃ।

১০ 'অইদিপীয় বিবাহ ও থিয়েস্তীয় ধরনের ভোজসভা': এধরনের মিথ্যা অভিযোগে বিধর্মীরা খ্রিষ্টিয়ানদের অবৈধ আচরণে ও জঘন্য অনৈতিকতা বিষয়ে অপরাধী বলে অভিযুক্ত করত।

১১ যোহন ১৬:২।

১২ ১ তি ৩:৫।

১৩ যোহন ৪:১০; ৭:৩৮; ১৯:৩৪ দ্রঃ।

১৪ ১ যোহন ৪:১৮ দ্রঃ।

১৫ ২ করি ৮:২৩।

১৬ জাহান্নাম হল যেরুশালেমের সেই হিন্নোম উপত্যকা (যোশুয়া ১৫:৮ ইত্যাদি পদ দ্রঃ) যা নূতন নিয়মেও পরজীবনের শাস্তির স্থান বলে গণ্য ছিল (মথি ৫:২২ ইত্যাদি পদ দ্রঃ)।

১৭ ২ করি ২:১৪ দ্রঃ।

১৮ সাম ৪৫:১২-১৫ দ্রঃ।

১৯ ২ করি ২:১৫ দ্রঃ।

২০ যাঁরা বন্যজন্তুদের পরীক্ষায় বেঁচে যেতেন, তাঁদের শিরশ্ছেদ করা হত।

২১ ইশা ২৭:১ দ্রঃ, অর্থাৎ দিয়াবল।

২২ ১ পি ৫:৪; যাকোব ১:১২ দ্রঃ।

২৩ রো ১৩:১৪; গা ৩:২৭ দ্রঃ।

২৪ ২ পি ১:৮ দ্রঃ।

২৫ খ্রিষ্টমণ্ডলীই 'কুমারী মাতা' বলে অভিহিতা।

২৬ এজে ৩৩:১১; ১ তি ২:৪ দ্রঃ।

২৭ এসময়ে রোম সম্রাট ছিলেন মার্কুস আউরেলিউস।

২৮ মথি ২২:১১ দ্রঃ।

২৯ যোহন ১৭:১২।

৩০ ২ মাকা ৭:২০-২৩ দ্রঃ।

৩১ প্রকাশ ২২:১১ দ্রঃ।

৩২ প্রজ্ঞা ২:১৬-১৭ দ্রঃ।

৩৩ 'তারা এমনটা করল', অর্থাৎ পৌত্তলিক হওয়ায় তারা দেহগুলো মাটিতে না দিয়ে বরং পুড়িয়ে ছাই করে নদীতে ফেলে দিল এই কুসংস্কারের জোরে যে, সমাধিস্থ মৃতেরা ভূত হিসাবে পাতালের স্তিক্স নদী পার হয়ে নবসৃষ্ট হয়ে নতুন জীবন যাপন করবে। সেইজন্য তারা সাক্ষ্যমরদের মৃতদেহ মাটিতে দিল না পাছে পুনরুজ্জীবিত হয়।

৩৪ মথি ১৯:২৮ দ্রঃ।

৩৫ প্রজ্ঞা ২১:১৭-১৮ দ্রঃ।

৩৬ এসময়ে রোম সম্রাট ছিলেন মার্কুস আউরেলিউস।

৩৭ ফিলি ২:৬।

৩৮ প্রকাশ ৩:১৪; কল ১:১৮।

৩৯ ১ পি ৫:৬।

৪০ প্রেরিত ৭:৬০।

৪১ ১ পি ৫:৮ দ্রঃ।

৪২ সিরা ৪৪:১৪ দ্রঃ।

৪৩ 'যারা পরবর্তীকালে খ্রিষ্টের দেহের অঙ্গগুলোর প্রতি তত কঠোরতা দেখাল', তারা কারা? সম্ভবত ভ্রান্তমতপন্থী নবাতিয়ানুস ও তার সঙ্গীদের দিকে অঙুলিনির্দেশ করা হচ্ছে যারা পরবর্তীকালে মণ্ডলীর মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করল।

স্কিল্লিউমের সাক্ষ্যমরবৃন্দের কার্যবিবরণী

অজানা লেখকের এই ক্ষুদ্র বৃত্তান্ত সেই সাক্ষ্যমরদের বিচারের একটা অংশ উপস্থাপন করে যাঁদের বেগেল্লিউস সাতুর্নিনুস নামক প্রদেশশাসক, রোম সাম্রাজ্যের আফ্রিকা প্রদেশের নুমিদিয়া অঞ্চলে অবস্থিত স্কিল্লিউমে, জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। লেখার শেষে তাঁদের সাক্ষ্যমরণ বৃত্তান্তও উপস্থাপিত যা কার্থাগোতে, ১৮০ সনে, জুলাই মাসের ১৭ তারিখে ঘটে।

বৃত্তান্তে উল্লিখিত সাক্ষ্যমরবৃন্দ প্রকৃতপক্ষে স্কিল্লিউম শহরের মানুষ ছিলেন ও সম্ভবত মিথ্যা অভিযোগেই তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁদের প্রকৃত অপরাধ এটাই যে, তারা খ্রিষ্টিয়ান; সুতরাং তাঁদের গ্রেপ্তার করায় বিধর্মী প্রসাশন খ্রিষ্টধর্মকেই আঘাত করতে অভিপ্রেত ছিল। আরও, স্কিল্লিউমের ভারপ্রাপ্ত প্রসাশন মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অধিকারী না হওয়ায় ও এব্যাপারে শহরে গণ্ডগোল এড়াবার ইচ্ছায় গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিগণকে সেই কার্থাগোতে স্থানান্তরিত করল যেখানে প্রদেশশাসকত্ব-আসন থাকায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করাটা বৈধ ছিল।

এই সাক্ষ্যমরদের মৃত্যুর পরে কার্থাগো খ্রিষ্টমণ্ডলী তাঁদের প্রতি ভক্তি দেখাতে শুরু করে, ও ৪র্থ শতাব্দীতে তাঁদের দেহাবশেষের উপরে একটা মহাগির্জা নির্মাণ করা হয়।

লাতিন পাঠ্যের বিকল্প লিং (যা অনুবাদের জন্য ব্যবহৃত পাঠ্য থেকে একটু ভিন্ন হতে পারে)।

সূচীপত্র

[১] দ্বিতীয়বার প্রধান শাসনকর্তা প্রায়েসেন্স ও প্রধান শাসনকর্তা কন্দিয়ানুসের শাসনকালে, জুলাই মাসের সপ্তদশ দিনে, কার্থাগোতে, প্রদেশপালের কক্ষে [১] স্পেরাতুস, নার্ৎজালুস, কিত্তিনুস, দনাতা, সেকুন্দা ও বেস্তিয়াকে হাজির করা হয়েছিল [২]।
প্রদেশশাসক সাতুর্নিনুস [৩] বললেন, 'তোমরা সুবুদ্ধিতে ফিরে এলে তবে আমাদের প্রভু সম্রাটের ক্ষমা পেতে পারবে [৪]।'

[২] স্পেরাতুস বললেন, ‘আমরা কখনও অপকর্ম করিনি, কখনও কোনও কুকর্ম করিনি, কখনও অভিশাপ দিইনি, বরং যখন অপমানিত হয়েছি তখন ধন্যবাদ জানিয়েছি, কারণ আমরা আমাদের সম্রাটের প্রতি বাধ্য।’

[৩] প্রদেশশাসক সাতুর্নিনুস বললেন, ‘আমরাও ধর্মপ্রাণ মানুষ, ও আমাদের ধর্ম সরলই একটা ধর্ম : আমরা আমাদের প্রভু সম্রাটের রক্ষক আত্মার দিব্যি দিয়ে শপথ করি ও তাঁর সুস্বাস্থ্যের জন্য বলি উৎসর্গ করি ; তোমাদেরও তেমন করা উচিত।’

[৪] স্পেরাতুস বললেন, ‘আপনি শান্তমনে আমার কথায় কর্ণপাত করলে আমি প্রকৃত সরলতা বিষয়ক রহস্য ব্যক্ত করব।’

[৫] সাতুর্নিনুস বললেন, ‘তুমি যদি আমাদের পবিত্র ধর্মীয় রীতি বিষয়ে নেতিবাচক কথা বলতে শুরু কর, তাহলে আমি তোমার কথায় কান দেব না। তুমি বরং আমাদের প্রভু সম্রাটের রক্ষক আত্মার দিব্যি দিয়ে শপথ কর[৫]।’

[৬] স্পেরাতুস বললেন, ‘ আমি এজগতের সাম্রাজ্য স্বীকার করি না। আমি বরং সেই ঈশ্বরের সেবা করি যাঁকে কোনও মানুষ দেখেওনি, নিজের চোখে দেখতেও পারে না। আমি চুরি করিনি, ও যা কিনি সেটার কর দিই, কেননা আমি আমার সেই প্রভুকে স্বীকার করি যিনি রাজার রাজ্ঞ ও সর্বদেশের সম্রাট[৬]।’

[৭] প্রদেশশাসক সাতুর্নিনুস অন্যান্যদের বললেন, ‘তোমরা এ ধর্মমত পালন করায় ক্ষান্ত হও।’

স্পেরাতুস বললেন, ‘নরহত্যা করা ও মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়াই অসৎ ধর্মমত।’

[৮] প্রদেশশাসক সাতুর্নিনুস বললেন, ‘তোমরা এ উন্মাদনার ভাগী হয়ো না।’

কিত্তিনুস বললেন, ‘স্বর্গে বিদ্যমান যিনি, আমাদের সেই প্রভু ঈশ্বরকে ছাড়া আমরা আর কাউকে ভয় করি না।’

[৯] দনাতা বললেন, ‘কাইসার হিসাবে কাইসারকে সম্মান দেয় ; কিন্তু ভয়-ভীতি কেবল ঈশ্বরকেই দেয়।’

বেস্তিয়া বললেন, ‘আমি খ্রিষ্টিয়ান।’

সেকুন্দা বললেন, ‘আমি যা, তা-ই হতে চাই।’

[১০] প্রদেশশাসক সাতুর্নিনুস স্পেরাতুসকে বললেন, ‘তুমি কি খ্রিষ্টিয়ান বলে পরিচয় দেওয়ার ব্যাপারে অবিচল?’

স্পেরাতুস বললেন, ‘আমি তো খ্রিষ্টিয়ান।’ এবং সবাই তাঁর সঙ্গে একমত হলেন।

[১১] প্রদেশশাসক সাতুর্নিনুস বললেন, 'চিন্তা-ভাবনা করার মত তোমরা কি কিছু সময় নিতে চাও?'

স্পেরাতুস বললেন, তেমন ন্যায্য ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার কোনও প্রয়োজন হয় না।'

[১২] প্রদেশশাসক সাতুর্নিনুস বললেন, 'তোমাদের বাক্সে কি আছে?'

স্পেরাতুস বললেন, 'পল নামক একজন ন্যায়বান ব্যক্তির পুস্তকাদি ও পত্রাবলি।'

[১৩] প্রদেশশাসক সাতুর্নিনুস বললেন, 'তোমাদের ত্রিশ দিনের সময় দেওয়া হল; বিষয়টা ভেবে দেখ।'

স্পেরাতুস আর একবার বললেন, 'আমি খ্রিষ্টিয়ান।' এবং অন্যান্য সবাই একমত হলেন।

[১৪] প্রদেশশাসক সাতুর্নিনুস ফলক থেকে দণ্ডাদেশ পাঠ করলেন: "যেহেতু স্পেরাতুস, নার্ৎজালুস, কিত্তিনুস, দনাতা, বেস্তিয়া, সেকুন্দা ও অন্যান্যজন স্বীকার করেছে, তারা খ্রিষ্টিয়ানদের ধর্মরীতি অনুসারে জীবনযাপন করেছে, এবং রোমীয়দের রীতিনীতিতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের একগুঁয়েমিতে অটল থাকল, সেজন্য তাদের সবাইকে খড়্গের আঘাতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে।'

[১৫] স্পেরাতুস বললেন, 'আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই।'

নার্ৎজালুস বললেন, 'আমরা আজ স্বর্গে সাক্ষ্যমর। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

[১৬] প্রদেশশাসক সাতুর্নিনুস রাজঘোষককে এটা বলতে আদেশ করলেন, 'স্পেরাতুস, নার্ৎজালুস, কিত্তিনুস, বেতুরিউস, ফেলিক্স, আকুইলিনুস, লায়েতান্তিউস, যানুয়ারিয়া, গেনেরোসা, বেস্তিয়া, দনাতা, সেকুন্দা: এদের সবাইকে আমি যথাস্থানে চালিত করার আদেশ করেছি।'

[১৭] সবাই বললেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

এবং এইভাবে তাঁরা সবাই মিলে সাক্ষ্যমরণ-মুকুটে ভূষিত হলেন, ও পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে। আমেন [৭]।

---

১ 'প্রদেশপালের কক্ষ' সেই বিশেষ স্থান নির্দেশ করে যেখানে উপস্থিত আসামীর প্রকৃত বিচার হত। সাধারণত কক্ষটা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না; তাই বিচার শেষে রাজঘোষক বাইরে গিয়ে সমবেত লোকদের কাছে দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করত, সেইভাবে যেভাবে ১৬ পদে প্রমাণিত।

২ অন্য পাণ্ডুলিপিতে বেতুরিউস, ফেলিক্স, আকুইলিনুস, লায়েতান্তিউস, যানুয়ারিয়া ও গেনেরোসার নামও উল্লিখিত।

৩ সমসাময়িক লেখক তের্তুল্লিয়ানুস প্রদেশশাসক সাতুর্নিনুস সম্পর্কে বলেন, তিনিই ছিলেন খ্রিষ্টিয়ানদের প্রধান নির্যাতনকারী ব্যক্তি। তবু এই বিচার বৃত্তান্ত অনুসারে তাঁর সঠিক ও সুচিন্তিত ব্যবহার প্রকাশিত; কেননা তিনি বারে বারেই আসামীদের মনপরিবর্তন করার সুযোগ দেন।

৪ রোম সম্রাট ত্রাইয়ানুসই (যাঁর রাজত্বকাল ৯৮ সাল থেকে ১১৭ সাল পর্যন্ত বিস্তারিত) এমন নিয়ম জারি করেছিলেন যা অনুসারে, যে খ্রিষ্টিয়ান দেব-দেবীর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করায় খ্রিষ্টধর্ম অস্বীকার করবে, সে ক্ষমা পাবে।

৫ 'সম্রাটের রক্ষক আত্মার দিব্যি দিয়ে শপথ': খ্রিষ্টিয়ানেরা সম্রাটের প্রতি বাধ্যতা দেখানোতে যে আদৌ অসম্মত ছিল এমন নয়; তাদের অসম্মতি 'সম্রাটের রক্ষক আত্মার দিব্যি দিয়ে শপথ' করাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল, কেননা তাদের কাছে 'সম্রাটের রক্ষক আত্মা' বিষয়টা ছিল পৌত্তলিক বিষয় ও সেই ভিত্তিতে বিষয়টা খ্রিষ্টিয়ানদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ছিল না।

৬ ১ তি ৬:১৫; প্রকাশ ১৭:১৪; ১৯:১৬ দ্রঃ।

৭ ১৭ পদ: বিকল্প পাঠ্য: 'সবাই বললেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।' এবং তৎক্ষণাৎ খ্রিষ্টনামের জন্য তাঁদের শিরশ্ছেদ করা হল। আমেন'।

পের্পেতুয়া ও ফেলিচিতার যন্ত্রণাভোগ কাহিনী

অজানা লেখকের এই কাহিনী পের্পেতুয়া, ফেলিচিতা, সাতুরুস ও তাঁদের সঙ্গীদের গ্রেপ্তার, বন্দিদশা, মৃত্যুদণ্ড ও মৃত্যু বর্ণনা করে; সাতুরুস বাদে, তাঁরা সবাই ছিলেন দীক্ষাপ্রার্থী, অর্থাৎ বাপ্তিস্মপ্রার্থী; এবং সেই সাতুরুসই ছিলেন তাঁদের শিক্ষাগুরু।

তাঁদের সম্ভবত রোম সম্রাট সেপ্তিমিউস সেবেরুসের তৎকালীন জারীকৃত এমন বিধি অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয় যা অনুসারে ইহুদী ও খ্রিষ্টিয়ানদের পক্ষে আপন ধর্মে বিধর্মীদের ধর্মান্তরিত করা নিষেধ ছিল।

তাঁদের মৃত্যুদণ্ড সম্ভবত ২০৩ সালে, ৭ই মার্চে, রোম সাম্রাজ্যের আফ্রিকা প্রদেশের নুমিদিয়া অঞ্চলে অবস্থিত কার্থাগো শহরের ক্রীড়াভূমিতে কার্যকর করা হল।

লাতিন পাঠ্যের বিকল্প লিং (যা অনুবাদের জন্য ব্যবহৃত পাঠ্য থেকে একটু ভিন্ন হতে পারে)।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১

১ [১] বিশ্বাসের যে প্রাচীন দৃষ্টান্ত ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করে ও মানবে বিশ্বাসের বৃদ্ধি সাধন করে, সেই দৃষ্টান্তসমূহ এজন্য লিখিত আকারে সংগৃহীত হয়েছে যাতে ক'রে, জনসমক্ষে পাঠের মধ্য দিয়ে সেই অসাধারণ ঘটনাবলি পুনরায় অনুভব করানোর ফলে ঈশ্বরকে সম্মান ও মানুষকে আশ্বাস দেওয়া হয়। তবে, কেনই বা আরও সাম্প্রতিক সেই সাক্ষ্যসমূহও [১] লিপিবদ্ধ হবে না যেগুলো একই লক্ষ্য দু'টোতে সমানভাবে অবদান রাখে? [২] কারণ তেমন সাক্ষ্যগুলোও একদিন প্রাচীনতার জন্য নমস্য ও ভাবী প্রজন্মের জন্য সর্বোচ্চ প্রয়োজনীয়তার অধিকারী হওয়ার কথা, যদিও বর্তমানকালে, যেহেতু আমরা অতীতকালের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার কারণে সেগুলোকে কম গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করতে প্রবণ। [৩] তাই, যারা অনন্য পবিত্র আত্মার পরাক্রমকে কাল ও ঋতুতে গণ্ডিবদ্ধ করতে ইচ্ছা করে, তারা এটাই লক্ষ করুক যে, আরও সাম্প্রতিক ঘটনাবলি মহত্তরই বলে গণ্য করা উচিত, যেহেতু এগুলো প্রাচীনতমগুলোর তুলনায় পরবর্তীকালীন, এবং একথা শেষ কালের পর্যায়ের জন্য

প্রতিশ্রুত অসাধারণ অনুগ্রহের ফলাফল স্বরূপ। [৪] কেননা *সেই শেষ দিনগুলিতে— প্রভু একথা বলছেন— আমি সমস্ত মর্তদেহের উপর আমার আত্মা বর্ষণ করব। তাদের ছেলেমেয়েরা নবীয় বাণী দেবে; আমার দাস ও দাসীদের উপরে আমার আত্মা বর্ষণ করব; যুবকেরা দর্শন পাবে ও প্রবীণেরা স্বপ্ন দেখবে* [২]। [৫] তাই তেমন প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমরা যারা নতুন নবীয় বাণী শুধু নয়, নতুন দর্শনলাভও সম্মানের বস্তু বলে জ্ঞান করি ও তাতে স্বীকৃতি দান করি, এবং পবিত্র আত্মার অন্য সকল ভূমিকা মণ্ডলীর কল্যাণের জন্য নিরূপিত বলে বিবেচনা করি (কেননা একই আত্মা সবার কাছে তাঁর সমস্ত অনুগ্রহদান বিতরণ করতে প্রেরিত হয়েছেন, সেইভাবে যেভাবে প্রভু প্রত্যেককে বণ্টন করে দেন [৩]), সেই আমরাও ঈশ্বরের গৌরবার্থে পাঠের মধ্য দিয়ে সেগুলোকে জনসমক্ষে বর্ণনা করা ও ঘোষণা করা অপরিহার্য বলে মনে করি, যাতে করে, দুর্বল ও হতাশাপূর্ণ বিশ্বাসের কোন মানুষ এমনটা ভাবতে না পারে যে, সাক্ষ্যমরবৃন্দের সংক্রান্ত হোক অথবা দর্শনলাভ সংক্রান্ত হোক, ঈশ্বরের অনুগ্রহ কেবল প্রাচীনকালের মানুষদের মধ্যে বর্তমান ছিল, কারণ ঈশ্বর যা প্রতিশ্রুত হন, তা সবসময় সাধন করেন যাতে সেই সমস্ত কিছু অবিশ্বাসীর জন্য সাক্ষ্য ও বিশ্বাসীদের জন্য উপকার স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

[৬] তাই, হে আমার ভাই ও সন্তান সকল, *যা আমরা শুনেছি ও আমাদের হাতে যা স্পর্শ করেছি, তোমাদেরও কাছে তারই সংবাদ জানাচ্ছি* [৪] যাতে তোমাদের মধ্যে যারা প্রত্যক্ষদর্শী ছিল, তারা যেন প্রভুর গৌরব স্মরণ করতে পারে, ও যারা এবিষয়ে শুধু এখন অবগত হয়েছে, তারা যেন তা শোনার মধ্য দিয়ে পবিত্র সাক্ষ্যমরদের সঙ্গে, ও তাঁদের মধ্য দিয়ে প্রভু যিশু খ্রিষ্টের সঙ্গে সহভাগিতা [৫] অর্জন করতে পারে: গৌরব ও সম্মান তাঁরই যুগে যুগান্তরে। আমেন [৬]।

২ [১] যুবা ক'জন দীক্ষাপ্রার্থীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল: রেবোকাতুস ও তাঁর সহদাসী [৭] ফেলিচিতা, সাতুর্নিনুস ও সেকুন্দুলুস, ও তাঁদের সঙ্গে বিবিয়া পের্পেতুয়া [৮]; ইনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের উচ্চশিক্ষিতা একজন সুযোগ্যভাবে বিবাহিতা নারী। [২] তাঁর পিতামাতা তখনও জীবিত ছিলেন, ও তাঁর দুই ভাইয়ের একজন, তাঁর মত, দীক্ষাপ্রার্থী ছিলেন; এবং তাঁর একটি দুধের শিশুও ছিল। [৩] পের্পেতুয়ার বয়স ছিল মুটামুটি বাইশ বছর। (এখান থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁরই নিজের, ও তা তাঁর নিজের চিন্তাধারা অনুযায়ী ও সেইভাবে লেখা যেভাবে তিনি নিজে তা স্বহস্তে লিখে রেখে গেছিলেন)।

৩ [১] (তিনি বর্ণনা করেন:) আমরা তখনও প্রহরীদের হাতে থাকতেই আমার পিতা, আমার প্রতি স্নেহের খাতিরে, দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করছিলেন আমি যেন বিশ্বাস ত্যাগ করি। আমি বললাম, 'পিতা, আপনি কি, উদাহরণ স্বরূপ, এখানে মাটিতে ফেলানো এই পাত্র বা একটা জলপাত্র বা যাই কিছু হোক দেখতে পান?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তা দেখতে পাচ্ছি।'

[২] আর আমি তাঁকে বললাম, 'তা যা, তা কি অন্য কোন নামে অভিহিত করা যেতে পারে?'

তিনি বললেন, 'না।'

'তবে আমি যা, তা ছাড়া আমাকেও অন্য কিছু বলা যায় না, আমি খ্রিষ্টিয়ান [৯]'।

[৩] তেমন কথা শুনে আমার পিতা এতই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন যে আমার চোখ উপড়ে ফেলার জন্য আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, কিন্তু আমাকে শুধু আঘাত করতে পারলেন, ও পরাভূত হয়ে দিয়াবল-প্রণোদিত তাঁর সেই যুক্তি সহ চলে গেলেন [১০]।

[৪] কিছু দিনের মত আমার পিতা আমাকে বিরাম দিলেন; আমি প্রভুকে ধন্যবাদ দিলাম, ও তাঁর অনুপস্থিতিতে স্বস্তি পেলাম। [৫] সেই একই স্বল্প দিনগুলিতে আমাদের বাপ্তিস্ম দেওয়া হল, এবং পবিত্র আত্মা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, সেই ক্ষণ থেকে, বাপ্তিস্ম-জল থেকে মাংসের কষ্টে নিষ্ঠাবতী হওয়া ছাড়া যাচনা করার মত অন্য কোন অনুগ্রহ ছিল না [১১]। কিছু দিন পরে আমাদের কারাগারে আটকে রাখা হল; আমি ভয় পাচ্ছিলাম, কারণ তত ঘন অন্ধকারের অভিজ্ঞতা কখনও করিনি। [৬] হে কঠোর দিন! ভিড়ের কারণে অসহ্য তাপ ও সৈন্যদের সেই অর্থ আদায়! তাছাড়া আমার শিশুর চিন্তায় জীর্ণ হয়ে যাচ্ছিলাম।

[৭] সেসময়, আমাদের সেবা-যত্ন করছিলেন যাঁরা, সেই ধন্য পরিসেবক তের্তিউস ও পম্পনিউস সৈন্যদের ঘুষ দিলেন যেন অল্প ঘণ্টার মধ্যে আমাদের কারাগারের কম কঠোর এমন স্থানে স্থানান্তরিত করা হয় যেখানে কিছুটা স্বস্তি পেতে পারি। [৮] তারা সেই অন্ধকূপটা থেকে আমাদের বের করলে আমরা নিজেদের জন্য কিছুটা সময় দিতে পারলাম। আমাকে এমনটা দেওয়া হল আমি যেন অনাহারে প্রায় মরা আমার শিশুটিকে দুধ দিতে পারি। শিশুটির বিষয়ে আমার দুশ্চিন্তায় আমি আমার মাকে অনুরোধ করছিলাম ও আমার ভাইকে অনুনয় করছিলাম তাঁরা যেন শিশুটিকে অত্যন্ত সেবা-যত্ন করেন। কিন্তু তাঁরা যে আমার কারণে অবসন্ন ছিল, তা দেখে আমি নিজেই অবসন্ন হলাম। [৯] এইভাবে বেশ কিছু দিন চলল, যে পর্যন্ত আমি সেই কারাগারে আমার

শিশুকে কাছে রাখবার অনুমতি পেলাম। শিশুটির বিষয়ে দুশ্চিন্তামুক্ত ও নিরুদ্বিগ্ন হয়ে উঠে আমি সাথে সাথে স্বস্তি পেলাম। কারাগার হঠাৎ করে একটা রাজপ্রাসাদ হয়ে গেল, এমন স্থান যা অন্য যেকোন স্থানের মধ্যে সবচেয়ে বাঞ্ছনীয় স্থান।

৪ [১] তখন আমার ভাই আমাকে বলল, 'শ্রদ্ধেয় বোন, তোমার যোগ্যতা এমন যে, তুমি কোন দিব্য দর্শনের অনুগ্রহ যাচনা করতে পার যাতে জানতে পার, তোমাকে সাক্ষ্যমরণ বরণ করতে হবে নাকি তুমি জীবন বাঁচিয়ে রাখবে।'

[২] আমি আশ্বাস ভরে কথা দিলাম তেমনটা করব, কেননা আমি জানতাম যে, যাঁর আশীর্বাদের অভিজ্ঞতা করেছিলাম, আমি সেই প্রভুর সঙ্গে কথা বলতে পারতাম। তাই আমি বললাম, 'আগামীকাল তোমাকে বলব।' যাচনা করে আমি এই দর্শন পেলাম।

[৩] আমি বিশাল উচ্চতা বিশিষ্ট একটা ব্রোঞ্জের সিঁড়ি দেখতে পেলাম যা স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত [১২]; কিন্তু সিঁড়িট] সঙ্কীর্ণ, ও একবারে কেবল একজনই তা বেয়ে উপরে উঠতে পারত। সিঁড়ির দুই পাশে সবরকম লোহার যন্ত্রপাতি সংযুক্ত ছিল: খড়্গ, বর্শা, আঁকড়া, লম্বা লম্বা ছুরি ও গজাল ছিল, যার জন্য যে কেউ অসাবধান হয়ে বা ঊর্ধ্বের দিকে চোখ নিবদ্ধ না রেখে সিঁড়ি বেয়ে উঠত, সে ক্ষতবিক্ষত হত ও তার মাংস সেই যন্ত্রপাতিতে লেগে যেত [১৩]।

[৪] সিঁড়ির গোড়ায় বিশাল আকারের এক নাগদানব [১৪] শোয়া ছিল; যারা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে চেষ্টা করত সে তাদের আক্রমণ করার জন্য ওত পেতে থাকত, ও তারা যেন চেষ্টা না করে সে তাদের সন্ত্রাসিত করত। [৫] আমার আগে সেই সাতুরুস সিঁড়ি বেয়ে উঠল যিনি আমাদের প্রতি ভালবাসার খাতিরে স্বেচ্ছায় নিজেকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন; তিনিই বিশ্বাসে আমাদের শিক্ষাদান করেছিলেন, কিন্তু গ্রেপ্তারের সময়ে অনুপস্থিত ছিলেন)। [৬] সিঁড়ির মাথায় গিয়ে পৌঁছে তিনি পিছনে তাকিয়ে আমাকে বললেন, 'পের্পেতুয়া, তোমার অপেক্ষায় আছি; কিন্তু সাবধান; নাগদানবকে তোমাকে কামড়াতে দিয়ো না।'

আমি তাঁকে উত্তরে বললাম, 'সে আমার কোন ক্ষতি করবে না, যিশু খ্রিষ্টের নামে।'

[৭] বাস্তবিকই নাগদানবটা, সিঁড়ির গোড়ায়, কেমন যেন আমাকে ভয় পেয়ে ধীরে ধীরেই মাথা উচ্চ করল [১৫]। তাই আমি সিঁড়ির প্রথম ধাপ হিসাবে তার মাথায় পা দিয়ে [১৬] উপরে গেলাম।

[৮] তখন আমি বিশাল একটা বাগান দেখতে পেলাম ও সেটার মাঝখানে মেষপালকের পোশাকে শুভ্র চুলের এক ব্যক্তি বসা ছিলেন [১৭]; তিনি উচ্চ-লম্বা ছিলেন ও মেষগুলোর দুধ দোয়াচ্ছিলেন; এবং চারপাশে শুভ্র পোশাকে পরিহিত হাজার হাজার মানুষ ছিল [১৮]। [৯] তিনি মুখ তুলে আমাকে দেখে বললেন, 'সন্তান, স্বাগত।' পরে তিনি আমাকে নাম ধরে ডাকলেন ও যে পনির দোয়াচ্ছিলেন [১৯] সেটার একগ্রাস আমাকে দিলেন। তা করজোড়ে গ্রহণ করে নিয়ে আমি তা খেলাম [২০]। চারপাশে উপস্থিত যাঁরা, তাঁরা সবাই বললেন, 'আমেন' [২১]। [১০] সেই কণ্ঠের সুরে আমি জেগে উঠলাম; আমি তখনও মিষ্টি কোন কিছু চিবোচ্ছিলাম। আমি সাথে সাথে আমার ভাইকে এবিষয়ে অবগত করলাম: আমরা উপলব্ধি করলাম, আমাদের সাক্ষ্যমরণ হবে, ও সেই ক্ষণ থেকে আমরা এজগতে আর কোনও আশা না রাখতে শুরু করলাম [২২]।

৫ [১] কিছু দিন পর এমন গুজব রটে গেল যে, আমাদের জেরা করা হবে। তখন শোকে জরাজীর্ণ হয়ে শহর [২৩] থেকে আমার পিতাও ছুটে এলেন ও আমার মন পরিবর্তন করাবার লক্ষ্যে আমার কাছে উপরে এলেন [২৪]। তিনি বললেন,

[২] 'কন্যা, আমার পাকা চুলের প্রতি দয়া কর; তোমার পিতা এই আমাকে দয়া কর। আমি যদি তোমার পিতা বলে অভিহিত হবার যোগ্য হই, যদি এই দুই হাতেই তোমার জীবনের এই শ্রেষ্ঠ সময়ে পৌঁছিয়ে দিয়ে থাকি, যদি তোমার সকল ভাইয়ের মধ্যে তোমাকেই বেশি ভালবেসে থাকি, তবে আমাকে লোকদের টিটকারির বস্তু করো না। [৩] তোমার ভাইদের কথা ভাব; তোমার মা ও তোমার মাসীর কথা ভাব; তোমার মৃত্যু হলে যে বেঁচে থাকতে পারবে না, তোমার সেই শিশুর কথা ভাব। [৪] তোমার এই একগুঁয়েমি ছাড়ো; আমাদের সবার সর্বনাশ ঘটিয়ো না: তোমার অমঙ্গলকর কিছু ঘটলে আমরা কেউই অবাধে আর কথা বলতে পারব না।'

[৫] এইভাবেই আমার পিতা স্নেহের খাতিরে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন; তিনি আমার হাত দু'টো চুম্বন করছিলেন, আমার পায়ে পড়ছিলেন, ও অশ্রুজলের মধ্যে আমাকে আর কন্যা নয়, কর্ত্রীই বলে ডাকছিলেন। [৬] আমার পিতার জন্য আমার খারাপ লাগছিল, কারণ আমার গোটা পরিবারের মধ্যে কেবল তিনিই আমার সাক্ষ্যমরণে আনন্দ ভোগ করবেন না।

আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললাম, 'আদালতে, ঈশ্বর যেমন ইচ্ছা করবেন সেইমত হবে। কেননা একথা জেনে রাখুন যে, আমরা নিজেদের ছেড়ে দেওয়া অবস্থায়

নেই, বরং আমরা ঈশ্বরের প্রতাপের হাতেই রয়েছি।' এবং তিনি গভীর শোকে শোকাচ্ছন্ন হয়ে আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন।

৬ [১] পরদিন, আমরা সকালের নাস্তা করছি এমন সময় সহসা করে শুনানির জন্য আমাদের সবাইকে নিয়ে যাওয়া হল। আমরা আদালতে এসে পৌঁছলেই তৎক্ষণাৎ খবর নিকটবর্তী যত স্থানে রটে গেল; তাতে বিশাল জনসমাবেশ হল। [২] আমরা মঞ্চে উঠলাম। জেরা হওয়ার পর অন্যেরা বিশ্বাস স্বীকার করল। যখন আমার পালা এল, তখন আমার সন্তানকে নিয়ে আমার পিতা এগিয়ে এসে মঞ্চ থেকে আমাকে নিচে টেনে নিয়ে বললেন, 'বলি উৎসর্গ কর। শিশুর প্রতি দয়া দেখাও।'

[৩] মৃত্যুদণ্ড সংক্রান্ত বিচারের জন্য যিনি প্রয়াত প্রদেশশাসক মিনুকিউস তিমিনিয়ানুসের উত্তরসূরী ছিলেন, ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি সেই হিলারিয়ানুস আমাকে বললেন, 'তোমার পিতার পাকা চুলের প্রতি দয়া কর; তোমার শিশুর অল্প বয়সের প্রতি দয়া কর। সম্রাটদ্বয়ের কল্যাণার্থে বলি উৎসর্গ কর।'

[৪] কিন্তু আমি উত্তরে বললাম, 'আমি তা করব না।'

হিলারিয়ানুস বললেন, 'তুমি কি খ্রিষ্টিয়ান?'

আমি উত্তরে বললাম, 'আমি খ্রিষ্টিয়ান।'

[৫] এবং যেহেতু আমার পিতা আমার মন পরিবর্তন করাবার ব্যাপারে ক্ষান্ত হচ্ছিলেন না, সেজন্য হিলারিয়ানুস তাঁকে দূর করে দিতে আদেশ করলেন। আমার পিতাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করা হল। আমার পিতার জন্য দুঃখ পেলাম, কেমন যেন আমিই সেই আঘাতের শিকার হলাম। তাঁর শোচনীয় বার্ধক্যের জন্য দুঃখ পেলাম।

[৬] তখন হিলারিয়ানুস আমাদের সবাইকে অপরাধী বলে ঘোষণা করে বন্যজন্তুর মুখে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। আমরা উল্লসিত মনে কারাগারে ফিরে গেলাম। [৭] যেহেতু শিশুটি আমা থেকেই দুধ নিতে ও কারাগারে আমার সঙ্গে থাকতে অভ্যস্ত ছিল, সেজন্য আমার শিশুকে আনার জন্য আমি পরিসেবক পম্পনিউসকে আমার পিতার কাছে পাঠালাম। [৮] কিন্তু আমার পিতা শিশুটিকে দিয়ে দিতে অস্বীকার করলেন; কিন্তু ঈশ্বর যেমন ইচ্ছা করলেন, সেই অনুসারে শিশুটির আর মায়ের বুকের আগ্রহ হল না; আর আমার কোনও প্রদাহও হয়নি, যার ফলে আমার শিশুকে নিয়ে ও স্তনের অস্বস্তি, উভয় চিন্তা থেকেই আমি মুক্তি পেলাম।

৭ [১] কিছু দিন পরে, আমরা সবাই প্রার্থনা করছি এমন সময় প্রার্থনা করতে করতে হঠাৎ করে আমি উচ্চকণ্ঠে কথা বলে দিনোক্রাতেসের নাম উচ্চারণ করলাম। নামটা যে আগে আমার মনে পড়েনি কিন্তু কেবল সেই ক্ষণেই মাত্র যে মনে পড়ল, তাতে আমি বিস্মিতা হলাম, ও তার দুর্ঘটনার স্মরণে কষ্টভোগ করলাম। [২] সাথে সাথে উপলব্ধি করলাম, আমি তার হয়ে প্রার্থনা করার জন্য যোগ্য হয়েছিলাম, ও আমার তেমনটা করা উচিত ছিল। প্রভুর কাছে আমার বিলাপ তুলে আমি তার জন্য দীর্ঘকাল ধরে প্রার্থনা করলাম। [৩] সেই একই রাতে আমি এ দর্শন পেলাম। [৪] আমি দিনোক্রাতেসকে অন্ধকারময় এমন একটা স্থান থেকে বের হতে দেখলাম যেখানে তাঁর সঙ্গে অনেক লোকও ছিল: সে খুবই উত্তপ্ত ও পিপাসিত ছিল, তার চেহারা অপ্রীতিকর, মুমূর্ষের মত ফ্যাকাশে; তার মুখে সেই ক্ষতটা ছিল যা মৃত্যুক্ষণে তার ছিল।

[৫] এই দিনোক্রাতেস মাংসগত দিক দিয়ে আমার ভাই ছিল; সে সাত বছর বয়সে মুখ-ক্যান্সারে ভয়ঙ্কর ভাবে মারা গেছিল, ও সেইজন্য তার মৃত্যু সবার বিহ্বলতা ও মনের কষ্টের কারণ হয়েছিল। [৬] আমি এরই জন্য প্রার্থনা করেছিলাম। কিন্তু আমাদের মধ্যে যে ব্যবধান, তা বিশাল ছিল [২৫]; কেউই অন্যের কাছে এগিয়ে যেতে পারত না। [৭] যেখানে দিনোক্রাতেস ছিল, সেখানে জলভর্তি একটা জলাধার ছিল যার কিনারা শিশুটির উচ্চতার চেয়ে বেশি উঁচুতে ছিল। পান করার চেষ্টায় দিনোক্রাতেস যথাশক্তি নিজেকে প্রসারিত করছিল। [৮] এবং এটা দেখে যে, জলে ভরা হওয়া সত্ত্বেও কিনারার উচ্চতা তাকে পান করার জন্য বাধা দিচ্ছিল, আমি অত্যন্ত কষ্টভোগ করছিলাম। [৯] তখন আমি জেগে উঠলাম, ও উপলব্ধি করলাম আমার ভাই অসুবিধায় ছিল; কিন্তু বিশ্বাস করছিলাম, আমি যেকোনো উপায়ে হোক না কেন তাকে সাহায্য করতে পারব। এবং তার জন্য প্রত্যেক দিন প্রার্থনা করলাম যতদিন না আমাদের সামরিক কারাগারে স্থানান্তর করা হল; বাস্তবিকই, দিনটা সম্রাট গেতার জন্মদিবস হওয়ায় আমাদের সামরিক ক্রীড়াভূমিতে বন্যজন্তুদের সঙ্গে লড়াই করার কথা ছিল; [১০] চোখের জল ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি তার জন্য দিনরাত প্রার্থনা করলাম যাতে তেমন অনুগ্রহ আমাকে মঞ্জুর করা হয়।

৮ [১] যেদিন আমাদের শেকলবন্দী করে রাখা হয়েছিল, ঠিক সেই দিনেই, রাত্রিকালে আমি এ দর্শন পেলাম। আমি সেই একই স্থান দেখলাম যা আগেও দেখেছিলাম: দিনোক্রাতেস একদম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি পোশাকে ও সতেজ ছিল; তার

যেখানে সেই ক্ষত ছিল, সেখানে আমি সেটার ক্ষতচিহ্ন দেখলাম; [২] এবং যে জলাধার আমি আগে দেখেছিলাম, সেটার কিনারা শিশুটির নাভির উচ্চতা পর্যন্ত নামানো ছিল; এবং জল অবিরাম বয়ে চলছিল। [৩] সেটার কিনারায় জলভর্তি একটা সোনার বাটি ছিল। দিনোক্রাতেস কাছে এগিয়ে গিয়ে সেটা থেকে পান করল, ও বাটির জল কমছিল না। [৪] পিপাসা মিটিয়ে দিয়ে সে জল নিয়ে খেলা ও মজা করতে লাগল, সেইভাবে যেভাবে শিশুরা করে থাকে। আমি তখনই জেগে উঠলাম, ও উপলব্ধি করলাম যে, তাকে কষ্ট থেকে মুক্ত করা হয়েছিল।

৯ [১] কিছু দিন পরে পুদেন্স নামক যে সহকারী সৈন্য কারাগারে পাহারা দিত, সে আমাদের প্রতি অত্যন্ত সম্মান দেখাতে লাগল, কেননা আমাদের অন্তরে যে মহৎ পরাক্রম বিরাজ করত সে তা উপলব্ধি করেছিল; তাতে সে এমনটা হতে দিত যেন অনেকে আমাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য আসতে পারে যাতে আমরা আনন্দপূর্ণ সাহচর্যে কিছুটা আরাম পেতে পারি।

[২] ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার দিন এবার এসে গেছিল এমন সময় দুঃখে অভিভূত হয়ে আমার পিতা আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন ও দাড়ি থেকে চুল ছিঁড়ে মাটিতে ফেলতে লাগলেন; পরে মাটিতে উপুড় হলেন, তাঁর ব্যর্থ বার্ধক্যকে অভিশাপ দিলেন, ও এমন কথা উচ্চারণ করতে লাগলেন যা সারা বিশ্বকে আলোড়িত করত। [৩] তাঁর দুর্ভাগা বার্ধক্যের জন্য আমি অত্যন্ত কষ্টভোগ করছিলাম।

১০ [১] যেদিন আমাদের লড়াই করার কথা, তার অগের দিন আমি এ দর্শন পেলাম। আমি দেখলাম, পরিসেবক পম্পনিউস কারাগারের দরজায় আসছেন ও তীব্রভাবে ঘা দিচ্ছেন। [২] আমি তাঁর জন্য দরজা খুলতে গেলাম; তিনি বন্ধনী ছাড়া শুভ্র পোশাকে পরিবৃত ছিলেন, তাঁর জুতোও ছিল সুরুচিপূর্ণ। [৩] তিনি আমাকে বললেন, 'পের্পেতুয়া, আমরা তোমার অপেক্ষায় আছি। এসো।'

পরে তিনি আমার হাত ধরলে আমরা অমসৃণ ও বিধ্বস্ত ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। [৪] শেষে আমরা হাঁফ ধরে ক্রীড়াভূমিতে গিয়ে পৌঁছলাম।

তিনি আমাকে ক্রীড়াঙ্গনে প্রবেশ করিয়ে বললেন, 'ভয় করো না: আমি এখানে আছি, তোমার সঙ্গে সংগ্রাম করব।' পরে তিনি চলে গেলেন।

[৫] আমি অনুভব করলাম, উত্তেজিত এক বিশাল জনতা উপস্থিত ছিল, এবং যেহেতু আমি জানতাম, আমাকে বন্যজন্তুদের মুখে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার কথা ছিল, সেজন্য এতে স্তম্ভিত হলাম যে, আমার উপরে কোন জন্তুকে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। [৬] বরং উগ্র চেহারার একটা মিশরীয় [২৬] তার সহকর্মীদের সহ আমার বিরুদ্ধে বেরিয়ে এল। আমাকে সহায়তা ও সাহস দেবার জন্য আমার কাছেও সুদর্শন ক'টা তরুণ এগিয়ে এল।

[৭] আমাকে বিবস্ত্র করা হল আর দেখ, আমি পুরুষ হয়ে গেছি। আমার সহকারীরা আমার গায়ে তেল মালিশ করতে লাগল, সেইভাবে যেভাবে ক্রীড়াঙ্গনে লড়াইয়ের আগে করা নিয়ম। একই সময় আমি দেখলাম, সেই মিশরীয় ধুলায় গড়াগড়ি খাচ্ছিল। [৮] অবশেষে, বন্ধনী ছাড়া বেগুনি রঙের পোশাক পরা ও বুকের দুই পাশে দু'টো উল্লম্ব ফিতা সহ বিশাল উচ্চলম্বা এক পুরুষ, ক্রীড়াভূমির শীর্ষচূড়ার চেয়েও উঁচু এক পুরুষ এগিয়ে এলেন; তিনি সোনা ও রুপোর চমৎকার জুতো পরছিলেন, ও খড়্গধারীদের প্রশিক্ষকের মত লাঠি ও একটা সবুজ ডাল ধারণ করছিলেন যাতে সোনালী আপেল ছিল [২৭]।

[৯] তিনি নীরবতা চাইলেন, পরে বললেন, 'এই মিশরীয় জয়ী হলে তবে সে খড়্গের আঘাতে অপরকে প্রাণে মারবে; কিন্তু এ নারী জয়ী হলে তবে সে পুরস্কার হিসাবে আমার এ ডাল পাবে।' এবং তিনি প্রস্থান করলেন।

[১০] আমরা একে অন্যের কাছাকাছি এগিয়ে এলাম ও ঘুষি চালাতে শুরু করলাম। সে আমার পা দু'টো ধরতে চেষ্টা করল, কিন্তু আমি আমার পায়ের গোড়ালি দিয়ে তার মুখে আঘাত করলাম। [১১] তাই সে আমাকে শূন্যে তুলে ধরল, কিন্তু এইভাবে আমি, যেহেতু আমার পা মাটিতে ব্যস্ত ছিল না, সেজন্য আরও ভালভাবে তাকে আঘাত করতে পারলাম। পরে, স্বস্তির এক মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে আমি এক হাতের আঙুলের সাথে অন্য হাতের আঙুল গেঁথে হাত দু'টো জড় করলাম ও তার মাথা ধরলাম। সে উপুড় হয়ে পড়ে গেল ও আমি জোরেই তার মাথায় পা দিলাম।

[১২] জনতা চিৎকার করতে লাগল ও আমার সহকারীরা সামসঙ্গীত গাইতে শুরু করল। আমি ব্যাম-শিক্ষকের কাছে এগিয়ে গিয়ে সেই ডাল নিলাম। [১৩] তিনি আমাকে চুম্বন করে বললেন। 'হে কন্যা আমার, তোমার শান্তি হোক।' এবং আমি জনতার আনন্দোল্লাসের মধ্যে জীবন-দ্বারের [২৮] দিকে এগিয়ে গেলাম। [১৪] তখন আমি জেগে উঠলাম। আমি এটা উপলব্ধি করলাম যে, আমাকে বন্যজন্তুদের বিরুদ্ধে নয়, বরং

দিয়াবলেরই বিরুদ্ধ সংগ্রাম করতে হবে; কিন্তু জানতাম, আমিই জয়ী হব।
[১৫] প্রতিযোগিতার আগের সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি যা কিছু করলাম, তার ইতি এখানেই।
প্রতিযোগিতায় আসলে কী ঘটবে, সেবিষয়ে যার ইচ্ছা সে-ই লিখবে।
[এখানে পের্পেতুয়ার বর্ণনার সমাপ্তি]।

১১ [১] কিন্তু ধন্য সাতুরুসও নিজেরই হাতে লেখা নিজের এ দর্শনলাভ জ্ঞাত করলেন।
[২] তিনি বলেন, 'আমরা সাক্ষ্যমরণ বরণ করেছিলাম, দেহ থেকে বের হয়েছিলাম
এমন সময় এমন চার স্বর্গদূত দ্বারা পুব দিকে স্থানান্তরিত হলাম [২৯] যাঁদের হাত আমাদের
স্পর্শ করেনি। [৩] আমরা পিঠের উপর ভর দিয়ে ঊর্ধ্বের দিকে মুখ করে এগোচ্ছিলাম
এমন নয়, বরং ছিলাম এমন একজনের মত যে কোন মৃদু ঢালু পাহাড় বেয়ে উপরে
উঠছে। [৪] পার্থিব জগতের সীমা অতিক্রম করে আমরা সীমাহীন আলো দেখতে
পেলাম [৩০], ও আমি আমার ডান পাশে দাঁড়ানো পের্পেতুয়াকে বললাম, 'প্রভু আমাদের যা
দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, তা এ ; আমরা সেই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছি।'

[৫] সেই চার স্বর্গদূত আমাদের বহন করে চলছিলেন, এমন সময় একটা বিশাল
খোলা জায়গা আমাদের চোখে পড়ল [৩১] : মনে হচ্ছিল জায়গাটা গোলাপের লতাকুঞ্জ ও
নানা ধরনের ফুলে ভরা কোনও বাগানের মত। [৬] লতাকুঞ্জগুলো দেবদারুগাছের মত
লম্বা-উচ্চ ছিল, ও তাদের পাতাগুলো অবিরাম ঝরে পড়ছিল। [৭] এই বাগানে আরও
চার স্বর্গদূত ছিলেন যাঁরা অন্যদের চেয়ে আরও বেশি চমৎকার ছিলেন; তাঁরা যেই
আমাদের দেখলেন আমাদের প্রতি সম্মান নিবেদন করলেন, ও শ্রদ্ধা সহকারে অন্যা
দূতদের বললেন, 'এই যে তারা ; এই যে তারা।'

পরে, যে চার স্বর্গদূত আমাদের বহন করছিলেন, তাঁরা ভয়ে অভিভূত হয়ে আমাদের
নামিয়ে দিলেন। [৮] আমরা প্রশস্ত একটা রাস্তা ধরে বাগানটা হেঁটে পার হলাম।
[৯] এখানে আমরা সেই যোকুন্দুস, সাতুর্নিনুস ও আর্তাক্সিউসকে দেখা পেলাম সেই
একই সাক্ষ্যমরণে যাঁদের জিয়ন্তে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল; সেই কুইন্তুসকেওও দেখা
পেলাম যিনি কারাগারে সাক্ষ্যমরণ বরণ করেছিলেন। আমরা তাঁদের জিজ্ঞাসা করলাম,
অন্যান্যরা কোথায়। [১০] কিন্তু স্বর্গদূতগণ আমাদের বললেন, ' আগে এসো, প্রবেশ
করে প্রভুকে অভিবাদন জানাও।'

১২ [১] আমরা এমন প্রাসাদে গিয়ে পৌঁছলাম যার দেওয়ালগুলো যেন আলো দিয়ে তৈরী বলে মনে হচ্ছিল। প্রবেশদ্বারের সামনে চার স্বর্গদূত দাঁড়িয়ে ছিলেন যাঁরা আমাদের শুভ্র বস্ত্র [৩২] পরিয়ে আমাদের প্রবেশ করালেন। [২] প্রবেশ করে আমরা মিলিত কণ্ঠে অবিরাম গাওয়া এ সুর শুনলাম, 'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র' [৩৩]। [৩] আমরা সেই একই জায়গায় আসীন একজন মানুষকে দেখলাম যাঁকে দেখতে প্রাচীনের মত, তাঁর চুল তুষারের মত শুভ্র ও মুখটি তরুণের মুখের মত, কিন্তু তাঁর পা দু'টো দেখা যাচ্ছিল না। [৪] তাঁর ডান ও বাঁ পাশে চার প্রবীণ ছিলেন, ও তাঁদের পিছনে বহু অন্যজন দাঁড়িয়ে ছিলেন। [৫] আমরা এগিয়ে গেলাম ও সিংহাসনের সামনে শ্রদ্ধায় দাঁড়ালাম। চার স্বর্গদূত আমাদের উঁচুতে তুলে ধরলেন আর আমরা তাঁকে চুম্বন করলাম, এবং তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমাদের মুখ মৃদু স্পর্শ করলেন। [৬] প্রবীণগণ আমাদের বললেন, 'এসো, আমরা পায়ে উঠে দাঁড়াই।' আমরা উঠে দাঁড়ালাম ও শান্তি-চুম্বন বিনিময় করলাম [৩৪]। তখন সেই প্রবীণগণ আমাদের বললেন, 'যাও, গিয়ে খেল।'

[৭] আমি পের্পেতুয়াকে বললাম, 'তুমি যা ইচ্ছা করছিলে তা পেয়ে গেছ।'

আর তিনি আমাকে বললেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কেননা জীবনকালে আমি যতটা খুশি ছিলাম, তার চেয়ে এখন এখানে অনেক বেশি খুশি আছি।'

১৩ [১] পরে আমরা বেরিয়ে গেলাম, ও দরজার সামনে, ডানে বিশপ অপ্তাতুসকে, ও বাঁমে প্রবীণ ও শিক্ষাগুরু আস্পাসিউসকে দেখলাম: তাঁরা একে অন্যের থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে শোকাচ্ছন্ন ছিলেন [৩৫]। [২] তাঁরা আমাদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে বললেন, 'আমাদের মধ্যে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা কর। তোমরা চলে গিয়েছিলে ও আমাদের এভাবেই ফেলে রেখে গিয়েছিলে।'

[৩] আমরা তাঁদের বললাম, 'আপনি কি আমাদের বিশপ নন, ও আপনি কি আমাদের প্রবীণ নন? তবে কেমন করে আমাদের পায়ে লুটিয়ে পড়বেন?'

আমরা খুবই অভিভূত ছিলাম ও তাঁদের আলিঙ্গন করলাম। [৪] পের্পেতুয়া তাঁদের সঙ্গে গ্রীক ভাষায় কথা বলতে লাগলেন, ও আমরা তাঁদের সরিয়ে বাগানের ভিতরে গোলাপের লতাকুঞ্জের নিচে নিয়ে গেলাম।

[৫] আমরা তাঁদের সঙ্গে কথা বলছিলাম এমন সময় স্বর্গদূতগণ তাঁদের বললেন, 'তাঁদের বিশ্রাম করতে দাও। তোমাদের মধ্যে বিবাদের কোনও কারণ থাকলে একে অন্যকে ক্ষমা কর।' [৬] তাতে তাঁরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন।

পরে তাঁরা অপ্তাতুসকে বললেন, ‘তোমার জনগণকে ভর্ৎসনা কর; তারা তোমার কাছে আসে কেমন যেন বিভিন্ন দল নিয়ে ঝগড়া করতে করতে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা থেকেই ফিরে আসে।’

[৭] আর মনে হচ্ছিল যেন তাঁরা দরজাগুলো বন্ধ করতে চাচ্ছিলেন [৩৬]। [৮] আমরা তখন আমাদের অনেক ভাইকে চিনতে শুরু করলাম; যাদের মধ্যে সাক্ষ্যদাতাগণও ছিলেন। এক অনির্বচনীয় মনোরম সুবাস [৩৭] আমাদের সবার প্রাণশক্তি যোগাচ্ছিল; এমন সুবাস যা আমাদের পরিতৃপ্ত করছিল। আর তখন আমি খুশি মনে জেগে উঠলাম।

১৪ [১] এটাই পরমসুখী সাক্ষ্যমর সাতুরুস ও পের্পেতুয়ার চমৎকার দর্শনলাভ যা তাঁদের নিজেদের লেখা। সেকুন্দুলুসের কথা বলতে গেলে, ঈশ্বর তাঁকে কারাবন্দি থাকা অবস্থাতেই অন্যদের চেয়ে আগে এই পৃথিবী থেকে তুলে নিলেন, এক বিশেষ কৃপার দোহাই, যাতে তাঁকে বন্যজন্তুর মুখোমুখি হতে না হয়। যদিও খড়্গ তাঁর প্রাণ কেড়ে নেয়নি, তবু সেই খড়্গ অবশ্যই তাঁর শরীর ছিন্নবিচ্ছিন্ন করল।

১৫ [১] এদিকে, ফেলিচিতার কথা বলতে গেলে, তবে তিনি প্রভুর এই অনুগ্রহের পাত্র হলেন। [২] গ্রেপ্তারের সময়ে তিনি গর্ভস্থা ছিলেন, ও এখন তার গর্ভাবস্থার অষ্টম মাস চলছিল। ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার দিন যতই ঘনিয়ে আসছিল তিনি ততই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিলেন এটাই ভেবে যে, গর্ভাবস্থার কারণে তাঁর সাক্ষ্যমরণ হয়তো পিছিয়ে দেওয়া হবে; কেননা গর্ভবতী নারীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া আইনত নিষিদ্ধ ছিল। ফলে, তাঁকে হয়তো পরবর্তীতে সাধারণ অপরাধীদের পাশাপাশিই তাঁর পবিত্র ও নিষ্পাপ রক্ত ঝরাতে হত। [৩] এই ভাল সঙ্গিনীকে পিছনে ফেলে একা যাত্রা চালিয়ে যাওয়ার কথা ভেবে তাঁর সঙ্গীরাও গভীরভাবে ব্যথিত হচ্ছিলেন—এমন এক যাত্রা, যার জন্য সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন এবং যা ছিল তাঁদের সবার একমাত্র লক্ষ্য। [৪] তাই ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার দু’ দিন আগে তাঁরা এক-হাহাকারে ও এককণ্ঠে প্রভুর কাছে প্রার্থনা তুলে দিলেন।

[৫] প্রার্থনা শেষ করা মাত্র তাঁর প্রসববেদনা শুরু হল। আট মাসের মাথায় প্রসবের স্বাভাবিক জটিলতার কারণে যেহেতু প্রসবের সময় তাঁর বেশ কষ্ট হচ্ছিল, সেজন্য কারাগারের এক সহকর্মী তাঁকে বলল, ‘এখনই যদি তুমি এত কষ্ট পাও, তবে যখন

তোমাকে বন্যজন্তুদের মুখে তুলে দেওয়া হবে, তখন তুমি কী করবে? অথচ বলি উৎসর্গ দিতে অস্বীকার করার সময়ে তুমি তো সেই জন্তুগুলো তুচ্ছজ্ঞানই করছিলে।

[৬] তিনি উত্তরে বললেন, 'এখন আমি যে যন্ত্রণা ভোগ করছি, তা একাই ভোগ করছি; কিন্তু সেদিন আমাতে আরেকজন থাকবেন যিনি আমার স্থানে যন্ত্রণাভোগ করবেন, কারণ আমি তাঁর জন্য সাক্ষ্যমরণ বরণ করব।'

[৭] এবং তিনি একটি মেয়ে শিশুকে জন্ম দিলেন, ও বিশ্বাসে একটি সহভগিনী তাকে নিজের মেয়ের মতই লালন-পালন করলেন।

১৬ [১] যেহেতু পবিত্র আত্মা এটা সম্ভব করলেন, ও ফলত ইচ্ছা করলেন যাতে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা বিষয়ক বিবরণীও লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়, সেজন্য তেমন মহৎ গৌরবের বর্ণনাতে যেকোনো কিছু যোগ করতে অযোগ্য হয়েও আমরা এখানে, পরম পবিত্রা পের্পেতুয়ার আদেশক্রমে, বা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, তাঁর অন্তিম ইচ্ছার কার্যকরীকরণ স্বরূপ, তাঁর মানসিক দৃঢ়তা ও মহত্ত্বের এক সাক্ষ্য তুলে ধরছি।

[২] কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের কথায় কান দিয়ে ও জাদুমন্ত্র ও ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে বন্দিদের কারাগার থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করা হতে পারে, এই আশঙ্কায় সহস্রপতি প্রতিনিয়ত তাঁদের ভর্ৎসনা করতেন ও তাঁদের প্রতি দুর্ব্যবহার করতেন।

পের্পেতুয়া সাহসের সঙ্গে সরাসরি তাঁর মুখোমুখি হলেন: [৩] 'এ কি! আপনি আমাদের একবেলা ভাল খাবার থেকে বঞ্চিত করছেন, এই আমাদের, যারা কাইসারের সবচেয়ে মহৎ দণ্ডিতজন; এই আমাদের, যারা তাঁর জন্মদিনে ক্রীড়াঙ্গনে প্রবেশ করতে চলেছি। আমাদের যদি পুষ্ট-সুস্থে ক্রীড়াঙ্গনে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে কি তা আপনার মহত্তর গৌরবে আসবে না?'

[৪] সহস্রপতি বিচলিত হয়ে পড়লেন ও লজ্জায় লাল হয়ে গেলেন, এবং নির্দেশ দিলেন যে, তাঁদের সঙ্গে যেন আরও মানবিক ভাবে ব্যবহার করা হয়; অর্থাৎ, যেন তাঁর ভাইকে ও অন্যদের তাঁদের কাছে আসবার ও তাঁদের সঙ্গে খাবার অনুমতি দেওয়া হয়। সেসময় কারাগারে নিযুক্ত যে সহকারী সৈন্য, সে নিজেও ইতিমধ্যেই খ্রিষ্টিয়ান হয়েছিল।

১৭ [১] ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার আগের দিনেও, যখন তাঁরা সেই শেষ সান্ধ্যভোজে খাচ্ছিলেন যা 'স্বপছন্দ সান্ধ্যভোজ' বলা হত, কিন্তু তাঁদের জন্য স্বপছন্দ সান্ধ্যভোজ নয় বরং ছিল প্রীতিভোজ [৩৮], তাঁরা সবাই পের্পেতুয়ার দেখানো একই সাহস প্রদর্শন ক'রে,

জনতার দিকে ফিরে ঈশ্বরের বিচারের ভয় দেখালেন, নিজেদের সাক্ষ্যমরণের আনন্দ ঘোষণা করলেন, ও যারা তাঁদের দেখতে ছুটে এসেছিল, তাদের অসার কৌতূহলকে উপহাস করলেন। সাতুরুস বললেন, [২] তোমাদের জন্য কি আগামীকাল যথেষ্ট নয়? কি করে এটা সম্ভব যে, যাদের তোমরা ঘৃণা কর, তাদেরই দিকে তোমরা এমন আগ্রহভরে তাকাচ্ছ? আজ বন্ধু, কাল শত্রু! তবে আমাদের মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখ, যাতে সেই দিনটিতে [৩৯] আমাদের চিনতে পার।' [৩] তাই এমন একজনও ছিল না যে গভীরভাবে আলোড়িত না হয়ে ফিরে গিয়েছিল। এবং অনেকে বিশ্বাসী হয়ে উঠল।

১৮ [১] পরিশেষে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বিজয়ের দিন। তাঁরা কারাবাস থেকে ক্রীড়াভূমির দিকে যেন স্বর্গেরই দিকে এগিয়ে গেলেন—উল্লসিত মনে আবার শান্ত মুখে, হয়তো কম্পমান, কিন্তু ভয়ে নয়, বরং আনন্দেই। [২] তাঁদের পিছনে, উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে ও শান্ত পদক্ষেপে, খ্রিষ্টের প্রকৃত কনে রূপে, ঈশ্বরের প্রিয়প্রাণ বলে পের্পেতুয়া এগিয়ে চলছিলেন; তাঁর দৃষ্টিতে এমন এক শক্তি ছিল যে, কেউই তা সরাসরি মোকাবিলা করতে পারছিল না। [৩] ফেলিচিতাও ছিলেন, তিনি এতে আনন্দিতা ছিলেন যে, সুস্থ-সবলভাবে সন্তান প্রসব করেছিলেন বিধায় তিনি এখন বন্যজন্তুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবেন: এক রক্ত থেকে অন্য রক্তে, ধাত্রী থেকে খড়্গধারীদের দিকে উত্তরণ ক'রে, প্রসবের পরে দ্বিতীয় এক বাপ্তিস্মে ধৌত হতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন [৪০]।

[৪] তাঁরা দ্বারে চালিত হলে তারা তাঁদের বিশেষ পোশাক পরতে বাধ্য করতে চাইল: পুরুষদের পরতে হত সাতুর্নুস দেবের যাজকদের পোশাক, ও নারীদের কেরেস দেবীর দীক্ষিতাদের পোশাক; কিন্তু সেই সাহসী নারী পের্পেতুয়া অবিচল সঙ্কল্পে তাতে বাধা দিলেন।

[৫] বস্তুত তিনি বললেন, 'আমরা স্বেচ্ছায় সাক্ষ্যমরণে এসেছি যাতে আমাদের স্বাধীনতা শেকলাবদ্ধ না হয়; আমাদের জীবন উৎসর্গ করেছি যাতে আমাদের ঠিক এধরনের কর্ম করতে বাধ্য করা না হয়: আপনাদের সঙ্গে এটাই ছিল আমাদের চুক্তি।'

[৬] অন্যায্যতা ন্যায্যতাকে মেনে নিল: সহস্রপতি এতে রাজি হলেন যাতে তাঁরা যে পোশাক পরে ছিলেন সেই পোশাকেই তাঁদের আনা হয়। [৭] পের্পেতুয়া সামসঙ্গীত গাইতে শুরু করলেন [৪১], তিনি ইতিমধ্যে সেই মিশরীয়ের মাথা নিজের পায়ে পিষে মারছিলেন [৪২]। রেবোকাতুস, সাতুর্নিনুস ও সাতুরুস লোকের ভিড়কে হুমকি দিতে

লাগলেন। [৮] পরে, হিলারিয়ানুসের সাক্ষাতে গিয়ে পৌঁছে তাঁরা অঙ্গভঙ্গি ও ইশারার মাধ্যমে তাঁকে বুঝালেন, 'তুমি আমাদের, কিন্তু তোমাকে ঈশ্বর দণ্ডিত করবেন'।

[৯] এতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে লোকের ভিড়ও দাবি করছিল যেন খড়্গধারীদের সারির সামনে তাঁদের কশাঘাত করা হয়। কিন্তু তাঁরা প্রভুর যন্ত্রণাভোগের অন্যতম এক পীড়নের মধ্য দিয়ে যেতে অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন [৪৩]।

১৯ [১] কিন্তু যিনি বলেছিলেন, 'যাচনা কর, তোমরা পাবেই' [৪৪], যেহেতু তাঁরা মৃত্যু যাচনা করেছিলেন, সেজন্য তিনি প্রত্যেককে সেই মৃত্যু দিলেন যা প্রত্যেকে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। [২] যখন তাঁরা নিজেদের মধ্যে তাঁদের কাঙ্ক্ষিত সাক্ষ্যমরণ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন, তখন সাতুর্নিনুস ঘোষণা করেছিলেন, তিনি ইচ্ছা করছিলেন যেন একটামাত্র বন্যজন্তুর মুখে নয়, সমস্ত বন্যজন্তুদেরই মুখে তাঁকে আনা হয়, যাতে করে তাঁর মুকুট যথাসম্ভব গৌরবময় হয়ে ওঠে [৪৫]। [৩] আর আসলে, ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার একেবারে শুরুতেই তিনি আগে রেবোকাতুসের সঙ্গে চিতাবাঘদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন, পরে তাঁকে মঞ্চে বাঁধা হয়েছিল ও একটা ভাল্লুক তাঁকে আক্রমণ করেছিল। [৪] এদিকে সাতুরুস ভাল্লুকের চেয়ে অন্য কিছুই ঘৃণা করতেন না; বরং তিনি আশা করছিলেন, চিতাবাঘের কামড়েই তাঁর মৃত্যু হবে। [৫] আর আসলে, একটা বন্যশূকরের সামনে পড়ে তিনি মারা যাননি, বরং ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার কিছু দিন পরে, সেই শিকারিই মারা গেছিল যে তাঁকে সেই বন্যশূকরের গায়ে বেঁধেছিল, এবং ঠিক পশুটার দ্বারাই তার উপরে চালানো ক্ষতের কারণে; কিন্তু সাতুরুসকে কেবলই ক্রীড়াঙ্গনের চারপাশে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। [৬] পরে তাঁকে ভাল্লুকের শিকার হবার জন্য মঞ্চের খুঁটিতে বাঁধা হল, কিন্তু ভাল্লুকটা খাঁচা ছাড়তে অস্বীকার করেছিল। তাই, তিনি দ্বিতীয়বারের মত সাতুরুস অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে এলেন।

২০ [১] এদিকে, দিয়াবল তরুণীদের জন্য অত্যন্ত হিংস্র একটা বকনা বাছুর প্রস্তুত করেছিল; তেমন পশু [সেই ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার জন্য] ছিল অস্বাভাবিক [৪৬], তবে সেটা ঠিক এই কারণেই বেছে নেওয়া হয়েছিল যাতে তাঁদের লিঙ্গ সেই পশুর লিঙ্গের সঙ্গে ঘৃণ্যভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। [২] তাই তাঁদের বিবস্ত্র ও জালে জড়ানো অবস্থায় ক্রীড়াঙ্গনে আনা হল। যখন লোকের ভিড় দেখল, একজন ছিলেন অসাধারণ সৌন্দর্যের এক তরুণী ও অন্যজন ছিলেন সদ্য প্রসব করা একজন নারী যাঁর বুক থেকে তখনও দুধ

ঝরছিল, তখন তারা শিহরে উঠল। [৩] তাই তাঁদের ফিরিয়ে আনা হল ও একটা বন্ধনী-ছাড়া বস্ত্র পরানো হল।

সবার আগে পের্পেতুয়াকেই [সেই বকনা বাছুরের আঘাতে] নিক্ষেপ করা হল; তিনি চিৎ হয়ে পড়ে গেলেন; [৪] নিজেকে টেনে সোজা হয়ে বসার পর তিনি নিজের বস্ত্র, যার এক পাশ ছিঁড়ে গেছিল, তা ঠিকঠাক করে কোমর ও উরু ঢেকে নেওয়ার মত শক্তি খুঁজে পেলেন; ব্যথার চেয়ে নিজের শালীনতা রক্ষার বিষয়টাই তখন তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। [৫] পরে, একটা ক্লিপ চেয়ে নিয়ে তিনি খোলা চুল গুছিয়ে আটকে নিলেন [৪৭]; কারণ এলোমেলো চুলে কষ্ট পাওয়া একজন সাক্ষ্যমরের জন্য শোভন নয়; এমন এক গৌরবময় মুহূর্তে শোকাতুর বেশে তাঁকে মানায় না।

[৬] পরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, ও এটা দে'খে যে, ফেলিচিতাকে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, তাঁর কাছে গেলেন, তাঁর দিকে হাত বাড়ালেন ও তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। [৭] তারপর দু'জনেই পাশাপাশি দৃঢ় অবস্থায় দাঁড়ালেন। ভিড়ের হৃদয়ের কাঠিন্য পরাজিত হল, ও তাঁদের জীবন-দ্বার দিয়ে আবার ডেকে আনা হল [৪৮]।

[৮] সেখানে পের্পেতুয়া তাঁর কাছে থাকা রুস্তিকুস নামক এক দীক্ষাপ্রার্থীর সাহায্যে ও যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠা অবস্থায় (তিনি ভাবাবেগে ও [পবিত্র] আত্মায় এতটাই মগ্ন হয়েছিলেন) চারপাশে তাকালেন ও বিস্মিত সবার মধ্যে বললেন, 'আমাদের কখন সেই বকনা বাছুরের সামনে আনা হবে?'

[৯] যখন তাঁকে জানানো হল যে তা ইতিমধ্যে ঘটে গেছিল, তখন তিনি শরীর ও পোশাকে ধস্তাধস্তির চিহ্ন না দেখা পর্যন্ত তা বিশ্বাস করলেন না। [১০] তারপর তিনি তাঁর ভাইকে (তিনি নিজেও দীক্ষাপ্রার্থী ছিলেন) ডেকে পাঠালেন ও তাঁকে বললেন, *তোমরা বিশ্বাসে অটল হয়ে থাক* [৪৯] ও একে অন্যকে ভালবাস; ও আমাদের সাক্ষ্যমরণের কারণে যেন তোমাদের [বিশ্বাসের] পতন না হয় [৫০]।'

২১ [১] অন্য এক দ্বারের ধারে থাকা সাতুরুস প্রহরী পুদেন্সকে তাগিদ দিয়ে বলছিলেন, 'লক্ষ কর: ঠিক যেমনটা আমি আশা করেছিলাম ও আগে থেকে বুঝেছিলাম, একটা জন্তুও এখন পর্যন্ত আমাকে স্পর্শ করেনি। এবং যাতে তুমি এখন সমস্ত হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করতে পার, দেখ, আমি এখন ক্রীড়াঙ্গনে প্রবেশ করছি ও একটা চিতাবাঘের একটামাত্র কামড়ে নিঃশেষিত হতে যাচ্ছি।' [২] আর প্রতিযোগিতাটা শেষ হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে একটা চিতাবাঘকে ছেড়ে দেওয়া হল; এবং প্রথম কামড়েই তাঁর শরীর

থেকে এতটাই রক্ত ঝরছিল যে, তাঁকে বাইরে টেনে বের করার সময়ে ভিড় তাঁর দ্বিতীয় বাপ্তিস্মের সাক্ষ্য স্বরূপ চিৎকার করে বলে উঠল, 'সুপ্রক্ষালিত পরিত্রাণকৃত, সুপ্রক্ষালিত পরিত্রাণকৃত [৫১]।' [৩] আর নিঃসন্দেহে, যিনি নিজেকে সেইভাবে প্রক্ষালিত করেছিলেন, তিনি অবশ্যই পরিত্রাণকৃত বলে অভিহিত হতে পারতেন।

[৪] তখন তিনি প্রহরী পুদেন্সকে বললেন, 'মঙ্গল! আমাকে মনে রেখো, বিশ্বাস মনে রেখো; এসমস্ত বিষয় যেন তোমাকে বিচলিত না করে, বরং শক্তিশালী করে তোলে।'

[৫] এবং একইসঙ্গে তিনি তার কাছে নিজের আঙুলে থাকা আংটিটা চেয়ে নিলেন; পরে সেটা নিজের রক্তে ডুবিয়ে উত্তরাধিকার রূপে, তাঁর ভালবাসার অঙ্গীকার রূপে ও তাঁর সাক্ষ্যমরণের স্মারকচিহ্ন রূপে তাকে ফিরিয়ে দিলেন।

[৬] কিছুক্ষণ পরে অজ্ঞান অবস্থায় অন্যদের সঙ্গে তাঁকেও যথারীতি গলা কাটার জন্য সেই নির্দিষ্ট স্থানে [৫২] টেনে নেওয়া হল। [৭] কিন্তু, যেহেতু ভিড় দাবি করছিল, তাঁদের ক্রীড়াঙ্গনে আনা হোক যাতে যে খড়্গ তাঁদের শরীরে বিদ্ধ ছিল, তাদের চোখও সেই খড়্গের সঙ্গে সেই হত্যাকাণ্ডের ভাগী হতে পারে, সেজন্য সাক্ষ্যমরবৃন্দ স্বেচ্ছায় উঠে দাঁড়িয়ে, ভিড় যেখানে তাঁদের দেখতে চাচ্ছিল সেইখানে গেলেন [৫৩]; কিন্তু আগে একে অন্যকে যথারীতি চুম্বন করলেন যাতে এই শান্তি-চিহ্ন দ্বারা একসাথেই সাক্ষ্যমরণ বরণ করতে পারেন। [৮] অন্যেরা অবিচল থেকে ও নীরব থেকে খড়্গ গ্রহণ করলেন, বিশেষভাবে সেই সাতুরুস যিনি পের্পেতুয়ার আগে মঞ্চে উঠে, পের্পেতুয়ার আগে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন (হ্যাঁ, সেই সময়ও তিনি তাঁর অগ্রগামী হয়েছিলেন) [৫৪]। [৯] কিন্তু পের্পেতুয়া কিছুটা ব্যথা আস্বাদ করার জন্য, যখন খড়্গ তাঁর হাড়ে পৌঁছল তখন একটা চিৎকার দিলেন ও নিজেই অনভিজ্ঞ খড়্গধারীর টলমলে হাত নিজের কণ্ঠনালীর দিকে চালিত করলেন। [১০] এটা বিশ্বাস্য যে, এমন একজন নারীকে হত্যা করা সম্ভব হত না যদি না তিনি নিজেই তা চাইতেন; বস্তুত তিনি অশুচি আত্মার মনে এতটাই ভীতির সঞ্চার করছিলেন [৫৫]।

[১১] আহা, পরম বীর ও পরমসুখী সাক্ষ্যমরবৃন্দ! তোমরা সত্যি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের গৌরবের অংশী হবার জন্য আহূত ও মনোনীত ব্যক্তি। আর যে কেউ তাঁর গৌরব মহিমান্বিত, সম্মানিত ও উপাসনা করে, মণ্ডলীকে গেঁথে তোলার জন্য তার উচিত বীরত্বের এ কাহিনীগুলো পাঠ করা, যা প্রাচীনকালের যত কাহিনীর চেয়ে কোনও অংশে কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়; যেন সদ্‌গুণের নতুন নতুন এ কর্মকীর্তি এখনও কার্যরত সেই

অনন্য ও সর্বদা একই পবিত্র আত্মা বিষয়ে ও তাঁর সঙ্গে সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বর ও তাঁর পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট বিষয়েও সাক্ষ্য বহন করে: গৌরব ও সীমাহীন প্রতাপ তাঁরই, যুগে যুগান্তরে। আমেন।

———————————

১ 'সাম্প্রতিক সাক্ষ্যসমূহ': লেখকের ধারণায়, পের্পেতুয়ার ও তাঁর সঙ্গীদের দর্শনলাভ ও সাক্ষ্য নূতন নিয়মে বিবৃত দর্শনলাভ ও সাক্ষ্যসমূহের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অবশ্যই এধারণা সমর্থনযোগ্য নয়; বাস্তবিকই ধারণটা সেই মন্তানুস-পন্থীদের সমর্থিত ভ্রান্তমতের কাছাকাছি ধারণা, যা অনুসারে আসন্ন নতুন যুগে পবিত্র আত্মা নতুন নতুন দর্শনদান ও সাক্ষ্য দ্বারা নবীন এক নূতন নিয়ম প্রবর্তন করবেন।

২ যোয়েল ২:২৮ ও প্রেরিত ২:১৭-১৮ দ্রঃ।

৩ ১ করি ৭:১৭; রো ১২:৩ দ্রঃ। লেখক নূতন নিয়মের শিক্ষার উপর নির্ভর করে পের্পেতুয়ার দর্শনলাভ গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণ করেন; অর্থাৎ একই পবিত্র আত্মা নূতন নিয়মের দর্শনলাভের প্রণেতা, আজকালের দর্শনলাভেরও প্রণেতা; এধারণাও সমর্থনযোগ্য নয় (টীকা ১,১ দ্রঃ)।

৪ ১ যোহন ১:১ দ্রঃ। প্রেরিতদূত যোহনের পত্র বলে, 'যা আমরা শুনেছি, যা আমরা নিজেদের চোখেই দেখেছি'; কিন্তু লেখক 'যা আমরা নিজেদের চোখেই দেখেছি' অংশটা উল্লেখ করেন না; তাতে বোঝা যায়, তিনি পের্পেতুয়া ও তাঁর সঙ্গীদের সাক্ষ্যমরণের প্রত্যক্ষদর্শী হননি; তিনি সেই সমস্ত বিষয় শুধু শুনেছিলেন ও মণ্ডলীর জনসমাবেশে তা পাঠ করছিলেন যাতে পুরাতন ও নতুন বিশ্বাসীগণ উপকৃত হন। বস্তুতপক্ষে, উপরে উল্লিখিত 'ভাই' বলতে পুরাতন খ্রিষ্টিয়ান, ও 'সন্তান' বলতে সেই সদ্য বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত জনদের বোঝায় যারা বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে নবজন্ম লাভ করেছিল, ও সেই বাপ্তিস্মপ্রার্থীদেরও বোঝায় যারা বাপ্তিস্মে নবজন্ম লাভ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

৫ ১ যোহন ১:৩ দ্রঃ।

৬ 'আমেন' শব্দটা এটা বোঝায় যে, এসমস্ত কথা উপাসনা-অনুষ্ঠানকালেই পাঠ করা হচ্ছিল।

৭ 'সহদাসী': সেই কালের ও সেই অঞ্চলের খ্রিষ্টিয়ান লেখক তের্তুল্লিয়ানুসের লেখা থেকে জানা যায় যে, conserva (কন্সের্বা) লাতিন শব্দটা 'সহদাসী' অর্থে ছাড়া 'খ্রিষ্টিয়ান বধূ' অর্থেও ব্যবহার্য।

৮ এখানে উল্লিখিত রেবোকাতুস, ফেলিচিতা, সাতুর্নিনুস, সেকুন্দুলুস, ও নিচে (৪:৫) উল্লিখিত সাতুরুস: এই ছ'টা নাম কার্থাগো স্থিত ৫ম শতাব্দীর মহাগির্জার একটা পাথরফলকে উল্লিখিত; তাতে প্রমাণিত হয়, সেই ছ'জন সাক্ষ্যমর সেই স্থানেই সমাধিস্থ হয়েছিলেন।

৯ বাপ্তিস্মপ্রার্থীদের প্রশিক্ষণ কালে এশিক্ষা দেওয়া হত, 'খ্রিষ্টিয়ান' নামটা লজ্জার নয়, গর্বেরই বিষয়।

১০ দিয়াবল সাধারণ একটা অপদূত নয়, সে বরং হল সকল অপদূতের সেই প্রধান যে শয়তান বলেও পরিচিত; সে যেমন খ্রিষ্টের জীবনকালে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিল, তেমনি এখন খ্রিষ্টের শিষ্যদের বিশ্বাসত্যাগীতে পরিণত করার জন্য ব্যক্তিগত ভাবেই উপস্থিত।

১১ বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত যারা, তাদের একমাত্র বিপদ হল বিশ্বাসত্যাগ; সেজন্য তাদের প্রার্থনা করা দরকার যাতে মাংস অর্থাৎ দেহ শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান থাকে।

১২ 'স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত' সিঁড়িটা যাকোবের সিঁড়ির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় (আদি ২৮:১২ দ্রঃ)।

১৩ বর্ণনা এটা বোঝাতে চায় যে, সাক্ষ্যমরণ-পথ ভয়ঙ্কর ও কষ্টকর বটে, কিন্তু সাক্ষ্যমর স্বর্গে বেয়ে উঠবেই।

১৪ 'এক নাগদানব': প্রকাশ ১২:৩ দ্রঃ। নাগদানবটা হল স্বয়ং দিয়াবল।

১৫ নাগদানব অর্থাৎ দিয়াবল সাক্ষ্যমরদের উপস্থিতিতে ভয় না পেয়ে পারে না।

১৬ আদি ৩:১৫ দ্রঃ। সেই অনুসারে স্বর্গে আরোহণে পের্পেতুয়ার প্রথম ধাপ হল দিয়াবলের মাথায় পা দেওয়া; অর্থাৎ, সাক্ষ্যমরণ প্রকৃতপক্ষে হল জয়লাভ।

১৭ বিশাল বাগানটা হল পরমদেশ অর্থাৎ স্বর্গ যেখানে স্বয়ং খ্রিষ্টই সাক্ষ্যমরদের গ্রহণ করেন ও তাঁদের অনন্ত জীবনের খাদ্য দান করেন। 'শুভ্র চুলের এক ব্যক্তি': ঐশপ্রকাশ পুস্তকে (১:১৪) খ্রিষ্টও শুভ্র চুলের ব্যক্তি বলে উপস্থাপিত।

১৮ সাক্ষ্যমরবৃন্দ হলেন ঐশপ্রকাশ পুস্তকের সেই বিশাল জনতা (৭:৯, ১৪ দ্রঃ) যারা মহাক্লেশ পার হয়ে এসেছে ও মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করে শুভ্র করে তুলেছে।

১৯ 'পনির দোয়াচ্ছিলেন': অর্থাৎ দোয়া-দুধ থেকে তৈরী পনির।

২০ 'পনির একগ্রাস' হল এউখারস্তিয়ারই প্রতীক; এর অর্থ, নব বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত পের্পেতুয়া প্রথম কমুনিয়ন গ্রহণ করেন। পনির কথা পুরাতন নিয়মের প্রতিশ্রুত দেশের কথা মনে করিয়ে দেয় যার প্রতীক দুধ ও মধু ছিল; এখন সেই প্রতিশ্রুত দেশ স্বর্গেই পূর্ণতা লাভ করেছে যেখানে পনির রূপে খাদ্য হল এউখারিস্তিয়া।

সেকালের অন্যান্য লেখা থেকেও এটা প্রমাণিত হয় যে, দীক্ষা-অনুষ্ঠানরীতির পর, অর্থাৎ বাপ্তিস্ম, দৃঢ়ীকরণ ও এউখারিস্তিয়া সাক্রামেন্তত্রয় গ্রহণ করার পর, নব বাপ্তিস্মপ্রাপ্তগণ প্রতিশ্রুত দেশের প্রতীক সেই দুধ ও মধু গ্রহণ করত।

২১ আজকালের মত, সেইকালেও এউখারিস্তিয়া গ্রহণ করে গ্রহণকারীরা 'আমেন' বলত। আরও, ঐশপ্রকাশ পুস্তকে (৭:১৪) উল্লিখিত বিশাল জনতার মত, এখানে চারপাশে উপস্থিত সকলেও 'আমেন' বলে; তাই পের্পেতুয়ার দর্শনলাভে সাক্রামেন্তীয় কমুনিয়ন ও স্বর্গে প্রবেশ একান্তভাবে জড়িত: এউখারিস্তিয়া গ্রহণ করে মানুষ স্বর্গে প্রবেশ করে।

২২ এটা নিরাশার চিহ্ন নয়; বরং পের্পেতুয়া ও তাঁর ভাই জগতের অসারতা উপলব্ধি করছেন।

২৩ উল্লিখিত 'শহর' বলতে সম্ভবত কার্থাগো শহর বোঝায়।

২৪ 'আমার পিতাও আমার কাছে উপরে এলেন': বাক্যের প্রথম অর্থ হল, কারাগার শহরের উচ্চস্থানেই স্থিত ছিল; দ্বিতীয় অর্থ বাইবেলে ব্যবহৃত অর্থ দ্বারা চিহ্নিত: 'আমার মন পরিবর্তন করাবার লক্ষ্যে আমার পিতাও আমার উপরে চাপ সৃষ্টি করলেন'

২৫ লুক ১৬:২৬ দ্রঃ।

২৬ সেকালের বর্ণনায় দিয়াবল বহুবার এমন একটা নোংরা মিশরীয়ের বেশে উপস্থাপিত যে প্রভুর শিষ্যদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে; সেই অনুসারে পের্পেতুয়াও সেই মিশরীয়কে দেখে উপলব্ধি করেন, দিয়াবল নিজেই তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে।

২৭ বিশ্বাস-স্বীকার সংক্রান্ত লড়াইতে যে বিজয়ী হয়, পুরস্কার হিসাবে যে তাকে ফল দেওয়া হয়, তা পবিত্র বাইবেলের নানা লেখায় প্রমাণিত; যেমন, 'যে বিজয়ী, তাকে আমি খেতে দেব জীবনবৃক্ষের ফল, ঈশ্বরের পরমদেশে রয়েছে যে বৃক্ষ' (প্রকাশ ২:৭ দ্রঃ); আরও, 'প্রৈরিতিক পিতৃগণে' অন্তর্ভুক্ত 'পালক' লেখাটাও এমনটা বলে যে, প্রভুর নামের খাতিরে যে যন্ত্রণা ভোগ করে, তাকে সুন্দরতম ফল দেওয়া হবে (পালক ১০৫:৩ দ্রঃ)।

২৮ 'জীবন-দ্বার': লাতিন ভাষায়, 'Porta Sanavivaria' (পরতা সানাবিবারিয়া); ক্রীড়াঙ্গনের এ দ্বার দিয়েই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী খড়্গধারীরা ও দর্শকমণ্ডলী যাদের রেহাই দিত তারা বের হত; অন্যদিকে, যারা মারা যেত, তাদের লাশ সমাধি-দ্বার দিয়েই বাইরে নিয়ে যাওয়া হত; দ্বারের নাম লাতিন ভাষায় হল 'Porta Libitinensis' (পরতা লিবিতিনেন্সিস), কারণ 'লিবিতিনা' ছিল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও সমাধির দেবীর নাম।

জীবন-দ্বার



‘জীবন-দ্বার’ : লাতিন ভাষায়, ‘Porta Sanavivaria’ (পরতা সানাবিবারিয়া) ; ক্রীড়াঙ্গনের এ দ্বার দিয়েই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী খড়্গধারীরা ও দর্শকমণ্ডলী যাদের রেহাই দিত তারা বের হত।

২৯ সেকালেরই ধারণা যে, সাক্ষ্যমর ব্যক্তির মৃত্যুক্ষণেই পরিবহনকারী স্বর্গদূতগণ তাঁকে প্রাচ্যদেশে অবস্থিত এদেন বাগানে (আদি ২:৮ দ্রঃ) অর্থাৎ স্বর্গে স্থানান্তর করেন। এদিকে অন্যান্য মৃতব্যক্তিরা প্রভুর পুনরাগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকেন।

৩০ ইহলোক অতিক্রম করে তাঁরা স্বর্গলোকের আলো দেখতে পান।

৩১ যেহেতু স্থানান্তরকালে তাঁরা চোখে দেখতে পাচ্ছিলেন, সেজন্য আমাদের এমনটা ভাবতে নেই যে দূতগণ তাঁদের শোয়ানো অবস্থায় বহন করছিলেন; বরং তাঁদের দাঁড়ানো অবস্থায়ই নিয়ে যাচ্ছিলেন।

৩২ 'শুভ্র বস্ত্র' হল সাক্ষ্যমরদেরই উপযোগী বস্ত্র।

৩৩ প্রকাশ ৪:৮।

৩৪ উপাসনা বা প্রার্থনা কালে, ঈশ্বরের সাক্ষাতে, দূতগণ ও ভক্তবৃন্দ সবাই পায়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, কেননা পায়ে দাঁড়িয়ে থাকাই পুনরুত্থিতজনদের প্রকৃত অবস্থান। শেষে, শান্তি-চুম্বন বিনিময়টা প্রার্থনা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি চিহ্নিত করে।

৩৫ অপ্তাতুস ও আস্পাসিউস ছিলেন কার্থাগো মণ্ডলীর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যাঁরা নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করার ফলে মণ্ডলীর মধ্যেও অস্থিরতা সৃষ্ট হয়েছিল; তাই তাঁরা এখন পের্পেতুয়া ও সাতুরুসকে আহ্বান করেন যাতে সাক্ষ্যমর হিসাবে তাঁরাই তাঁদের পুনর্মিলিত করেন। লক্ষ করার বিষয় এটা যে, এই বর্ণনায় কার্থাগো মণ্ডলীর পার্থিব ও স্বর্গীয় অবস্থা দু'টো কেমন যেন মিশে যায়: স্বর্গে ঘটা সেই বিতর্ক বস্তুতপক্ষে হল পার্থিবই মণ্ডলীতে সমস্যা। এজন্য সাতুরুসের দর্শনলাভ কেমন যেন কার্থাগো মণ্ডলীর বিদ্রোহীদের আহ্বান করে, তারা যেন নিজেদের সমস্যা সমাধানের ভার স্বর্গের উপরে চাপিয়ে না দিয়ে বরং মণ্ডলীর ধর্মনেতাদের বিচারের উপরে নির্ভর করে; সেইভাবে যেভাবে নিচে (৫-৭ অনুচ্ছেদে) প্রকাশিত।

৩৬ কার্থাগো মণ্ডলীর মধ্যকার বিদ্রোহকর্ম এতই নিন্দনীয় যে, দূতগণ স্বর্গের দ্বার পর্যন্তও বন্ধ করতে প্রস্তুত।

৩৭ ২ করি ২:১৪-১৫; এফে ৫:২ ইত্যাদি দ্রঃ।

৩৮ 'স্বপছন্দ সান্ধ্যভোজ, … প্রীতিভোজ': বন্যজন্তুর মুখে মৃত্যুর জন্য দণ্ডিত ব্যক্তিদের শেষ ভোজটা ছিল এক জমকালো আয়োজন যেখানে সাধারণ মানুষের উপস্থিত থাকার অনুমতি ছিল; এটাকে 'স্বপছন্দ' বলা হত (সম্ভবত খাবার নির্বাচনের অবাধ স্বাধীনতার কারণেই এমন নাম); তবে সেখানে প্রায়ই যে উচ্ছৃঙ্খল দৃশ্য দেখা যেত, তা এর সাথে 'অসংযম' বা 'উচ্ছৃঙ্খলতা'র একটি অনুষঙ্গও যুক্ত করেছিল। ঠিক এই প্রেক্ষাপটেই 'স্বপছন্দ সান্ধ্যভোজ'-কে খ্রিষ্টীয় 'প্রীতিভোজ' এর বিপরীতে দাঁড় করানো হয়; 'প্রীতিভোজ' বাংলা শব্দটা লাতিন ভাষার agape (আগাপে) শব্দের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে যার প্রকৃত অর্থ হল আধ্যাত্মিক প্রীতি-ভালবাসা কিন্তু সেইসঙ্গে প্রীতিভোজকেও লক্ষ করত। সেই অনুসারে, 'প্রীতিভোজ' ছিল এমন এক খ্রিষ্টীয় ভোজ যেখানে ধর্মভক্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রাধান্য পেত। তবে উল্লেখ্য যে, প্রীতিভোজেও মানুষ তৃপ্তি সহকারে আহার করতে পারত; তাই দণ্ডিত ব্যক্তিরা তাদের জন্য পরিবেশিত সেই জমকালো ভোজটাকে যথাসম্ভব একটা 'প্রীতিভোজ' এর রূপ দেওয়ার চেষ্টা করতেন।

৩৯ 'সেই দিনটিতে' অর্থাৎ শেষ বিচারের দিনটিতে।

৪০ ফেলিচিতা এতে আনন্দিতা যে, তিনি প্রসবের প্রথম রক্ত-বাপ্তিস্ম থেকে সাক্ষ্যমরণের দ্বিতীয় রক্ত-বাপ্তিস্মে পেরিয়ে গেছেন; বাস্তবিকই, জলে-বাপ্তিস্ম প্রথম বাপ্তিস্ম ব'লে, ও সাক্ষ্যমরণ দ্বিতীয় বাপ্তিস্ম বলে অভিহিত, কারণ দু'টোই পাপ মুছিয়ে দেয়।

৪১ দেব-দেবীর পোশাক না পরার বিষয়ে জয়ী হয়ে পের্পেতুয়া আনন্দিতা, কেননা এতে জয়ী হওয়ায় তিনি প্রকৃতপক্ষে দিয়াবলের উপরে নিজের বিজয়-সংগ্রাম শুরু করেছেন।

৪২ আদি ৩:১৫ দ্রঃ।

৪৩ সাক্ষ্যমরণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এটাই যে, প্রভু যন্ত্রণাভোগে যত পীড়নে বশীভূত হয়েছিলেন, সাক্ষ্যমরবৃন্দ সেই নানা পীড়ন সহ্য করার সুযোগ পান; এক্ষেত্রে, পিলাত যেমন যিশুকে কশাঘাত করিয়েছিলেন, তেমনি এই সাক্ষ্যমরবৃন্দকে কশাঘাত করা হয়।

৪৪ যোহন ১৬:২৪।

৪৫ সাক্ষ্যমরণ লড়াই স্বরূপ; তাই লড়াই যত কঠিন, জয়মুকুট তত গৌরবময় হয়।

৪৬ সাধারণত বকনা বাছুরকে প্রতিযোগিতার প্রাণী হিসাবে গণ্য করা হত না, একটা ষাঁড়কেই ব্যবহার করা হত।

৪৭ রোমীয় নারীরা শোকের চিহ্ন হিসাবেই চুল খোলা রাখত।

৪৮ 'জীবন-দ্বার' সম্পর্কে, উপরে দেওয়া ২৮ নং টীকা দ্রঃ। জীবন-দ্বার দিয়ে এই পার হওয়াটা দিয়াবলের উপরে তাঁদের প্রথম বিজয় নির্দেশ করে যেহেতু তাঁরা বকনা বাছুরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন; সেইসঙ্গে আসন্ন গৌরবময় সাক্ষ্যমরণের শেষ বিজয়ও পূর্বঘোষিত যা পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে বর্ণিত।

৪৯ ১ করি ১৬:১৩; প্রেরিত ১৪:২২ দ্রঃ।

৫০ যোহন ১৬:১ দ্রঃ। পের্পেতুয়া এতেই চিন্তিত পাছে তাঁর ভাই তাঁর কষ্ট দেখে বিশ্বাস হারায়।

৫১ 'সুপ্রক্ষালিত পরিত্রাণকৃত' বাক্যের সাধারণ অর্থ ছিল, 'ভাল স্নান করেছ বিধায় তুমি এখন স্বাস্থ্যবান'; কিন্তু এক্ষেত্রে অর্থ হল, দ্বিতীয় বাপ্তিস্মে সুপ্রক্ষালিত হয়েছ বিধায় তুমি এখন পরিত্রাণকৃত'।

৫২ তখনও-জীবিত সাক্ষ্যদাতাদের গলা কাটার জন্য প্রহরীরা ক্রীড়াঙ্গনের সমাধি-দ্বার দিয়েই তাঁদের 'নির্দিষ্ট স্থানে টেনে' নিত; সমাধি-দ্বারের নাম লাতিন ভাষায় হল 'Porta Libitinensis' (পরতা লিবিতিনেন্সিস), কারণ 'লিবিতিনা' ছিল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও সমাধির দেবীর নাম।

সমাধি-দ্বার



‘সমাধি-দ্বার’: লাতিন ভাষায় ‘Porta Libitinensis’ (পরতা লিবিতিনেন্সিস); যারা প্রতিযোগিতায় মারা যেত, তাদের লাশ ক্রীড়াঙ্গনের এ দ্বার দিয়েই বাইরে টেনে নেওয়া হত। দ্বারের নাম ‘সমাধি-দ্বার’, একারণে যে, ‘লিবিতিনা’ ছিল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও সমাধির দেবীর নাম।

৫৩ ‘সেইখানে গেলেন’, অর্থাৎ সাক্ষ্যদাতাদের ইতিমধ্যে ক্রীড়াঙ্গনের সমাধি-দ্বার দিয়ে সেই স্থানে টেনে নেওয়া হয়েছিল যেখানে তাঁদের গলা কেটে ফেলার কথা ছিল; কিন্তু ভিড়ের ডাকে তাঁরা আবার ক্রীড়াঙ্গনে ফিরে আসেন।

৫৪ সাতুরুস পের্পেতুয়ার আগে মৃত্যুবরণ করায় পের্পেতুয়ার স্বপ্ন (৪:৫-৬) সিদ্ধিলাভ করে।

৫৫ ‘অশুচি আত্মা’ সেই দিয়াবলই খ্রিষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে এসমস্ত সাজিয়েছিল, অথচ পের্পেতুয়ার মৃত্যুর সামনে পিছটান দিল; আসলে, পের্পেতুয়া যে দিয়াবলের উপরে জয়ী হবেন, তা তিনি আগেও নিজের দর্শনলাভে দেখেছিলেন।

পবিত্র পিওনিউস, প্রবীণ, ও তাঁর সঙ্গীদের সাক্ষ্যমরণ

সাক্ষ্যমর পিওনিউস রোম সম্রাট দেকিউসের আমলে (২৪৯-২৫১) ১২ই মার্চ ২৫০ সালে রোম সাম্রাজ্যের এশিয়া প্রদেশে (বর্তমানকালীন পশ্চিম তুরস্কে) অবস্থিত স্মির্না শহরে সাক্ষ্যমরণ বহন করেন। বৃত্তান্তটা অজানা লেখক দ্বারা তাঁর সাক্ষ্যমরণের কিছু দিন পরে, বা কমপক্ষে ৩য় শতাব্দীর দ্বিতীয় অংশেই (অর্থাৎ ২৫০-২৯৯ এর মধ্যে), সম্পাদন করা হয়। সাক্ষ্যমর পিওনিউসের নিজেরই রচিত একটা আত্মজীবনীমূলক দলিলের উপরে ভিত্তি করে বিধায়ই লেখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এ পুস্তকের গ্রীক পাঠ্য on-line নেই।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩

১ [১] প্রেরিতদূত উপদেশ দেন পবিত্রজনদের স্মৃতি বিষয়ে সহভাগিতা করতে [১], একথা ভালই জেনে যে, যাঁরা সৎভাবে ও বিশ্বাসে সর্বান্তঃকরণে জীবন যাপন করেছেন, তাঁদের স্মৃতি তাদেরই শক্তি যোগায় যারা তাঁদের অনুকরণে সদ্‌গুণ পালন করতে ইচ্ছা করে। [২] তাই মহত্তর কারণে সাক্ষ্যমর পিওনিউসকে স্মরণ করা সমীচীন, কেননা যখন তিনি আমাদের এই কালে নিজেকে সত্যকার ও প্রকৃত প্রেরিতদূত ক'রে এজগতে বসবাস করতেন, তখন অনেক মানুষকে ভুলভ্রান্তি থেকে সরিয়ে দিলেন; এবং অবশেষে, যখন তাঁকে প্রভুর কাছে আহ্বান করা হল ও সাক্ষ্যমরণ বরণ করলেন, তখন আমাদের কাছে এই লেখাটি সতর্কবাণী হিসাবে রেখে গেছেন যেন আমরা আজও তাঁর শিক্ষার স্মৃতি পালন করি।

২ [১] ষষ্ঠ মাসের দ্বিতীয় দিনে, মহা-শাব্বাৎ উপলক্ষে [২] ও সুখী সাক্ষ্যমর পলিকার্পের জন্মবার্ষিকী দিবসে [৩], [সম্রাট] দেকিইসের নির্যাতন কালে, প্রবীণ পিওনিউস ও বিশ্বাস-ঘোষক সাবিনা, আস্কলেপিয়াদেস ও মাকিদোনিয়া ও কাথলিক মণ্ডলীর প্রবীণ লিন্নোসকে গ্রেপ্তার করা হল। [২] তবে, পলিকার্পের পর্বদিনের আগের দিন পিওনিউস স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, পরদিন তাঁদের গ্রেপ্তার করা হবে। [৩] তাই, তিনি সাবিনা ও

আস্ক্লেপিয়াদেসের সঙ্গে উপবাস পালন করতে করতে [৪], পরদিন যে কি ঘটতে যাচ্ছিল তা আগে থেকে দেখে, দড়ি দিয়ে বোনা তিনটা শেকল ধরে নিজের ও সাবিনা ও আস্ক্লেপিয়াদেসের গলায় জড়ালেন, ও তিনজনে ঘরে অপেক্ষা করলেন। [৪] তিনি তেমনটা করলেন তাদেরই জন্য যারা তাঁদের কারাগারে নিয়ে যাবে, কেউই যেন এমনটা না ভাবে যে, অন্যান্যদের মত তাঁরাও অশুচি মাংস [৫] খেতে সম্মতি জানাবেন, বরং সবাই যেন বুঝতে পারে যে, তাঁরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যেন তাঁদের সরাসরিই কারাগারে আনা হয় [৬]।

৩ [১] শনিবারে, তাঁরা প্রার্থনা করার পর ও পবিত্র রুটি ও জল [৭] গ্রহণ করার পর, খ্রিষ্টিয়ানদের খোঁজ করার লক্ষ্যে ও বলি উৎসর্গ করতে ও অশুচি মাংস খেতে তাদের জোর করে টেনে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে মন্দিরপাল পলেমোন এসে হাজির হলেন।

[২] মন্দিরপাল বললেন, 'তোমরা সম্রাটের সেই রাজবিধির কথা অবশ্যই জান যা অনুসারে তোমরা দেব-দেবীর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করতে বাধ্য।'

[৩] পিওনিউস উত্তরে বললেন, 'আমরা ঈশ্বরের সেই আজ্ঞাগুলো জানি যা অনুসারে আমাদের তাঁকেই মাত্র উপাসনা করতে আদেশ করা হয়।'

[৪] পলেমোন বললেন, 'তোমরা চত্বরে [৮] এসো; সেখানে বাধ্য হবে।'

সাবিনা ও আস্ক্লেপিয়াদেস বললেন, 'আমরা জীবনময় [৯] ঈশ্বরেরই প্রতি বাধ্য।'

[৫] পলেমোন জোর প্রয়োগ না করেই [১০] তাঁদের নিয়ে গেলেন; ও তাঁরা এগোতে এগোতে সবাই দেখতে পাচ্ছিল যে, তাঁরা গলায় দড়ি দিয়ে বোনা শেকল বহন করছিলেন; এবং ভিড় অসাধারণ প্রদর্শনীর সামনেই যেন এতটাই উন্মত্ত হয়ে দৌড়ে আসছিল যার ফলে একে অন্যকে ধাক্কাধাক্কি করছিল। [৬] যখন তাঁরা গন্তব্যস্থানে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন পুব দিকের বারান্দা ও দ্বিপাল্লা দরজা থেকে, উপরের তালার বারান্দাগুলো সহ গোটা চত্বর গ্রীক, ইহুদী ও নারীতে ভরা ছিল; দিনটা মহা-শাব্বাৎ ছিল বিধায়ই এরা সবাই ছুটি কাটাচ্ছিল। [৭] দেখবার জন্য তারা আদালতের সিঁড়ি ও বাক্সগুলোর উপরেও উঠেছিল।

৪ [১] তারা তাঁদের মাঝখানেই দাঁড় করাল, ও পলেমোন বললেন, 'পিওনিউস, মৃত্যুদণ্ড এড়াতে ইচ্ছা করলে তবে অন্যান্য সবার মত তুমিও বাধ্য হয়ে দেব-দেবীর উদ্দেশে বলি দাও।'

[২] পিওনিউস হাত উত্তোলন করলেন ও মুখমণ্ডলে উজ্জ্বল হয়ে উঠে আত্মরক্ষা শুরু করে একথা বললেন, 'হে মানুষ, যারা স্মির্নার সৌন্দর্য সম্পর্কে গর্ব কর, যারা, (তোমরা যেইভাবে বলে থাক), মেলেস নদীর সন্তান সেই [কবি] হোমারকে নিয়ে গৌরববোধ কর, ও তোমাদের মধ্যে উপস্থিত যত ইহুদী মানুষ, আমাকে যে স্বল্প কথা তোমাদের বলতে হয়, তাতে কান দাও।

[৩] আমি জানতে পেরেছি যে, যারা নিজ বিশ্বাস বিসর্জন দেয়, তোমরা তাদের বিষয়ে হাসাহাসি কর ও উল্লসিত হও ও তাদের দুর্বলতা, অর্থাৎ তারা যে স্বেচ্ছায় দেব-দেবীর উদ্দেশে বলি দেবে, তা বিনোদনের বিষয় বলে জ্ঞান কর। [৪] হে গ্রীসের মানুষেরা, তোমাদের পক্ষে বরং তোমাদের শিক্ষক সেই হোমারেরই অনুসরণ করা উচিত যিনি এ পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, যারা মরতে বসেছে তাদের বিষয়ে উল্লাস করা ধর্মসম্মত কর্ম নয়। [৫] এবং তোমরা, হে ইহুদী মানুষ, মোশি আদেশ করেন, *তোমার শত্রুর গাধা বোঝার ভারে পড়ে থাকা অবস্থায় দেখলে, তুমি পাশ কাটিয়ে এগোয়ো না, বরং তা তুলে দাও* [১১]। [৬] একই প্রকারে তোমাদের শলোমনের নির্দেশও পালন করা উচিত; তিনি বলেন, *তোমার শত্রু পড়লে আনন্দ করো না, সে হোঁচট খেলে উল্লাস করো না* [১২]।

[৭] যাই হোক, আমার শিক্ষাগুরুর প্রতি বাধ্যতার খাতিরেই আমি তাঁর নির্দেশবাণী লঙ্ঘন করার চেয়ে মরতে বেছে নিচ্ছি, ও যা প্রথম কালে শিখেছিলাম ও পরবর্তী কালে শিখিয়েছিলাম, তা থেকে না সরে যাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি। [৮] তাই ইহুদীরা সহানুভূতি অনুভব করার চেয়ে কোন্ বিষয়েই বা হাসাহাসি করছে? কেননা, তারা যেমনটা বলে থাকে, সেই অনুসারে যদি আমরা তাদের শত্রু হতাম, তবু আমরা তো মানুষ, এমনকি আমরা অন্যায্যতার শিকার। [৯] তারা নাকি বলে, আত্মরক্ষায় আমাদের কথা বলার সুযোগ দেওয়া হবে। তবে, আমরা কার্ ক্ষতি করেছি? আরা কি কাউকে খুন করে ফেলেছি? বা কাউকে নির্যাতন করেছি? বা প্রতিমা পূজা করতে কাউকে বাধ্য করেছি? [১০] নাকি, হয় তো তারা এমনটা মনে করে যে, পরের ভয়েতে আমাদের কয়েকজন এখন প্রতিমাপূজা সংক্রান্ত যে পাপকর্ম করে ফেলে, সেই পাপ তাদের পাপ থেকে ভিন্ন নয়? আসলে সেই পাপ ভিন্ন, যেইভাবে স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ অনিচ্ছাকৃত অপরাধ থেকে ভিন্ন। [১১] কেননা, কেউ কি কখনও ইহুদীদের বেয়েলফেগোরের [১৩] উদ্দেশে বলি দিতে, অথবা মৃতদের উদ্দেশে উৎসর্গ করা খাদ্য খেতে, বা বিজাতীয়দের মেয়েদের সঙ্গে ব্যভিচার করতে [১৪], বা দেব-দেবীর উদ্দেশে নিজ ছেলেমেয়েকে

আহুতিরূপে দিতে, বা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে গজগজ করতে, বা মোশির নিন্দা করতে [১৫], বা উপকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা দেখাতে তাদের বাধ্য করেছে? মনে মনে মিশরে ফিরে যেতে কেইবা তাদের বাধ্য করেছে? বা, যখন মোশি বিধান গ্রহণ করার জন্য [পর্বতে] উঠে গেছিলেন, তখন কেইবা 'আমাদের জন্য দেব-দেবী তৈরি কর' একথা আরোনকে বলতে ও সেই বাছুর ঢালাই করতে তাদের বাধ্য করেছিল? [১৬]। এবং বাকি যত পাপকর্ম তারা করে ফেলেছিল, তা করতে কেইবা তাদের বাধ্য করেছিল? [১২] সেই ইহুদীরা যে তোমাদের প্রবঞ্চনা করতে পারে, একথা সত্য বৈকি। তাই তারাই তোমাদের কাছে বিচারকগণ, রাজাবলি, যাত্রাপুস্তক এসমস্ত পুস্তক পাঠ করুক ও সেই সমস্ত কিছুও পাঠ করুক যা তাদের অপরাধের প্রমাণ স্বরূপ দাঁড়ায়।

[১৩] আমাদের জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, কেনই বা কেউ কেউ কোনও রকম চাপ ছাড়াই কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বলি দিতে এসেছে। আচ্ছা, তবে তাদের কারণে তোমাদের কি সকল খ্রিষ্টিয়ানকে অবজ্ঞা করতে হবে? [১৪] তোমরা আজকালের জগৎকে এক রাশি গম বলে গণ্য কর। কোন্ রাশিটা বড়, গমের নাকি তুষের রাশি? যখন কৃষক কুলো দিয়ে খামার পরিষ্কার করতে আসে, তখন হালকা হওয়ায় তুষ বাতাসের তাড়নায় সাথে সাথেই উড়ে যায়, কিন্তু গম যেখানে ছিল সেইখানে থেকে যায় [১৭]।

[১৫] আরও, সেই জালের কথা ভাব যা সমুদ্রে ফেলা হয় [১৮] : জাল যা কিছু ধরে তা সবই যে মূল্যবান তা নয়। তেমনি ঘটে আজকালের জগতের বেলায়। [১৬] তবে তোমরা কেন আমাদের এসমস্ত কষ্ট দিয়ে থাক? আমরা নির্দোষী এজন্য কি? নাকি এজন্যই যে, আমরা দোষী? আমরা দোষী হলে তবে কাজকর্ম যাদের দোষী বলে প্রমাণ করে, সেই তোমরাও কেনই বা আমাদের একই শাস্তি ভোগ কর না? আর আমরা নির্দোষী হলে, তবে যদি নির্দোষীরা কষ্টভোগ করে, তবে তোমাদের আর কেমন আশা থাকে? কেননা *ধার্মিকের পক্ষে যখন পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন, তখন ভক্তিহীন ও পাপীর দশা কীবা হবে?* [১৯]। [১৭] কেননা এক বিচার জগতের উপরে আসন্ন ; এক্ষেত্রে অনেক বিষয় আমাদের নিশ্চিত করে।

[১৮] আমি নিজে যখন এক সময় ভ্রমণে বের হয়েছিলাম ও পুরা যুদেয়া অঞ্চল পেরিয়ে গেছিলাম ও যর্দন পার হয়েছিলাম, তখন এমন দেশ দেখলাম যা এখনও ঈশ্বরের সেই ক্রোধের চিহ্ন দেখায় যা দেশের উপরে তার বাসিন্দাদের পাপকর্মই ডেকে এনেছিল [২০], যেমন বিদেশীদের হত্যা করা, বের করে দেওয়া, ও তাদের প্রতি সহিংসতা করা। [১৯] আমি সেই ধোঁয়া দেখলাম যা সেই দেশ থেকে আজও ওঠে, ও আগুনে ছাই

হওয়া একটা দেশ দেখলাম যা যেকোনো ফল বিহীন বা যেকোনো উর্বরতাও বিহীন। [২০] আমি মৃত সাগরও দেখলাম যা এমন দূষিত জলাধার যা ঈশ্বরের আতঙ্কে নিজ প্রকৃতিতে পরিবর্তিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত, ও জীবনময় কোনও কিছুকেও লালন-পালন করতে অক্ষম; ও যে কেউ তাতে নামে সে তাকে বহিষ্কার করে ও ভাসিয়ে দেয়; সাগরটা নিজের অভ্যন্তরে কোনও মানব দেহ রাখতে পারে না; সাগরটা মানুষকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে যাতে মানুষের কারণে তাকে [অর্থাৎ সাগরকে] পুনরায় শাস্তি ভোগ না করতে হয়।

[২১] আমি তোমাদের কাছে যে কথা বলছি, তা সবই অনেক দিন আগের কথা। কিন্তু তোমরা নিজেরাও লিদীয় দেকাপলিস অঞ্চল [২১] দেখতে পাও ও তা আগুনে ঝলসানো বলে বর্ণনা কর; এমন দেশ যা আজও ভক্তিহীনদের কাছে সতর্কবাণী দেয়; এবং সিসিলিতে এত্না এমনকি লিকিয়ায় ও দ্বীপগুলোতেও আগ্নেয় ভাস্প দেখতে পাও। [২২] এবং এসব কিছু যদিও তোমাদের দৃষ্টি থেকে অনেক দূরে রয়েছে, তবু উত্তপ্ত জলের সাধারণ ব্যবহারের কথা ভাব; আমি বলতে চাই, সেই উত্তপ্ত জলের কথা বলছি যা মাটি থেকে সরাসরি উৎসারিত হয়; এবং এবিষয়ে ভাব, সেই উত্তাপের কারণ কী, সেই জল কেমন ফুটতে পারে যদি না ভূগর্ভস্থ আগুন থেকে আগত। [২৩] এবং সেই আংশিক অগ্নিকান্ড ও প্লাবনের কথা বিবেচনা কর, যেমনটা তোমরা দেউকালিয়নের উপখ্যানে ও আমরা নোয়ার কাহিনীতে বর্ণনা করে থাকি: সেই সমস্ত বর্ণনা অপূর্ণাঙ্গ, কেননা আংশিক ভাবে যা ঘটেছিল, তা থেকে পুরো বিষয়টার কী পরিণতি হবে, তা বোঝা যায়।

[২৪] এজন্য, তাঁর বাণী খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর থেকে যে অগ্নিময় বিচার আসন্ন, আমরা সেটার বিষয়ে তোমাদের কাছে সাক্ষ্য বহন করি। এজন্যই আমরা তোমাদের তথাকথিত দেব-দেবীকে আরাধনা করি না ও সেই সোনার প্রতিমা পূজা করি না' [২২]।

৫ [১] পিওনিউস এসমস্ত কিছু ও আরও অনেক কিছু বলতে বলতে প্রায়ই নীরব থাকেননি, এবং মন্দিরপাল ও তাঁর লোকেরা ও গোটা ভিড় কান পেতে থাকছিল: নীরবতা এমন ছিল যে, কেউই একটা শব্দও উচ্চারণ করছিল না। [২] যখন পিওনিউস আরও বললেন, 'আমরা তোমাদের দেব-দেবীকে আরাধনা করি না ও সেই সোনার প্রতিমা পূজা করি না', তখন তারা তাঁদের চত্বরের মাঝখানে খোলা জায়গায় নিয়ে গেল, ও তাঁদের চারপাশে এক দল দালাল গঠিত হল যারা পলেমোনের সঙ্গে তাঁদের এ বলে

অনুনয় করতে লাগল, [৩] 'পিওনিউস, আমাদেরই কথা শোন; আমরা তোমাকে ভালবাসি, ও মনে করি, বিভিন্ন কারণের জন্য তুমি বেঁচে থাকার যোগ্য, বিশেষভাবে তোমার কোমলতার সঙ্গে যুক্ত তোমার সুচরিত্রের জন্য। বেঁচে থাকা ও সূর্যের আলো দেখা উত্তম'; এবং তারা আরও অনেক কিছু বলছিল।

[৪] কিন্তু পিওনিউস উত্তরে তাদের বললেন, 'আমিও বলি, বেঁচে থাকা উত্তম, কিন্তু যে বেঁচে থাকা আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, সেটাই আরও উত্তম। এবং আলোও উত্তম, কিন্তু '*সত্যকার আলো*' [২৩] আরও বেশি উত্তম। [৫] এবং এসমস্ত কিছু সত্যিকারে উত্তম, এবং আমরা যে মৃত্যুর আগ্রহে ও ঈশ্বরের কর্মকাণ্ডের ঘৃণায় এসমস্ত কিছু থেকে প্রবাসী হতে চাই এমন নয়; বরং অন্য ও চমৎকার বিষয়গুলোর মহিমা জানি বলেই আমরা এ নিম্নের বিষয়গুলো যা আমাদের ফাঁদে ফেলে, তা অবজ্ঞা করি।'

৬ [১] আলেক্সান্দার নামক নিম্নতম শ্রেণির এক দালাল বলে উঠল, 'পিওনিউস, আমাদের শোন।'

পিওনিউস বললেন, 'সাবধান, তুমিই আমাকে শোন। তুমি যা জান তা আমি জানি, কিন্তু আমি যা জানি সেবিষয়ে তুমি কিছুই জান না।'

[২] আলেক্সান্দার তাঁকে নিয়ে ঠাট্টাই করতে চাচ্ছিল, কেননা উপহাস ছলে বলল, 'এবং এই শেকলগুলো কোন্ কাজে লাগে?'

[৩] পিওনিউস উত্তরে বললেন, 'এ শেকলের লক্ষ্যই যাতে আমরা শহর পেরিয়ে যেতে যেতে লোকে মনে না করে যে, আমরা অশুচি মাংস খেতে এসেছি; আরও, এ শেকলের লক্ষ্যই, যাতে তোমরা সাথে সাথে উপলব্ধি করতে পার যে, আমাদের জেরা করা বৃথা কাজ, কেননা আমরা নেমেসি দেবীদের মন্দিরে না থামতে কিন্তু সরাসরি কারাগারে যেতে সিদ্ধান্ত করেছি; আরও, এ শেকলের লক্ষ্যই, যাতে তোমরা আমাদের অন্যান্যদের মত জোর প্রয়োগে টেনে নেবার জন্য ধরে না ফেলে বরং, যেহেতু আমরা ইতিমধ্যে বাঁধা, সেজন্য তোমরা যেন আমাদের নিয়তির হাতে আমাদের ছেড়ে দাও; এইভাবে, হয় তো, তোমরা আমাদের শেকলে বাঁধা অবস্থায় তোমাদের প্রতিমাগুলোর কাছে নিয়ে যাওয়া থেকে বিরত থাকবে।'

[৪] এইভাবে সেই আলেক্সান্দারকে নিরুত্তর করা হল। কিন্তু, যেহেতু অন্যান্যরা আরও বেশি করে তাঁকে অনুনয় করায় ক্ষান্ত ছিল না ও তিনি উত্তরে বলছিলেন, 'এমনটা আমাদেরই সিদ্ধান্ত', ও তাদের যুক্তি খণ্ডন করছিলেন ও আসন্ন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রচার

করছিলেন, সেজন্য আলেক্সান্দার নিজেকে সামলাতে না পেরে বলল, [৫] ‘এসমস্ত উপদেশে কি দরকার, যখন তোমাদের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়?’

৭ [১] এবিষয়ে আরও বেশি জানবার জন্য লোকেরা চাচ্ছিল, নাট্যশালায় [২৪] একটা সভা ডাকা হোক। কিন্তু সামরিক শাসকের কয়েক বন্ধু মন্দিরপাল পলেমোনকে গিয়ে বলল, ‘তাকে আর কথা বলতে দেবেন না, পাছে লোকে নাট্যশালায় ছুটে গিয়ে গোলমাল সৃষ্টি করে ও রুটি দাবি করে।’

[২] তেমনটা শুনে পলেমোন বললেন, ‘পিওনিউস, তুমি বলি দিতে রাজি না হলেও অন্তত নেমেসি দেবীদের মন্দিরে এসো।’

কিন্তু পিওনিউস বললেন, ‘ওখানে আমাদের যাওয়াটা তোমার প্রতিমাগুলোর পক্ষে লাভজনক নয়।’

[৩] পলেমোন বললেন, ‘পিওনিউস, মন ফেরাও।’

পিওনিউস বললেন, ‘আহা, আমিই যদি খ্রিষ্টিয়ান হবার জন্য তোমাদের মন ফেরাতে পারতাম।

[৪] এতে তারা জোরে হাসতে হাসতে বলল, ‘না। এমনটা করতে পারবে না যে তুমি আমাদের জিয়ন্তে পুড়তে দেখতে পাবে।’

পিওনিউস বললেন, ‘এর চেয়ে মৃত অবস্থায় পোড়াই আরও বেশি খারাপ।’

[৫] এবং যেহেতু এতে সাবিনা মৃদু হাসছিলেন, মন্দিরপাল ও তার লোকেরা তাকে বলল, ‘তুমি কি হাসছ?’

সাবিনা উত্তরে বললেন, ‘হ্যাঁ, ঈশ্বর এমনটা ইচ্ছা করলে আমি হাসছি। আমরা খ্রিষ্টিয়ান, এবং যারা দ্বিধাবোধ না করে খ্রিষ্টে বিশ্বাসী, তারা চিরন্তন আনন্দে হাসবে।’

[৬] তারা তাঁকে বলল, ‘তোমার জন্য এমন কিছু অপেক্ষায় রয়েছে যা তুমি আদৌ পছন্দ করবে না। যে নারী বলি দিতে অস্বীকার করে, তাদের বেশ্যাখানায় স্থান দেওয়া হয়।’

সাবিনা বললেন, ‘পবিত্র যিনি, সেই ঈশ্বরই এবিষয়ে ভাববেন।’

৮ [১] পলেমোন আবার পিওনিউসকে বললেন, ‘পিওনিউস, আমাদের কথা শোন, মন ফেরাও।’

পিওনিউস বললেন, 'তোমাকে একটা হুকুম দেওয়া হয়েছে, হয় আমাদের মন জয় করবে, না হয় আমাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবে। যেহেতু আমাদের মন জয় করতে পার না, সেজন্য আমাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কর।'

[২] তখন মন্দিরপাল পলেমোন রীতিমত জিজ্ঞাসা করলেন, 'পিওনিউস, বলি দাও।'

পিওনিউস বললেন, 'আমি খ্রিষ্টিয়ান' [২৫]।

[৩] পলেমোন বললেন, 'তুমি কোন্ ঈশ্বরকে উপাসনা কর?'

পিওনিউস বললেন, 'আমি সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে উপাসনা করি *যিনি আকাশ ও পৃথিবী ও তাদের মধ্যে যা কিছু আছে ও আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করলেন* [২৬]; আমি তাঁকেই উপাসনা করি যিনি বদান্যতার সঙ্গে [২৭] সমস্ত কিছু মঞ্জুর করেন, ও যাঁকে আমরা তাঁর বাণী খ্রিষ্টের দ্বারা জানি।'

[৪] পলেমোন বললেন, 'অন্তত সম্রাটের উদ্দেশে বলি দাও।'

পিওনিউস বললেন, 'আমি মানুষের উদ্দেশে বলি দিই না; আমি খ্রিষ্টিয়ান।'

৯ [১] তাই, জিজ্ঞাসাবাদ সংক্রান্ত দলিল লিপিবদ্ধ করার জন্য পলেমোন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কি?'

এবং মুহরি সবকিছু লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিল।

উত্তর ছিল, 'আমার নাম পিওনিউস।'

[২] পলেমোন বললেন, 'তুমি কি খ্রিষ্টিয়ান?'

পিওনিউস বললেন, 'হ্যাঁ, আমি খ্রিষ্টিয়ান।'

মন্দিরপাল পলেমোন বললেন, 'তুমি কোন্ মণ্ডলীর সদস্য?'

উত্তর হল, 'কাথলিক মণ্ডলীর সদস্য। খ্রিষ্টে ছাড়া, অন্য কোনও মণ্ডলী নেই।'

[৩] পরে সাবিনার পালা হল। পিওনিউস আগে থেকেই তাঁকে এই বলে প্রস্তুত করেছিলেন, 'তুমি এটা বল যে, তোমার নাম থেওদতা', পাছে তাঁর প্রকৃত নামের কারণে সাবিনা তাঁর আগেকার কর্ত্রী সেই ধূর্ত পলিত্তার হাতে পড়েন। [৪] কেননা এই পলিত্তা [সম্রাট] গর্দিয়ানুসের [২৮] আমলে তরুণীর বিশ্বাস পাল্টাবার চেষ্টায় সাবিনাকে শেকলাবদ্ধ করিয়েছিল ও এমন পাহাড়ে দূর করে দিয়েছিল যেখানে সাবিনা বর্তমানকাল পর্যন্তও সহভ্রাতাদের গোপন সমর্থন গ্রহণ করেছিলেন। তথাপি, এর পরে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল যেন তাঁকে সেই পলিত্তা থেকে ও শেকল থেকে মুক্ত করা হয়; ও বেশির ভাগ

সময় তিনি পিওনিউসের ঘরে বাস করছিলেন, এবং এই পরিস্থিতিতেই তাঁকে এই নির্যাতনকালে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

[৫] তাই পলেমোন তাঁকেও জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কি?"

সাবিনা বললেন, 'থেওদতা।'

পলেমোন বললেন, 'তুমি কি খ্রিষ্টিয়ান?'

সাবিনা বললেন, 'হ্যাঁ, আমি খ্রিষ্টিয়ান।'

[৬] পলেমোন বললেন, 'তুমি কোন্ মণ্ডলীর সদস্য?'

সাবিনা বললেন, 'আমি কাথলিক মণ্ডলীর সদস্য।'

পলেমোন বললেন, 'তুমি কাকে উপাসনা কর?'

সাবিনা বললেন, 'আমি সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে উপাসনা করি যিনি আকাশ ও পৃথিবী ও আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করলেন; আমি তাঁকেই উপাসনা করি যাঁকে আমরা তাঁর বাণী যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা জানি।'

[৭] তারপর আস্ক্লেপিয়াদেসের পালা হল: 'তোমার নাম কি?'

আস্ক্লেপিয়াদেস বললেন, 'আমার নাম আস্ক্লেপিয়াদেস।'

পলেমোন বললেন, 'তুমি কি খ্রিষ্টিয়ান?'

আস্ক্লেপিয়াদেস বললেন, 'হ্যাঁ, আমি খ্রিষ্টিয়ান।'

[৮] পলেমোন বললেন, 'তুমি কাকে উপাসনা কর?'

আস্ক্লেপিয়াদেস বললেন, 'আমি খ্রিষ্ট যিশুকে উপাসনা করি।'

[৯] পলেমোন বললেন, 'এই খ্রিষ্ট যিশু কি সেই একইজন, নাকি অন্য একজন?'

আস্ক্লেপিয়াদেস বললেন, 'তিনি সেই একইজন অন্যেরা যাঁর কথা বলেছেন।'

১০ [১] জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হলে তারা তাঁদের কারাগারে নিয়ে গেল। এমন বিশাল এক ভিড় তাঁদের পিছনে চলছিল যে, চত্বর তাতে পূর্ণ হল। [২] পিওনিউস সম্পর্কে কেউ কেউ বলছিল, 'এই যে লোকটা যার চেহারা সবসময় ফ্যাকাশে, তার মুখমণ্ডলের রঙ এখন রক্তিম কেন?' [৩] ভিড়ের ঠেলাঠেলির কারণে সাবিনা তাঁর পোশাক ধরে রাখছিলেন, তাতে কেউ কেউ তামাশার ছলে বলছিল, 'আহা, তার কাছ থেকে ধাত্রীকে কেড়ে নেওয়া হবে সেই ভয়তেই সে আতঙ্কিতা।'

[৪] কেউ কেউ চিৎকার করে বলল, 'তারা বলি না দিলে, তাদের শাস্তি দেওয়া হোক।'

পলেমোন উত্তরে বললেন, 'প্রধান শাসনকর্তার শাসকীয় আঁটিচিহ্ন [২৯] না থাকায় তেমনটা করার অধিকার আমাদের নেই।'

[৫] আর একজন বলল, 'দেখ, ছোট মানুষটা নতি স্বীকার করে এখন বলি দিতে যাচ্ছে।' সে আমাদের সঙ্গী আস্ক্লেপিয়াদেসের কথা বলছিল।

[৬] পিওনিউস বলে উঠলেন, 'মিথ্যাকথা, সে নতি স্বীকার করবে না।'

তখন অন্যেরা বলতে লাগল, 'অমুক তমুক বলি দিল।'

পিওনিউস বললেন, 'এক একজন নিজের বেছে নেওয়াটার প্রভু। আমার সঙ্গে ব্যাপারটা কি। আমার নাম পিওনিউস।'

[৭] অন্যেরা আরও বলছিল, 'তেমন পরিস্থিতিতে এ কেমন দৃঢ়তা।'

পিওনিউস বললেন, 'তোমরা যা ভোগ করে এসেছ, তথা দুর্ভিক্ষ, সহিংস মৃত্যু ও বাকি যত দুর্বিপাক: তা থেকে তোমরাই আমার চেয়ে এই দৃঢ়তা ভালই জান।'

[৮] কেউ কেউ বলল, 'তুমিও আমাদের সঙ্গে ক্ষুধার্ত হয়েছিলে।'

পিওনিউস বললেন, 'ঠিক। কিন্তু ঈশ্বরে আশা রেখেই ক্ষুধার্ত ছিলাম।'

১১ [১] তাঁরা ভিড়ের চাপে এতটাই পিষ্ট হচ্ছিলেন যে দম বন্ধ হয়ে আসার মত অবস্থা হয়েছিল; এবং পিওনিউস সেই কথা বলার পর তাঁদের খুবই কষ্টে কারাগারের ভিতরে ঠেলে দেওয়া হল ও কারারক্ষীদের হাতে তুলে দেওয়া হল। [২] একবার কারাগারে প্রবেশ করে তাঁরা সেখানে অবরুদ্ধ অবস্থায় লিম্নুস নামক কাথলিক মণ্ডলীর একজন প্রবীণকে, মাকিদোনিয়া নামক কারিনে গ্রামের এক নারীকে, ও এউতিখিয়ানুস নামক ফ্রিগীয়দের [৩০] সম্প্রদায়ের এক সদস্যকে পেলেন। [৩] তাই তাঁরা সেখানে সমবেত ছিলেন, ও প্রহরীরা শুনল যে, পিওনিউসের দল বিশ্বস্তদের আনা উপহার গ্রহণ করে নিচ্ছিল না।

বাস্তবিকই পিওনিউস বলছিলেন, 'যখন আমাদের আরও বেশি দরকার ছিল, তখন কারও বোঝা হইনি; তবে এখন কি কারও বোঝা হব?'

[৪] তাতে কারারক্ষীরা রেগে গেল, কারণ বন্দিদের কাছে যা কিছু আনা হত, তাতে তারা উপকৃত হতে অভ্যস্ত ছিল; ও তারা রাগে তাঁদের কারাগারের ভিতরের অংশে তাড়িয়ে দিল যাতে এতে নিশ্চিত হতে পারে যে, তাদের সঙ্গে ভাগ না করে তারা যেন কোন উপহার না নেয়। [৫] তাঁরা ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন ও শান্ত থাকলেন; ও কারারক্ষীদের প্রতি উচিত শালীনতা দেখাতেন, যার ফলে প্রধান কারারক্ষী মন পাল্টিয়ে

তাঁদের পুনরায় কারাগারের সামনের অংশে স্থানান্তরিত করল। [৬] কিন্তু তাঁরা যেখানে ছিলেন সেইখানে থাকলেন; তাঁরা বলছিলেন, 'প্রভুর প্রশংসা হোক। আমাদের জন্য এটা মঙ্গল হল।' [৭] কেননা তাঁরা দিবারাত্র নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা ও প্রার্থনার জন্য পুরো স্বাধীনতা উপভোগ করছিলেন।

১২ [১] তথাপি, সেখানেও অনেক বিধর্মী লোকে তাঁদের মন জয় করার জন্য আসত, ও তাঁদের দেওয়া উত্তরে বিস্মিত হত। [২] তাছাড়া, যাঁরা জোরপূর্ক বিশ্বাস অস্বীকার করতে প্ররোচিত হয়েছিলেন [৩১], সেই সকল খ্রিষ্টিয়ান সহভ্রাতাও অনেক অশ্রুজল ফেলতে ফেলতে আসতেন। বাস্তবিকই তাঁরা [অর্থাৎ পিওনিউস ও অন্যান্যরা], বিশেষভাবে অধিক ঈশ্বরভীরু ও সদাচরণের মানুষ যাঁরা, তাঁরা অবিরাম গভীর কষ্টে ভুগছিলেন, যার জন্য পিওনিউস কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন, [৩] 'এ কেমন অযৌক্তিক ব্যথা আমাকে ভোগ করতে হচ্ছে। মণ্ডলীর মণিমুক্তা শূকরদের দ্বারা পদদলিত হচ্ছে [৩২] দেখে, আকাশের তারকারাজি নাগদানবের লেজ দ্বারা নিচে ছুড়ে ফেলা হচ্ছে [৩৩] দেখে, ঈশ্বরের ডান হাতের আঙুরখেত [অর্থাৎ খ্রিষ্টমণ্ডলী] সেই একাকী বন্যশূকর দ্বারা তছনছ করা হচ্ছে যার ফলে এখন যত *পথিক জড় করছে তার ফল* [৩৪] দেখে আমি অঙ্গে অঙ্গে বিচ্ছিন্ন। [৪] হে আমার ছোট সন্তানেরা *আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করছি যতক্ষণ না তোমাদের অন্তরে খ্রিষ্ট গঠিত না হন* [৩৫]। *আমার কোমল সন্তানেরা ভঙ্গুর পথে হেঁটে চলল* [৩৬]। [৫] দেখ, অশ্লীল প্রবীণেরা এখনও সুসান্নার জন্য ওত পেতে আছে; দেখ, তাঁর সৌন্দর্যে তৃপ্ত হবার জন্য ও মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়ে তাঁকে লজ্জা দেবার জন্য ওরা কোমল ও শুচি তরুণীর উপরে নজর রাখছে [৩৭]। [৬] দেখ, এখনও হামান মাতাল, এস্থার ও গোটা শহর আতঙ্কিত [৩৮]। [৭] দেখ, এখানে রুটির ক্ষুধা বা জলের তেষ্টা নেই, কিন্তু প্রভুর বাণী শ্রবণেরই ক্ষুধা রয়েছে [৩৯]। [৮] হয় তো সকল কুমারী কি মাথা হেলিয়ে নিদ্রায় পড়ল? [৪০]। [৯] প্রভু যিশুর এ সতর্কবাণী পূর্ণতা লাভ করেছে, *মানবপুত্র যখন আসবেন, তখন কি পৃথিবীতে বিশ্বাস পাবেন?* [৪১]। [১০] আমি শুনতে পাচ্ছি, প্রত্যেক মানুষ নিজের প্রতিবেশীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, যার ফলে এ বচন পূর্ণ হল, *ভাই ভাইকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেবে* [৪২]। [১১] সত্যি, *গমের মত আমাদের চেলে নেবার জন্য শয়তান আমাদের সন্ধান করেছে* [৪৩], কিন্তু গম চালাবার জন্য ঈশ্বরের বাণী হাতে যে কুলো ধরে আছেন, তা আগুনেরই কুলো। [১২] তবে এমনটা হতে পারে যে, লবণ নিঃস্বাদ হয়ে গেছে বলে তা বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছে ও লোকে তা পায়ে

মাড়িয়ে দেয় [৪৪]। [১৩] কিন্তু, হে সন্তান আমার, কেউই যেন না মনে করে যে, অক্ষমতা প্রভুরই; না, তা আমাদেরই। [১৪] তিনি বলেন, *আমার হাত এতই খাটো হতে পারে যে তা ত্রাণ করতে অক্ষম? আমার কানও এতই ভারী হতে পারে যে তা শুনতে অক্ষম? কিন্তু তোমাদের পাপরাশিই তোমাদের ঈশ্বর এই আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে বিরাট গর্ত খুঁড়েছে* [৪৫]। [১৫] কেননা আমরা ভক্তিহীন হয়েছি, এমনকি কেউ কেউ প্রভুকে অবজ্ঞা করেছে। একে অন্যকে কামড় দিয়ে ও অভিযুক্ত করায় আমরা শঠতা করেছি; একে অন্যকে একেবারে খুন করেছি। [১৬] অথচ উচিত ছিল, আমাদের ধর্মনিষ্ঠা শাস্ত্রী ও ফরিশীদের ধর্মনিষ্ঠার চেয়ে আরও বেশিই হবে [৪৬]।

১৩ [১] আমি এটাও শুনতে পাচ্ছি যে, ইহুদীরা তোমাদের কয়েকজনকেও সমাজগৃহে আমন্ত্রণ করে। তাই তোমরা সাবধান থাক পাছে এমন পাপে পতিত হও যা স্বেচ্ছাকৃত হওয়ায় আরও বেশি গুরুতর পাপ, অর্থাৎ কেউই যেন পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দা সেই পাপ না করে যার ক্ষমা হবে না [৪৭]। [২] তাদের সঙ্গে সদোম ও গমোরার শাসনকর্তা হয়ো না যাদের হাত বেয়ে রক্তই ঝরে [৪৮]। অন্যদিকে আমরা কোনও নবীকে জবাই করিনি, খ্রিষ্টকে ক্রুশে তুলে দিইনি। [৩] কিন্তু আমি কেন তোমাদের এসমস্ত কথা বলছি? তোমরা যা শুনেছ, তা স্মরণ কর। কেননা ইহুদীরা যা বলে, তোমরা তাও শুনেছ, তথা, 'খ্রিষ্ট একটি মানুষ ছিল ও অপরাধী হিসাবে মৃত্যুবরণ করল।' [৪] কিন্তু তারা আমাদের এটাই বলুক, অন্য কোন্ অপরাধী গোটা জগৎকে শিষ্যদের পরিপূর্ণ করেছে?' [৫] কোন্ অপরাধীর এমন বিপুল সংখ্যক শিষ্য ছিল ও তাদের পরে তাদেরও অনুসারী হল যারা তাদের শিক্ষাগুরুর নামের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিল? [৬] কোন্ অপরাধীর নামে অপদূতেরা বহু বছর ধরে বিতাড়িত হল ও এখনও বিতাড়িত হচ্ছে? একই কথা কাথলিক মণ্ডলীর সাধিত অন্য বিস্ময়কর কর্মের জন্য প্রযোজ্য হোক। [৭] তারা এটা ভুলে যায় যে, যে স্বেচ্ছাকৃত ভাবে নিজের জীবন বিসর্জন দেয়, সে-ই অপরাধী হিসাবে মৃত্যুবরণ করে। [৮] তারা নাকি বলে, মৃতের আত্মা আহ্বান-জাদুবিদ্যাই ক্রুশ-সহ খ্রিষ্টকে পুনরুত্থিত করেছে। [৯] কিন্তু আমাদের বা তাদের কোন্ লিখিত দলিল খ্রিষ্ট সম্পর্কে এধরনের কথা বলে? কোন্ সৎমানুষ কখনও এমন কথা উচ্চারণ করেছে? যারা তেমন কথা সমর্থন করে, তারা কি ভক্তিহীন মানুষ নয়? তবে কেন সৎমানুষদের কথার চেয়ে ভক্তিহীনদেরই কথা বিশ্বাস করা হবে?

১৪ [১] [পিওনিউস বলে চলেন:] আমার দিক দিয়ে কথা বলতে গেলে, এই যে মিথ্যাটা ইহুদীরা এখনকার একটা নতুনত্বই যেন রটায়, তা আমি ইহুদীদের কাছ থেকে আমার ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি [৪৯]। [২] এমনটা লেখা আছে যে, শৌল একটা ওঝা স্ত্রীলোকের সন্ধান করেছিলেন, ও এই যে ওঝা স্ত্রীলোক ভূতের জাদুবিদ্যা চর্চা করত, তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, *'শামুয়েলকে উঠিয়ে আন'* [৫০]; [৩] এবং স্ত্রীলোকটা বলেছিল, সে দেখছিল, গায়ে আলোয়ান জড়ানো একটা লোক উঠছে; তাতে শৌল শামুয়েলকে চিনেছিলেন ও যা জানতে ইচ্ছা করছিলেন তাঁর কাছে সেই প্রশ্ন রেখেছিলেন।

[৪] এ থেকে আমাদের কি বুঝতে হবে? সেই ওঝা কি শামুয়েলকে ওঠাবার শক্তির অধিকারী ছিল, নাকি ছিল না? [৫] তারা যদি বলে, 'ছিল', তাহলে তারা স্বীকার করে, ধর্মময়তার চেয়ে অভক্তিই আরও বেশি ক্ষমতার অধিকারী, তবে তারা অভিশপ্ত। [৬] কিন্তু তারা যদি এমন উত্তর দেয় যা অনুসারে নবীকে কবর থেকে ওঠানো হয়নি, তাহলে খ্রিষ্ট প্রভু সম্পর্কেও তেমনটা স্বীকার করতে পারে না। [৭] যুক্তি এরূপ: কেমন করে ভক্তিহীন সেই ওঝা স্ত্রীলোক, সেই নারী-অপদূত সেই পবিত্র নবীর আত্মাকে ওঠাতে পারত যিনি আব্রাহামের কোলে বিশ্রাম করেন? কেননা নিম্নপদস্থই উচ্চপদস্থের হুকুম পালন করে। [৮] তবে কি, তারা যা মনে করে, সেটার বিপরীতে শামুয়েলকে আদৌ ওঠানো হয়নি? তাও নয়। ব্যাপারটা মোটামুটি এইভাবে বোঝানো যায়। [৯] যে কেউ ঈশ্বরকে অস্বীকার করে, তার পিছনে সেই বিদ্রোহী দূতগুলো দাঁড়ায়; এবং মন্ত্রজালিক, ওঝা, ও গণকের মত যেকোন অশুচি ব্যক্তি দিয়াবলের সেবাকর্মীদের দ্বারা সহায়তা পায় [৫১]। [১০] ব্যাপারটা যেন আমাদের বিস্মিত না করে, কেননা প্রেরিতদূত বলেন, *শয়তান নিজে আলোময় দূতের বেশ ধারণ করে। সুতরাং তার সেবকও যে ধর্মময়তার সেবকদের বেশ ধারণ করে, এতে বড় কিছু নেই* [৫২]। কেননা, তেমনটা না হলে তবে কেমন করে সেই খ্রিষ্টবৈরী খ্রিষ্ট বলে নিজেকে প্রকাশ করবে? [৫৩]। [১১] তাই শামুয়েলকে যে ওঠানো হয়েছিল এমন নয়, বরং পাতালের অপদূতেরা শামুয়েলের বেশ ধারণ করে সেই ওঝা স্ত্রীলোকের কাছে ও বিশ্বাসত্যাগী শৌলের কাছে দেখা দিয়েছিল। [১২] শাস্ত্র নিজেই একথা স্বীকার করে, কেননা যে শামুয়েলের মত দেখতে, মনে হচ্ছে সে-ই শৌলকে বলল, *আজ তুমিও আমার সঙ্গে থাকবে* [৫৪]। [১৩] তবে, এটা কেমন সম্ভব যে, প্রতিমাপূজারী শৌল শামুয়েলের সঙ্গে থাকবেন? অবশ্যই শাস্ত্র বলতে চায়, তিনি সেই ভক্তিহীন অপদূতদেরই সঙ্গে ছিলেন যারা তাঁকে ভুলিয়েছিল ও নিজেদের

অধীনে বশীভূত করেছিল। অতএব, সেই পদে শাস্ত্র শামুয়েলের কথা আদৌ বলছে না। [১৪] তবে, যখন পবিত্র নবীর আত্মাকে ওঠানো সম্ভব নয়, তখন তিনি কেমন করে অধোলোক থেকে ঠিক সেই যিশু খ্রিষ্টকেই উঠতে দেখতে পাবেন যিনি স্বর্গস্থিত ও যাঁকে শিষ্যেরা স্বর্গারোহণ করতে দেখেছিলেন [৫৫] ও যাঁকে অস্বীকার না করার জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন?

[১৫] এবং তোমরা ইহুদীদের সামনে এ যুক্তি উপস্থাপন করতে সক্ষম না হলে, তবে তাদের এটা বল, 'যাই হোক না কেন, তোমরা যারা বাধ্য না হয়ে [প্রতিমাগুলোর সঙ্গে] ব্যভিচার করেছ ও প্রতিমাপূজা করেছে, সেই তোমাদের চেয়ে আমরা বেশি উন্নত।' [১৬] এবং, হে ভাই সকল, বিশ্বাস অস্বীকার করায় তাদের কাছে নতি স্বীকার করো না, বরং মনপরিবর্তন দ্বারা খ্রিষ্টকে আঁকড়ে ধরে থাক, কেননা তিনি এত দয়াবান যে, তোমাদের আপন সন্তানদের মত আবার গ্রহণ করবেন।'

১৫ [১] তিনি এসমস্ত কথা বলার পর ও কারাগার ত্যাগ করার জন্য তাঁদের [৫৬] অনুরোধ করার পর, প্রহরীদের ও বিশাল ভিড় সহ মন্দিরপাল পলেমোন ও উচ্চতর শ্রেণির বেসামরিক কর্মকর্তা থেওফিলুস এসে বললেন, [২] 'দেখ, তোমাদের ধর্মনেতা [৫৭] সেই এউক্তেমোন বলি দিল; তোমরাও বাধ্য হও। লেপিদুস ও এউক্তেমোন নেমেসি দেবীদের মন্দিরে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে তোমাদের আহ্বান করছে।'

[৩] পিওনিউস বললেন, 'এটাই নিয়ম যে, যে কারারুদ্ধ, সে প্রদেশশাসকের অপেক্ষা করবে; আপনারা কি তাঁর অধিকার ধারণ করতে চান?'

[৪] তাঁরা গজগজ করে চলে গেলেন; পরে তাঁরা প্রহরীদের ও ভিড়ের সহ ফিরে এলেন ও উচ্চতর শ্রেণির সেই বেসামরিক কর্মকর্তা তাঁকে ভোলাবার জন্য বললেন, 'প্রদেশশাসক বলে পাঠিয়েছেন যেন আমি তোমাদের এফেসসে স্থানান্তর করি।'

[৫] পিওনিউস বললেন, 'তবে প্রদেশশাসকের প্রতিনিধি নিজেই এই লক্ষ্যে আসুন।' তাতে উচ্চতর শ্রেণির সেই বেসামরিক কর্মকর্তা বললেন, 'কিন্তু তিনি এমন উচ্চতর অধিকারের অধিকারী যাঁর প্রতি সম্মান দেখানো উচিত। তবে তুমি ইচ্ছা না করলেও এখানে আমিই দায়িত্বে রয়েছি।'

[৬] এবং তাঁকে ধরে তাঁর চাদর তাঁর গলায় একটা মাফলারই যেন বেঁধে তাঁকে প্রহরীর হাতে ঠেলে দিলেন যার জন্য তিনি প্রায়ই শ্বাসরুদ্ধ হচ্ছিলেন। [৭] অবশেষে তাঁরা, অর্থাৎ তিনি নিজে, অন্যেরা ও সাবিনা, চত্বরে গিয়ে পৌঁছলেন, এবং যেহেতু

উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বলছিলেন ‘আমরা খ্রিষ্টিয়ান’ ও মন্দিরে যেন তাঁদের টেনে নিয়ে যাওয়া না হয় সেজন্য মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিলেন, সেহেতু ছ’টা প্রহরী পিওনিউসকে মাথা নিচের দিকে করে বহন করে নিয়ে গেল, কারণ অন্য কোনও ভাবে তাঁকে তাদের শরীরের পাশে হাঁটু দিয়ে আঘাত করা ও নাড়াচাড়ায় তাদের হাত-পা বাধা দেওয়া থেকে বিরত রাখা সম্ভব হচ্ছিল না।

১৬ [১] তিনি চিৎকার করতে করতে তারা তাঁকে পাঁজাকোলা করে বয়ে নিয়ে সেই বেদির সামনে মাটিতে শুইয়ে রাখল যেটার কাছে তখনও পূজারী মুকুটে সেই এউক্তেমোন দাঁড়িয়ে ছিল।

[২] তখন লেপিদুস বললেন, ‘পিওনিউস, তোমরা বলি দাও না কেন?’

পিওনিউসের দল বলল, ‘কারণ আমরা খ্রিষ্টিয়ান।’

[৩] লেপিদুস বললেন, ‘তোমরা কোন্ ঈশ্বরকে উপাসনা কর?’

পিওনিউস বললেন, ‘তাঁকেই উপাসনা করি *যিনি আকাশ ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও তাদের মধ্যে যা কিছু আছে সেই সবকিছুর নির্মাণকর্তা* [৫৮]।’

[৪] লেপিদুস বললেন, ‘এবং একে কি ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল?’ [৫৯]।

পিওনিউস বললেন, ‘হ্যাঁ, তিনি, যাঁকে ঈশ্বর জগতের পরিত্রাণার্থে প্রেরণ করলেন [৬০]।’

[৫] এতে কর্মকর্তারা উচ্চস্বরে অট্টহাসি দিল ও লেপিদুস পিওনিউসকে অভিশাপ দিলেন।

[৬] তখন পিওনিউস চিৎকার করে বললেন, ‘ধর্মভক্তি শ্রদ্ধা করুন, ন্যায় সম্মান করুন, সহানুভূতি দেখান, আপনাদের নিজেদের বিধিনিয়ম পালন করুন। দেখুন, আমরা বাধ্য হই না বিধায় আপনারা আমাদের শাস্তি দিচ্ছেন, অথচ আপনারা নিজেরা বাধ্য হচ্ছেন না। আপনাদের আমাদের শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে বাধ্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি।’

১৭ [১] তাঁর ধারে রুফিনুস নামক এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি নাম করা অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ; ইনি বললেন, ‘পিওনিউস, আর নয়। এটা অসার দম্ভ।’

[২] পিওনিউস তাঁকে বললেন, ‘আপনার অলঙ্কারশাস্ত্রের সারবত্তা কি কেবল এইটুকুই? আপনার পুস্তকগুলো কি তেমনটাই শেখায়? সক্রেটিস পর্যন্তও এথেন্সের

লোকদের দ্বারা ততটা যন্ত্রণা সহ্য করেননি। এখানে সবাই সেই আনিতুস ও সেই মেলেতুস [৬১]। [৩] তবে কি, মিতাচার, ন্যায় ও সৎসাহস অনুশীলন করায় সেই সক্রেটিস, আরিস্তিদেস ও আনাক্সার্কুস ও আরও অনেকে আপনাদের মধ্যে অসার দম্ভের পরিচয় দিচ্ছিলেন?'

[৪] তেমনটা শুনে রুফিনুস চুপ করে রইলেন।

১৮ [১] সেখানে জাগতিক সম্মানে বিশিষ্ট এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন; তিনি ও লেপিদুস বললেন, 'পিওনিউস, এত উত্তেজিত হয়ে কথা বলো না।'

[২] পিওনিউস তাঁকে বললেন, 'এবং আপনিও আমাকে জোর করার চেষ্টা করবেন না। চিতায় আগুন লাগান, আর আমরা স্বেচ্ছাকৃত ভাবেই সেটার উপরে যাব।'

[৩] তেরেন্তিউস নামক কে যেন একজন ভিড় থেকে উঠে চিৎকার করল, 'আপনারা কি দেখেছেন? এ সেইজন যে অন্যদেরও বলি না দেবার ব্যাপারে উত্তেজিত করল।'

[৪] অবশেষে তাঁদের মাথায় পূজারী মুকুট পরানো হল [৬২]; কিন্তু তাঁরা সেগুলোকে ছিঁড়ে দূরে ফেলে দিলেন [৬৩]। [৫] সরকারী সেবাকর্মী পায়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর হাতে ছিল প্রতিমার কাছে উৎসর্গীকৃত মাংস। কিন্তু তিনি কারও কাছে যাওয়ার সাহস না পেয়ে নিজেই সবার সামনে সেই মাংস খেলেন। [৬] তাঁরা চিৎকার করে বলছিলেন, 'আমরা খ্রিষ্টিয়ান'; কিন্তু অন্যরা তাঁদের বিরুদ্ধে করার মত কিছুই খুঁজে না পেয়ে তাঁদের আর একবার কারাগারে ফিরে পাঠালেন; ইতিমধ্যে ভিড় তাঁদের টিটকারি দিচ্ছিল ও অবজ্ঞায় তাঁদের মারছিল।

[৭] একজন সাবিনাকে বলল, 'তুমি কি তোমার নিজের শহরে মরতে পারতে না?'

সাবিনা বললেন, 'আমার শহর কোন্‌টা? আমি তো পিওনিউসের বোন।'

[৮] যিনি সেসময় খড়্গধারী-ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দায়িত্বে ছিলেন, সেই তেরেন্তিউস আস্ক্লেপিয়াদেসকে বললেন, 'তুমি দণ্ডিত হওয়া মাত্র আমি তোমাকে আমার ছেলের লড়াইয়ের দর্শক হিসাবে দাবি করব।'

[৯] আস্ক্লেপিয়াদেস তাঁকে বললেন, 'এটা দিয়ে আপনি আমাকে ভীত করতে পারবেন না।'

[১০] এইভাবে তাঁরা কারাগারে গিয়ে পৌঁছলেন। পিওনিউস কারাগারে প্রবেশ করা মাত্র প্রহরীদের একজন মাথায় সজোরে এমনই আঘাত করল যে তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন; কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। [১১] কিন্তু যে আঘাত হেনেছিল, তার বাহু ও

পার্শ্বদেশ এতটাই ফুলতে ও জ্বালা করতে শুরু করল যে, তার প্রায় শ্বাস নেওয়াই কঠিন হয়ে পড়েছিল। [১২] একবার প্রবেশ করে বন্দিরা ঈশ্বরকে এতে গৌরবান্বিত করলেন যে, তিনি তাঁদের খ্রিষ্টনামে অক্ষত অবস্থায় রক্ষা করেছিলেন, এবং সেই শত্রু [দিয়াবল] ও সেই ভণ্ড এউক্তেমোনের কুইচ্ছার হাতে তাঁদের ফেলে রাখেননি। তাঁরা সামসঙ্গীত ও প্রার্থনা নিবেদন করতে করতে একে অন্যকে আশ্বাস দিচ্ছিলেন।

[১৩] পরবর্তীকালে এটা বলা হল যে, এউক্তেমোন আমাদের বলি দেবার জন্য সিদ্ধান্ত করেছিল, ও সে নিজেই নেমেসিস দেবীদের মন্দিরে দুধের মেষশিশুকে নিয়ে গেছিল, এবং পরে, সেটার মাংস খেয়ে বাকি সবকিছু ঝলসানো অবস্থায় বাড়ি ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল। [১৪] আরও, তার সেই মিথ্যা শপথের কারণে সে একেবারে হাসির বস্তু হয়েছিল, কারণ সে মাথায় পূজারী মুকুট পরা অবস্থায় সম্রাটের রক্ষক আত্মার ও নেমেসি দেবীদের দিব্যি দিয়ে ঘোষণা করেছিল যে, সে খ্রিষ্টিয়ান নয়, ও পৌত্তলিক বলে এমন কিছুও বাদ দেবে না যা তার বিশ্বাসত্যাগ প্রকাশ করবে।

১৯ [১] পরে প্রদেশশাসক স্মির্নায় এলেন ও পিওনিউস, যখন তাঁকে তাঁর সামনে আনা হল, তখন মার্চ মাসের বারো তারিখের তিন দিন আগে [৬৪] সাক্ষ্য বহন করলেন। সেসময় এই কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করা হল। [২] বিচারমঞ্চে আসীন প্রদেশশাসক কুইন্তিলিয়ানুস [৬৫] জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কি?'

উত্তর হল, 'পিওনিউস।'

[৩] প্রদেশশাসক বললেন: 'তুমি কি বলি দিতে সম্মত?'

উত্তর: 'না।'

[৪] প্রদেশশাসক জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কোন্ ধর্মের বা সম্প্রদায়ের সদস্য?'

উত্তর: 'কাথলিকদের সদস্য।'

[৫] প্রশ্ন: 'কাথলিকদের কোন্ ধরনের সদস্য?'

উত্তর: 'আমি কাথলিক মণ্ডলীর একজন প্রবীণ।

[৬] প্রদেশশাসক: 'তুমি কি তাদের শিক্ষাগুরু?'

উত্তর: 'হ্যাঁ, আমি শিক্ষাগুরু ছিলাম।'

[৭] প্রশ্ন: 'তুমি কি মূর্খতা শিক্ষাগুরু?'

উত্তর: 'ধর্মভক্তি শিক্ষাগুরু'

[৮] প্রশ্ন: 'কোন্ ধরনের ধর্মভক্তি?'

উত্তর : ‘সেই পিতা ঈশ্বরেরই প্রতি ধর্মভক্তি যিনি সবকিছুর নির্মাতা।’

[৯] প্রদেশশাসক : ‘বলি দাও।’

উত্তর : ‘না। আমাকে ঈশ্বরের কাছেই আমার ব্রতসকল উদ্‌যাপন করতে হবে।’

[১০] প্রদেশশাসক : ‘আমরা সকল দেব-দেবীকে, ও আকাশ ও স্বর্গস্থ যত দেব-দেবীকে শ্রদ্ধা করি। তুমি কি হাওয়ার দিকে তাকাচ্ছ? তবে হাওয়ার [৬৬] উদ্দেশে বলি দাও।’

[১১] উত্তর : ‘আমি হাওয়ার দিকে তাকাচ্ছি না, কিন্তু তাঁরই দিকে তাকাচ্ছি যিনি হাওয়া, আকাশ ও সেগুলোতে যা কিছু আছে নির্মাণ করেছেন।’

[১২] প্রদেশশাসক : ‘তবে আমাকে বল, তিনি কে?’

উত্তর : ‘তাঁর নাম উচ্চারণ করা আমার পক্ষে বিধেয় নয়।’

[১৩] প্রদেশশাসক : ‘নিঃসন্দেহে তিনি হলেন ঈশ্বর তথা সেই জেউস যিনি স্বর্গে আছেন, কেননা তিনিই সকল দেব-দেবীর রাজা।’

২০ [১] পীড়ন-যন্ত্রে ঝোলানো পিওনিউস চুপ করছিলেন ; তাঁকে বলা হল, ‘বলি দাও।’

তিনি উত্তরে বললেন, ‘না।’

[২] আরেক বার, যখন হুকগুলো তাঁকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছিল, তখন তাঁকে আদেশ করা হল : ‘মন পাল্টাও। এই মূর্খতা কেন?’

উত্তর : ‘এটা মূর্খামি নয়, এটা জীবনময় ঈশ্বর-ভীতি।’

[৩] প্রদেশশাসক : ‘আরও অনেকে বলি দিল ও তাদের সুবোধের খাতিরে তারা এখন জীবিত আছে।’

উত্তর : ‘আমি বলি দেব না।’

[৪] প্রদেশশাসক : ‘এই জেরা শেষে কিছুক্ষণ একা একা ভাব ও মন পাল্টাও।’

উত্তর : ‘না।’

[৫] তাঁকে বলা হল, ‘তুমি কেন মৃত্যুর জন্য ব্যস্ত?’

উত্তর : ‘মৃত্যুর জন্য নয়, আমি জীবনের জন্যই ব্যস্ত।’

[৬] প্রদেশশাসক কুইন্তিলিয়ানুস : ‘তোমার এই মরার ব্যস্ততা বিশেষ কিছু না। যেমন, যারা সামান্য অর্থের বিনিময়ে খড়্গধারী-ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার জন্য নাম দেয়, তারা মৃত্যুকে অবজ্ঞা করে, ও তুমি ওই ধরনের মানুষদের একজন

মাত্র। যাই হোক, যেহেতু তুমি মরতে ব্যস্ত, সেইজন্য তোমাকে জিয়ন্তে পুড়িয়ে ফেলা হবে।'

[৭] এবং একটা ফলক থেকে লাতিন ভাষায় পাঠ করা হল, 'যে স্বীকার করেছে, সে খ্রিষ্টিয়ান, আমরা সেই পিওনিউসকে জিয়ন্তে পুড়িয়ে মারার দণ্ডে দণ্ডিত করছি।'

২১ [১] বিশ্বাসের আগ্রহে চালিত হয়ে পিওনিউস স্টেডিয়ামের দিকে দ্রুত চলে গেলেন, ও সচিবের সাক্ষাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাপড় খুলে ফেললেন। [২] তখন, এটা অনুভব ক'রে যে, তাঁর দেহ পীড়ন থেকে অখণ্ড ও অলঙ্ঘিত হয়ে রয়েছিল, তিনি বিশাল আনন্দে পূর্ণ হলেন: স্বর্গের দিকে চোখ তুলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন, কারণ তিনি যেমন ছিলেন ঈশ্বর তাঁকে তেমনি রেখেছিলেন; পরে ক্রুশের উপরে নিজেকে শায়িত করে প্রহরীদের পেরেকগুলো ঠুকে বসাতে দিলেন। [৩] তাঁকে বিঁধিয়ে দেওয়া হলে সরকারী ঘাতক তাঁকে উদ্দেশ করে বলল, 'মন পাল্টাও, পেরেকগুলো খুলে ফেলা হবে।'

[৪] কিন্তু তিনি বললেন, 'আসলে, আমি সেগুলো আমার ভিতরে অনুভব করেছি।'

তারপর, কিছুক্ষণ ভেবে-চিন্তে বললেন, 'এজন্যই আমি যত শীঘ্রই জেগে উঠতে ব্যস্ত আছি।' তিনি মৃতদের পুনরুত্থানেরই কথা ইঙ্গিত করছিলেন।

[৫] তারা তাঁকে পুরো ক্রুশসহ উপরে তুলে ধরল, ও তাঁর পরে মেত্রদোরুস নামক এক ব্যক্তির পালা হল: ইনি মার্কিওনপন্থী [৬৭] সম্প্রদায়ের প্রবীণ ছিলেন। [৬] পিওনিউসকে ডান দিকে, ও মেত্রদোরুসকে বাঁ দিকে দেওয়া হয়েছিল; তবে দু'জনেই পুবমুখী [৬৮] হয়ে ছিলেন। [৭] তারা যখন কাঠগুলো তাঁদের কাছে নিয়ে গেল ও চারপাশে জ্বালানি কাঠের আঁটি জড় করল, তখন পিওনিউস চোখ বন্ধ করলেন; যার ফলে ভিড় মনে করছিল, তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। [৮] কিন্তু তা নয়, তিনি আসলে মনে মনে প্রার্থনা করছিলেন, ও প্রার্থনা শেষ করে আবার চোখ খুললেন। [৯] শিখা যখন ইতিমধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলছিল, তখন তিনি হাসিমুখে শেষ 'আমেন' উচ্চারণ করলেন ও বললেন, *প্রভু, আমার প্রাণ গ্রহণ কর* [৬৯]; এবং কোনও শব্দ বা ব্যথা ছাড়াই—যেন ঢেকুর তোলার মতই—তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন ও বন্ধকী স্বরূপ আত্মা সেই পিতার কাছে সঁপে দিলেন যিনি নির্দোষী সমস্ত রক্ত ও অন্যায়ভাবে দণ্ডপ্রাপ্ত প্রতিটি প্রাণ রক্ষা করবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন।

২২ [১] সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি, ও ঈশ্বর ও মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থ [৭০] আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের প্রতি সর্বদা নিবদ্ধ মনে সুখী পিওনিউস তেমন অনিন্দনীয়, নিষ্কলঙ্ক ও অকলুষ জীবনকে পরমসিদ্ধতার পথে উন্নীত করলেন; তাঁকে তেমন পরিণতির যোগ্য বলে গণ্য করা হল, ও দুর্দান্ত লড়াইতে জয়ী হয়ে তিনি সঙ্কীর্ণ পথের মধ্য দিয়ে প্রশস্ত ও চমৎকার আলোতে পেরিয়ে গেলেন। [২] এমনকি, তাঁর মুকুট [৭১] তাঁর শরীরের মধ্য দিয়েও স্পষ্ট হল। কেননা, সেই চিতার আগুন নিঃশেষিত হলে আমরা যারা উপস্থিত ছিলাম, সেই আমরা তাঁর দেহকে দেখলাম, এমন দেহ যা পূর্ণ সাজসজ্জায় সজ্জিত কোনও যোদ্ধার সুগঠিত ও বলিষ্ঠ দেহ। [৩] বাস্তবিকই তাঁর কান দু'টো তখনও বাঁক নেয়নি, চুল মাথার ত্বকের সঙ্গে মিশে সমান হয়ে ছিল, আর তাঁর দাড়ি ছিল ঘন, যেন লোমরাজির প্রথম প্রস্ফুটন। [৪] আর এক অপূর্ব জ্যোতি তখনও তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করে রাখছিল, যার ফলে খ্রিষ্টিয়ানগণ বিশ্বাসে আরও সুদৃঢ় হয়ে উঠল; অপরদিকে যারা বিশ্বাস হারিয়েছিল, তারা হতাশ হয়ে ও ভীত-বিহ্বল বিবেকে ফিরে এল।

২৩ এসমস্ত কিছু তখনই ঘটল যখন [রোম সাম্রাজ্যের] এশিয়া [প্রদেশের] প্রদেশশাসক ছিলেন যুলিউস প্রক্লুস কুইন্তিলিয়ানুস ও প্রধান শাসনকর্তাদ্বয় ছিলেন (দ্বিতীয়বার) সম্রাট গাইউস মেসিউস কুইন্তুস ত্রাইয়ানুস দেকিউস আউগুস্তুস ও বেত্তিউস গ্রাতুস, রোমীয় পঞ্জিকা অনুসারে মার্চ মাসের 'ইদেস' মধ্যবর্তী দিনের আগেকার চতুর্থ দিনে [৭২], এশীয় পঞ্জিকা অনুসারে ষষ্ঠ মাসের ঊনবিংশ দিনে, দশম ঘটিকায় [৭৩]। আমাদের পঞ্জিকা অনুসারে, চলছিল আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের রাজত্বকাল: গৌরব তাঁরই যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

১ রো ১২:১৩ দ্রঃ।

২ রোম সাম্রাজ্যের এশিয়া প্রদেশের (অর্থাৎ আজকালীন পশ্চিম তুরস্কের) পঞ্জিকা অনুসারে তারিখ হল ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২৫০ খ্রিষ্টাব্দ।

৩ 'সাক্ষ্যমর পলিকার্পের জন্মবার্ষিকী দিবসে' অর্থাৎ তাঁর সাক্ষ্যমরণ দিবস উপলক্ষে (তাঁর সাক্ষ্যমরণ ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ঘটেছিল); বাস্তবিকই সেইকালের ধারণা অনুসারে সাধু পলিকার্প সাক্ষ্যমরণের মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় অনন্ত জীবনে জন্ম নিয়েছিলেন।

৪ উপরের বর্ণনা অনুসারে অনুমান করা যায়, দিনটা ছিল শুক্রবার।

৫ অশুচি মাংস খাওয়াটা ছিল রোম সাম্রাজ্যের দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বস্ততা স্বীকার করার শামিল (২ মাকা ৬:১৬ দ্রঃ)।

৬ সরাসরিই কারাগারে যাওয়ায় তাঁরা মন্দিরে থামার বিষয়টা এড়াতে চাচ্ছিলেন যেখানে তাঁদের দেব-দেবীর উদ্দেশে বলি দিতে বাধ্য করা হত।

৭ এই পবিত্র রুটি হল এউখারিস্তীয় রুটি যা খ্রিষ্টিয়ানগণ নিয়ে গিয়ে ঘরে খেত। জল ছিল সাধারণ জল।

৮ প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ চত্বরেই বসত।

৯ দেব-দেবীরা পুতুল মাত্র, কেবল ঈশ্বরই জীবনময়।

১০ আদালতে নিজেদের বিশ্বাস বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে ইচ্ছা করছিলেন বিধায়ই তাঁরা স্বেচ্ছায় প্রহরীদের সঙ্গে যান।

১১ দ্বিঃবিঃ ২২:৪ দ্রঃ।

১২ প্রবচন ২৪:১৭ দ্রঃ।

১৩ 'বেয়েলফেগোর' : হিব্রু বাইবেলে নামটা হল 'বায়াল-পেওর' (যোশুয়া ২২:১৭; সাম ১০৬:২৮ দ্রঃ)।

১৪ গণনা ২৫:১-২ দ্রঃ।

১৫ যাত্রা ১৬:২-৩ দ্রঃ।

১৬ যাত্রা ৩২:১-৪ দ্রঃ।

১৭ মথি ৩:১২ দ্রঃ।

১৮ মথি ১৩:৪৭-৪৯ দ্রঃ।

১৯ ১ পি ৪:১৮।

২০ আদি ১৯ অধ্যায় দ্রঃ।

২১ মথি ৪:২৫ দ্রঃ। যর্দন নদীর পুবে অবস্থিত এ অঞ্চলে দশটা শহর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২২ দা ৩:১৮ দ্রঃ।

২৩ যোহন ১:৯।

২৪ গ্রীক শহরগুলোতে সভা প্রায়ই নাট্যশালায় অনুষ্ঠিত হত।

গ্রীক ও রোমীয় নাট্যশালা



এটা ছিল নাটক ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার এমন স্থান যার এক মাথা মঞ্চের জন্য ব্যবহৃত ছিল। দর্শকেরা মঞ্চের অপর দিকে বসত। যেমনটা বলা হয়েছে, গ্রীক শহরগুলোতে সভা প্রায়ই নাট্যশালায় অনুষ্ঠিত হত।

২৫ আদালতে প্রশাসন খ্রিষ্টিয়ানদের নাম জিজ্ঞাসা করলে, উত্তরে সেই খ্রিষ্টিয়ানগণ নিজ নাম না বলে বরং প্রায়ই বলত, আমি খ্রিষ্টিয়ান।

২৬ প্রেরিত ৪:২৪; যাত্রা ২০:১১ দ্রঃ।

২৭ ১ তি ৬:১৭ দ্রঃ।

২৮ রোম সম্রাট ৩য় গর্দিয়ানুস ২৩৮ থেকে ২৪৪ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

২৯ 'প্রধান শাসনকর্তার শাসকীয় আঁটিচিহ্ন' ছিল মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অধিকারের প্রতীক। তেমন চিহ্ন প্রশাসনের সর্বোচ্চ শ্রেণিতেই মাত্র আরোপ করা হত; ও রোম সাম্রাজ্যের এশিয়া প্রদেশে কেবল এক ব্যক্তিত্ব তথা প্রদেশশাসকই তেমন অধিকারের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু এসময়ে প্রদেশশাসক স্মির্নায় ছিলেন না; তিনি কেবল পরেই (১৯ অধ্যায়) এসে উপস্থিত হয়ে বিচার সম্পাদন করবেন।

প্রধান শাসনকর্তার শাসকীয় আঁটিচিহ্ন





প্রধান শাসনকর্তার আগে আগে সবসময় আঁটিচিহ্ন বহনকারী প্রহরী চলত।

৩০ সেসময় 'ফ্রিগীয়' (অর্থাৎ ফ্রিগিয়া-বাসী) নামটা মন্তানুস-পন্থীদের নির্দেশ করত; এই মন্তানুস (১৩৫-১৭৭) এমন খ্রিষ্টমণ্ডলীকে সমর্থন করতেন যা বিশপদের দ্বারা নয়, পবিত্র আত্মার অনুপ্রাণিত নবীদের দ্বারাই চালিত ও শাসিত।

৩১ অর্থাৎ, বিশ্বাস অস্বীকার করতে প্ররোচিত হয়েও তাঁরা কিন্তু বিশ্বাস অস্বীকার করেননি।

৩২ মথি ৭:৬ দ্রঃ।

৩৩ প্রকাশ ১২:৪ দ্রঃ।

৩৪ সাম ৮০:১৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

৩৫ গা ৪:১৯।

৩৬ বারুক ৪:২৬।

৩৭ দা ১৩ অধ্যায় দ্রঃ।

৩৮ এস্থার ৩:১৫।

৩৯ আমোস ৮:১১ দ্রঃ।

৪০ মথি ২৫:৫। পিওনিউসের ধারণাই যে, যে নির্যাতন তাঁরা ভোগ করছিলেন, সেটা ছিল দিয়াবলের শেষ সংগ্রাম।

৪১ লুক ১৮:৮। পিওনিউসের একথাও সেই ধারণার উপর জোর দেয় যা অনুসারে, তাঁরা যে নির্যাতন ভোগ করছিলেন, সেটা দ্বারা দিয়াবল খ্রিষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রাম চালাচ্ছে।

৪২ মার্ক ১৩:১২।

৪৩ লুক ২২:৩১ দ্রঃ।

৪৪ মথি ৫:১৩ দ্রঃ।

৪৫ ইশা ৫৯:১-২ দ্রঃ।

৪৬ মথি ৫:২০ দ্রঃ।

৪৭ মথি ১২:৩১; মার্ক ৩:২৯ দ্রঃ।

৪৮ ইশা ১:১০, ১৫ দ্রঃ। লক্ষণীয় বিষয়: নবী ইশাইয়া বলির রক্তের কথা বলছিলেন, কিন্তু খ্রিষ্টিয়ানদের ব্যাখ্যা নবীদের ও খ্রিষ্টেরই বিরুদ্ধে ইহুদীদের নির্যাতন তুলে ধরে।

৪৯ পিওনিউস বলতে চান: ইহুদীরা এখনকারই নতুনত্ব বলে যা রটায়, অর্থাৎ, তারা যে মৃতের আত্মা আহ্বান-বিদ্যা দ্বারা ক্রুশ-সহ খ্রিষ্টকে পুনরুত্থিত করেছে, সেই নতুনত্ব এখনকার নয়, কেননা পিওনিউস ছেলেবেলা থেকেই তা শুনে আসছেন।

৫০ ১ শামু ২৮:১১।

৫১ ওঝা, গণক ও মন্ত্রজালিকদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টিয়ানদের সংগ্রাম এধারণার উপর ভর করত যে, সেই লোকেরা অপদূতদের সাহায্যেই সেই চর্চা চালাত; তাই সেই লোকেরা ও যারা তাদের ওঝাগিরি মানত, তারা সবাই বিশ্বাসত্যাগী ও পৌত্তলিক বলে পরিগণিত ছিল যেহেতু ঈশ্বরের সেবার বদলে দিয়াবলেরই সেবা করত। লক্ষণীয় বিষয়, স্বয়ং শৌলও, নিচে, ১৩ পদে, বিশ্বাসত্যাগী বলে চিহ্নিত।

৫২ ২ করি ১১:১৪-১৫ দ্রঃ।

৫৩ ১ যোহন ২:১৮ দ্রঃ।

৫৪ ১ শামু ২৮:১৯।

৫৫ প্রেরিত ১:৯ দ্রঃ।

৫৬ পিওনিউস যাঁদের অনুরোধ করেন, তাঁরা হলেন সেই খ্রিষ্টবিশ্বাসী যাঁরা ১১:৩-৪ অনুসারে কারারুদ্ধ পিওনিউস ও তাঁর সঙ্গীদের দেখতে গিয়েছিলেন।

৫৭ ধর্মনেতা বলতে অবশ্যই বিশপকে বোঝায়।

৫৮ প্রেরিত ৪:২৪ দ্রঃ।

৫৯ প্রভু যিশুকে যে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, এটাই ছিল খ্রিষ্টবিশ্বাস মেনে না নেওয়ার নানা প্রধান কারণের মধ্যে অন্যতম।

৬০ লেপিদুসের কথা মেনে নিয়ে পিওনিউস ঘোষণা করেন, যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, তিনি সত্যিই হলেন বিশ্বস্রষ্টা ও জগতের ত্রাণকর্তা।

৬১ উল্লিখিত সেই আনিতুস ও মেলেতুস হয়েছিল সক্রেটিসের অভিযোক্তা।

৬২ প্রাচীন প্রথা অনুসারে, গ্রীক ও রোমীয় উপাসনা রীতিতে যে কেউ প্রতিমার উদ্দেশে বলি দিত, সে মাথায় মুকুট পরত।

৬৩ তাঁরা সেগুলোকে ছিঁড়ে দূরে ফেলে দেন যেহেতু তেমন মুকুট ছিল প্রতিমাপূজার প্রতীক।

৬৪ 'মার্চ মাসের বারো তারিখের তিন দিন আগে', অর্থাৎ ১২ই মার্চে। তাই তিনি যে দিন মৌখিক সাক্ষ্য দিলেন, সেই একই দিনে সাক্ষ্যমরণও বরণ করলেন।

৬৫ 'প্রদেশশাসক কুইন্তিলিয়ানুস' অর্থাৎ কাইউস যুলিউস প্রকুলুস কুইন্তিলিয়ানুস।

৬৬ গ্রীক ঐতিহ্যে হাওয়া দেবতুল্য ছিল।

৬৭ ভ্রান্তমতাবলম্বী 'মার্কিওন' বর্তমানকালীন তুরস্কে অবস্থিত সিনোপেস শহর থেকে ১৪০ সালে রোমে এসেছিল।

৬৮ 'পুবমুখী' : খ্রিষ্টীয় প্রাচীন ঐতিহ্যে, পরিত্রাণ পুব থেকেই আসে।

৬৯ প্রেরিত ৭:৫৯; লুক ২৩:৪৬ দ্রঃ।

৭০ ১ তি ২:৫ দ্রঃ।

৭১ 'মুকুট', অর্থাৎ সেই স্বর্গীয় পুরস্কার যা সাক্ষ্যমরের মৃত্যুর পর পরেই তাঁকে মঞ্জুর করা হয়।

৭২ মার্চ মাসের 'ইদেস' মধ্যবর্তী দিনের আগেকার চতুর্থ দিনে' অর্থাৎ ১২ই মার্চ ২৫০ সালে।

৭৩ 'দশম ঘটিকায়' অর্থাৎ বিকেল চারটা।

কিপ্রিয়ানুসের কার্যবিবরণী

সাধু কিপ্রিয়ানুস (তিনি সাধু ‘সিপ্রিয়ান’ বলেও পরিচিত) ২০০ অথবা ২১০ সালে রোম সাম্রাজ্যের নুমিদিয়া প্রদেশের (বর্তমানকালীন তুনিসিয়া দেশের) কার্থাগো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি থাশিউস বংশের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান; তাঁর পরিবার খ্রিষ্টিয়ান ছিল না।

তিনি সম্ভবত পাস্কাপর্বের রাতে ১৮ই এপ্রিল ২৪৬ সালে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন, ও কিছু দিন পরে তাঁকে প্রবীণ পদ আরোপ করা হয়; ২৪৯ সালে শহরের সকল খ্রিষ্টবিশ্বাসীর প্রস্তাবনায় তিনি বিশপ পদে উন্নীত হন, এবং ১৪ই সেপ্টেম্বর ২৫৮ সালে খ্রিষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর নির্যাতনের সময়ে শিরোশ্ছেদন দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে সাক্ষ্যমরের গৌরবমুকুট অর্জন করেন।

লাতিন পাঠ্যের বিকল্প লিং (যা অনুবাদের জন্য ব্যবহৃত পাঠ্য থেকে একটু ভিন্ন হতে পারে)।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৩ (বিকল্প) ৪

১ [১] চতুর্থবারে প্রধান শাসনকর্তা সম্রাট বালেরিয়ানুস ও তৃতীয়বারে প্রধান শাসনকর্তা সম্রাট গাল্লিয়েনুসের আমলে, ৩০শে আগষ্ট, কার্থাগোতে, প্রদেশশাসক পাতের্নুস [১] নিজের ব্যক্তিগত কক্ষে বিশপ কিপ্রিয়ানুকে বললেন: ‘পরমপবিত্র [২] সম্রাটদ্বয় বালেরিয়ানুস ও গাল্লিয়েনুস অনুগ্রহপূর্বক আমার কাছে এমন পত্র প্রেরণ করলেন যা দ্বারা এমনটা আদেশ করেন যাতে যারা রোমীয় ধর্ম পালন করে না, তাদের সকলকে রোমীয় অনুষ্ঠানরীতি পালন করতে হবে। সেই অনুসারে আমি তোমার সম্পর্কে তদন্ত করেছি [৩]। আমাকে তোমার কি বলার আছে?’

[২] বিশপ কিপ্রিয়ানুস বললেন, ‘আমি খ্রিষ্টিয়ান ও বিশপ [৪]। *আকাশ ও পৃথিবী, সমুদ্র ও তাদের মধ্যে যা কিছু আছে এসবের নির্মাতা* [৫], অনন্য ও সত্যকার ঈশ্বরকে ছাড়া আমি অন্য কোনও ঈশ্বরকে মানি না। ইনিই সেই ঈশ্বর যাঁকে খ্রিষ্টিয়ান আমরা

ধর্মাগ্রহ সহকারে সেবা করি, যাঁর কাছে আমাদের জন্য, গোটা মানবজাতির জন্য ও স্বয়ং সম্রাটদ্বয়ের জন্য দিবারাত্র প্রার্থনা নিবেদন করি [৬]।'

[৩] প্রদেশশাসক পার্তেনুস বললেন, 'তুমি কি এই সিদ্ধান্তে অটল থাক?'

বিশপ কিপ্রিয়ানুস উত্তরে বললেন, 'যে সৎ সিদ্ধান্ত ঈশ্বরকে জানে, তা মত পাল্টায় না।'

[৪] প্রদেশশাসক পার্তেনুস বললেন, 'তাই তুমি কি বালেরিয়ানুস ও গাল্লিয়েনুসের আদেশমত কুরুবিস শহরে [৭] নির্বাসিত হতে ইচ্ছুক?'

কিপ্রিয়ানুস বললেন, 'হ্যাঁ, আমি ইচ্ছুক।'

[৫] প্রদেশশাসক পার্তেনুস বললেন, 'সম্রাটদ্বয় বিশপদের সম্পর্কে শুধু নয়, প্রবীণদেরও সম্পর্কে অনুগ্রহপূর্বক আমাকে লিখলেন। তাই আমি তোমার কাছ থেকে জানতে চাই, এই শহরে বসবাসকারী সেই প্রবীণেরা কারা।'

বিশপ কিপ্রিয়ানুস বললেন, 'আপনারা আপনাদের বিধিনিয়ম দ্বারা সঠিকভাবে ও যথাযথভাবে এমনটা স্থির করলেন যে, কোনও চর থাকতে পারে না। তাই এমনটা হতে পারে না যে, আমিই তাদের খবরাখবর দেব। আপনি তাদের নিজ নিজ শহরে পেতে পারবেন। এবং যেহেতু আমাদের নিয়ম স্বেচ্ছাকৃত আত্মসমর্পণ সমর্থন করে না (এ এমন বিষয় যা আপনার নিজের বিচারকর্তা-ভূমিকাই দৃঢ়ভাবে অনুমোদন করে না), সেজন্য তাঁরা নিজেদের সঁপে দিতে পারেন না। কিন্তু খোঁজ করলে আপনি তাঁদের খুঁজে পাবেন।'

[৬] প্রদেশশাসক পার্তেনুস বললেন, 'তবে আমি এই আজই তেমন লোকদের বিষয়ে তদন্ত চালাব।'

বিশপ কিপ্রিয়ানুস বললেন, 'আপনি তাঁদের খোঁজ করলে, তাঁরা নিজেরাই আপনাকে নিজেদের খুঁজে পেতে দেবেন।'

[৭] প্রদেশশাসক পার্তেনুস বললেন, 'আমি তাদের খুঁজে বের করব।' এবং তিনি বলে চললেন, 'সম্রাটদ্বয় এমনটাও আদেশ করেন, যেন তারা কোন স্থানে সম্মিলিত না হয়, কোনও কবরস্থানেও যেন প্রবেশ না করে। সুতরাং, যে কেউ তত যুক্তিযুক্ত আদেশ পালন করবে না, তাঁর শিরশ্ছেদ হবে।'

বিশপ কিপ্রিয়ানুস বললেন, 'আপনি তেমনই আদেশ দিয়েছেন।'

২ [১] ঈশ্বর দ্বারা পবিত্র সাক্ষ্যমর হিসাবে বেছে নেওয়া সেই কিপ্রিয়ানুস যখন কুরুবিস শহর থেকে ফিরে এলেন (সেকালের প্রদেশশাসক মহামান্য আস্পাসিউস পার্তেনুস দ্বারা

তাঁকে তো সেইখানে নির্বাসিত করা হয়েছিল), তখন সম্রাটের বিশেষ ও ব্যক্তিগত উপায়ে জারীকৃত অনুশাসনের সুবাদে তিনি নিজের সম্পত্তিতে অবস্থিত বাসভবনে অবস্থান করছিলেন, ও প্রত্যহ সেদিনের অপেক্ষায় থাকছিলেন, যে দিনে তারা যেকোনো মুহূর্তে এসে তাঁকে নিয়ে যাবে, যেইভাবে তাঁর কাছে [ঈশ্বর দ্বারা] প্রকাশ করা হয়েছিল।

[২] তবে, তিনি সেখানে তখনও অবস্থান করছিলেন এমন সময়, ১৩ই সেপ্টেম্বর, (সেসময়ে তুস্কুস ও বাসুস প্রধান শাসনকর্তা ছিলেন) হঠাৎ করে দু'জন কর্মকর্তা তাঁর সামনে হাজির হলেন, একজন ছিলেন মহামান্য প্রদেশশাসক সেই গালেরিউস মাক্সিমুসের উচ্চ দপ্তরের কর্মকর্তা, যিনি আস্পাসিউস পার্তেনুসের উত্তরসূরী হয়েছিলেন, এবং অপরজন ছিলেন একই উচ্চ দপ্তরের নিম্নকর্মকর্তা যিনি গ্রেপ্তার ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত। [৩] তাঁরা তাঁকে একটা মালগাড়িতে উঠিয়ে দু'জনেই তাঁকে নিজেদের মধ্যস্থানে রেখে ক্লেক্স্তুসের গ্রামস্থ বাসভবনে নিয়ে গেলেন যেখানে প্রদেশশাসক গালেরিউস মাক্সিমুস স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করার জন্য অবসরে সময় কাটাচ্ছিলেন, [৪] এবং মহামান্য প্রদেশশাসক গালেরিউস মাক্সিমুস আদেশ করলেন যেন কিপ্রিয়ানুসকে পরবর্তী দিনে অর্থাৎ পরদিন তাঁর সাক্ষাতে হাজির করা হয়। তাই কিপ্রিয়ানুস সেই নিম্নকর্মকর্তার সঙ্গে অর্থাৎ মহামান্য প্রদেশশাসক মাক্সিমুসের উচ্চ দপ্তরের সেই নিম্নকর্মকর্তার সঙ্গে চলে গেলেন, এবং তাঁর কাছে, বেনুস দেবীর মন্দির ও স্বাস্থ্য দেবীর মন্দিরের মধ্যস্থানে অবস্থিত সাতুর্নুস শরণিতে স্থিত তাঁর বাসস্থানে রাত কাটালেন। [৫] সেইখানে, দরজার সামনে, বিশ্বাসে সহভ্রাতাদের গোটা ভিড় সারা রাত কাটাল; ও যখন কিপ্রিয়ানুস কথাটা জানতে পারলেন, তখন আদেশ করলেন যেন তরুণীদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যেহেতু সবাই রাস্তায়, সেই নিম্নকর্মকর্তার বাসস্থানের দরজার সামনে, দাঁড়াচ্ছিল।

৩ [১] তাই পরদিন, অর্থাৎ ১৪ই সেপ্টেম্বর, সকালবেলায় মহামান্য প্রদেশশাসক গালেরিউস মাক্সিমুসের আদেশমত কিপ্রিয়ানুসকে ক্লেক্স্তুসের গ্রামস্থ বাসভবনে তাঁর সাক্ষাতে আনা হল। শারীরিক অবস্থার কারণে প্রদেশশাসক ব্যান্ডেজে বাঁধা ও সামান্য আহত অবস্থায় বারান্দায় বসে ছিলেন।

[২] কিপ্রিয়ানুসকে তাঁর সাক্ষাতে আনা হলে মহামান্য প্রদেশশাসক গালেরিউস মাক্সিমুস তাঁকে বললেন, 'তুমি কি থাশিউস কিপ্রিয়ানুস?'

কিপ্রিয়ানুস বললেন, 'হ্যাঁ, আমি সে।'

[৩] মহামান্য প্রদেশশাসক গালেরিউস মাক্সিমুস কিপ্রিয়ানুসকে বললেন, 'তুমিই কি সেই ধর্মবিরুদ্ধ উপমণ্ডলীর শিক্ষাগুরু হয়েছিল'?

কিপ্রিয়ানুস বললেন, 'হ্যাঁ, আমি সে।'

[৪] মহামান্য প্রদেশশাসক গালেরিউস মাক্সিমুস আপন উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলোচনা করার পর অত্যন্ত কষ্ট ও প্রচেষ্টার সঙ্গে নিজের রায় এই কথা দ্বারা উচ্চারণ করলেন, 'তুমি বহুদিন ধরে ধর্মবিরুদ্ধ অবস্থায় জীবনযাপন করেছ, এক জঘন্য ষড়যন্ত্রে অনেক মানুষকে নিজের অনুসরণে জড় করেছ, ও নিজেকে রোমের দেব-দেবীর ও পবিত্র অনুষ্ঠানরীতির শত্রু করেছ; আমাদের ধর্মপ্রাণ ও পরমপবিত্র নেতাদ্বয় আউগুস্তুস সেই বালেরিয়ানুস ও গাল্লিয়েনুস, ও উৎকৃষ্ট কাইসার বালেরিয়ানুসও [৮] দীর্ঘ সময় ধরে তোমার ক্রুদ্ধ জেদের কারণে শুভদিনের জন্য বলি দিতে, ধর্মীয় উপাসনা পালন করতে ও নিজের ভুল স্বীকার করতে তোমাকে বাধ্য করতে সক্ষম হননি। [৫] সুতরাং, যেহেতু তোমাকে দুর্দন্ত কুকর্মের সাধক ও প্রণেতা বলে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, ও যেহেতু তুমি রাষ্ট্রের শত্রু হিসাবে, যাদের তুমি তোমার আদর্শ দানে প্রশিক্ষিত করেছ, তাদের সঙ্গে রোমীয় মন-মানসিকতা থেকে দূরে সরে গেছ, ও যেহেতু তেমন ধর্মবিরুদ্ধ বিভ্রান্তি তোমার সুনির্দিষ্ট প্ররোচনায় প্রসারিত হয়েছে, সেজন্য বিধান তোমার রক্ত দ্বারাই বলবত করা হবে।'

[৬] এবং তিনি ফলক থেকে দণ্ডাদেশটা পাঠ করে শোনালেন, 'থাশিউস কিপ্রিয়ানুসকে খড়্গের আঘাতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে।'

[৩ অধ্যায়ের নানা পাঠ্য রয়েছে বিধায় সেটার একটা বিকল্প পাঠ্যও উপস্থাপন করা হচ্ছে:]

৩ (বিকল্প) [১] পরদিন, ১৪ই সেপ্টেম্বর, সকালবেলায়, বহুলোকের ভিড় প্রদেশশাসক গালেরিউস মাক্সিমুসের আদেশমত ক্লেক্স্তুসের গ্রামস্থ বাসভবনে সমবেত হল। পরে গালেরিউস মাক্সিমুস নিজেই হুকুম দিলেন, সেই একই দিনে কিপ্রিয়ানুসকে তাঁর সাক্ষাতে আনা হোক; তিনি তখনও অসুস্থ অবস্থায় বারান্দায় ছিলেন।

[২] তাঁকে তাঁর সাক্ষাতে আনা হলে প্রদেশশাসক গালেরিউস মাক্সিমুস বিশপ কিপ্রিয়ানুসকে বললেন: 'তুমি কি থাশিউস কিপ্রিয়ানুস ?'

বিশপ কিপ্রিয়ানুস উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি সে।'

[৩] প্রদেশশাসক গালেরিউস মাক্সিমুস বললেন: 'পবিত্রতম সম্রাটদ্বয় তোমাকে পবিত্র উপাসনা কর্ম পালন করতে আদেশ করছেন।'

বিশপ কিপ্রিয়ানুস বললেন: 'তা আমি করব না।'

প্রদেশশাসক গালেরিউস মাক্সিমুস বললেন: 'ব্যাপারটা ভালভাবেই ভাব।'

বিশপ কিপ্রিয়ানুস বললেন: 'আপনাকে যা করতে আদেশ করা হয়েছে তা করুন। তেমন অন্যায্য ব্যাপারে ভাববার কিছুই নেই।'

[৪] প্রদেশশাসক গালেরিউস মাক্সিমুস নিজের উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলোচনা করার পর বললেন: 'তুমি দীর্ঘদিন ধরে ধর্মবিরুদ্ধ জীবন যাপন করেছ, ষড়যন্ত্রের সঙ্গী অন্য জঘন্য মানুষকে নিজের সঙ্গে সংগ্রহ করেছ, ও নিজেকে রোমের দেব-দেবীর ও পবিত্র অনুষ্ঠানরীতির শত্রু করেছ; আমাদের ধর্মপ্রাণ ও পরমপবিত্র নেতাদ্বয় আউগুস্তুস সেই বালেরিয়ানুস ও গাল্লিয়েনুস, ও উৎকৃষ্ট কাইসার বালেরিয়ানুসও [৯] তাঁদের পবিত্র অনুষ্ঠানরীতি পালনে তোমাকে ফিরিয়ে আনতে পারেননি। [৫] সুতরাং, যেহেতু তুমি জঘন্যতম অপরাধের সাধক ও প্রণেতা, সেজন্য তোমার দুর্দন্ত কুকর্মের সহযোগীদের কাছে তুমি নিজেই আদর্শস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। বিধান তোমার রক্ত দ্বারা বলবত করা হবে।'

[৬] এবং তিনি ফলক থেকে দণ্ডাদেশটা পাঠ করে শোনালেন, 'থাশিউস কিপ্রিয়ানুসকে খড়্গের আঘাতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে।'

বিশপ কিপ্রিয়ানুস বললেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

[৩ অধ্যায়ের বিকল্প পাঠ্য সমাপ্ত।]

৪ [১] এ দণ্ডাদেশ শুনে সহভ্রাতাদের ভিড় বলছিল: 'তাঁর সঙ্গে আমাদেরও শিরশ্ছেদ হোক!' ফলে সহভ্রাতাদের মধ্যে মহা কোলাহল দেখা দিল, আর বহু লোকের ভিড় তাঁর অনুসরণ করল। তাতে কিপ্রিয়ানুসকে স্লেক্তুসের মাঠে [১০] নিয়ে যাওয়া হল; জায়গাটায় পৌঁছলেই তিনি আলোয়ান খুলে দিলেন, ও তিনি যেখানে হাঁটুপাত করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, আলোয়ানটা সেখানে পেতে দিলেন; তারপর বিশপ-সজ্জা খুলে তা পরিসেবকদের হাতে দিলেন; তাতে কেবল সুতীর পোশাকে পরিবৃত হয়ে থেকে ঘাতকের অপেক্ষায় রইলেন। ঘাতক এলে তিনি তাকে পঁচিশটা সোনার মুদ্রা দিতে আপনজনদের আদেশ করলেন [১১]।

[২] ইতিমধ্যে সহভ্রাতাগণ নিজ নিজ সুতি তোয়াল ও রুমাল তাঁর পায়ে পেতে দিচ্ছিল। কিপ্রিয়ানুস নিজে স্বহস্তেই নিজের চোখ ঢেকে নিতে লাগলেন, কিন্তু একা হয়ে কাপড়ের দু'মাথা বাঁধতে না পারায় প্রবীণ যুলিয়ানুস ও উপপরিসেবক যুলিয়ানুস সেই কাপড় বাঁধলেন।

[৩] এভাবে বিশপ কিপ্রিয়ানুস মৃত্যুবরণ করলেন, ও তাঁর মৃতদেহকে বিধর্মীদের কৌতূহল থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে তা নিকটবর্তী স্থানে রাখা হল। কিন্তু পর রাত্রিতে তাঁর দেহ সেখান থেকে স্থানান্তর করা হল ও জ্বলন্ত মশাল ও বাতির মধ্যে ব্যবস্থাপক মাক্রবিউস কান্দিদিয়ানুসের সেই কবরস্থানে আনা হল যা পুকুরের কাছাকাছি স্থানে তাঁবু সরণিতে অবস্থিত [১২]। অল্পদিন পর প্রদেশশাসক গালেরিউস মাক্সিমুসের মৃত্যু হয়।

---

১ 'পার্তের্নুস', তাঁর পুরো নাম: রোম সাম্রাজ্যের আফ্রিকা প্রদেশের প্রদেশশাসক আস্পাসিউস পার্তেনুস।

২ 'পরমপবিত্র' উপাধিটা সেই প্রথম শতাব্দীর শেষাংশ থেকে ব্যবহৃত হতে লাগল যখন রোম সম্রাটকে দেবতা বলে গণ্য করা শুরু হয়েছিল।

৩ কিপ্রিয়ানুস কে, তাঁর ধর্ম রোমীয় ধর্ম কিনা, ও তাঁর ধর্ম রোমীয় না হলে তবে সেই ধর্মে তাঁর পদ কি: এ ছিল কিপ্রিয়ানুস সম্পর্কে প্রদেশশাসকের তদন্তের বিষয়।

৪ প্রদেশশাসকের তদন্ত অনুসারে কিপ্রিয়ানুস স্বীকার করেন, তিনি খ্রিষ্টিয়ান ও খ্রিষ্টমণ্ডলীতে বিশপ পদের অধিকারী। পরে, নিজের উত্তর বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেন।

৫ প্রেরিত ৪:২৪ দ্রঃ।

৬ নিজের পরিচয় দেওয়ার পর, বিশপ কিপ্রিয়ানুস এও বলেন যে, খ্রিষ্টিয়ানগণ ঈশ্বরের কাছে সম্রাটের কল্যাণ প্রার্থনা করেন।

৭ কুরুবিস শহর হল বর্তমানকালীন তুনিসিয়ার কোর্বা শহর যা কার্থাগো থেকে ১৬০ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।

৮ বালেরিয়ানুসকে ২৫৮ সালের প্রথমাংশে কাইসার অর্থাৎ সম্রাট বলে ঘোষণা করা হয়।

৯ বালেরিয়ানুসকে ২৫৮ সালের প্রথমাংশে কাইসার অর্থাৎ সম্রাট বলে ঘোষণা করা হয়।

১০ 'কিপ্রিয়ানুসকে ক্লেক্স্তুসের মাঠে' অর্থাৎ ২ ও ৩ অধ্যায়েও উল্লিখিত প্রদেশশাসকের সেই গ্রামস্থ বাসভবনের নিকটস্থ একটা মাঠে নিয়ে যাওয়া হল।

১১ ঘাতককে পঁচিশটা সোনার মুদ্রা দেওয়ায় বিশপ কিপ্রিয়ানুস সাক্ষ্যমরণ বরণ করার সৌভাগ্য প্রকাশ করেন।

১২ এ নির্দেশনা সত্ত্বেও স্থানটা এখনও অজানা। স্মরণযোগ্য বিষয়; ৬৯৮ খ্রিষ্টাব্দে কার্থাগো শহর সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয় ও সেই মহাগির্জাও মিলিয়ে যায়।

মাক্সিমিলিয়ানুসের কার্যবিবরণী

এখানে তরুণ মাক্সিমিলিয়ানুসের জিজ্ঞাসাবাদ ও মৃত্যুদণ্ড-ঘোষণা বিবৃত। মৃত্যুদণ্ডটা ১২ই মার্চ ২৯৫ খ্রিষ্টাব্দে, রোম সাম্রাজ্যের আফ্রিকা প্রদেশের নুমিদিয়া অঞ্চলে অবস্থিত তেবেস্তে (আজকালীন তেবেস্সা) শহরে কার্যকর হয়। মাক্সিমিলিয়ানুস খ্রিষ্টিয়ান ছিলেন, কিন্তু খ্রিষ্টিয়ান ছিলেন বিধায় নয়, বরং সামরিক সেবা করতে অস্বীকার করছিলেন বিধায়ই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়; তিনি সামরিক সেবা অস্বীকার করছিলেন কেননা তাঁর মতে তা খ্রিষ্টিয়ান নীতি বিরুদ্ধ আচরণ বলে গণ্য, যেহেতু খ্রিষ্টধর্ম সহিংসতা সমর্থন করে না।

বিবরণীর লেখক অজানা; কিন্তু বিবরণীটা উপস্থাপিত ঘটনার অল্প সময়ের পরেই সম্পাদন করা হয়।

লাতিন পাঠ্যের বিকল্প লিং (যা অনুবাদের জন্য ব্যবহৃত পাঠ্য থেকে একটু ভিন্ন হতে পারে)।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩

১ [১] প্রধান শাসনকর্তা তুস্কুস ও প্রধান শাসনকর্তা আনুলিনুসের শাসনকালে, তেবেস্তেতে, ১২ই মার্চ, আদালতে, ফাবিউস বিক্তর ও তাঁর সঙ্গে মাক্সিমিলিয়ানুসকে তলব করা হল; তাঁদের প্রতিরক্ষার ভার পম্পেইয়ানুসের উপরে ন্যস্ত করা হল।

তিনি বললেন, 'ফাবিউস বিক্তর কাইসারিয়াতে সেনাপতি বালেরিয়ানুস কুইন্তিয়ানুসের কাছে সামরিক কর-আদায়কারী হিসাবে নিযুক্ত; বিক্তরের ছেলে উত্তম সামরিক নবিশ মাক্সিমিলিয়ানুস সম্পর্কে, যেহেতু তিনি সামরিক সেবায় নিযুক্ত, সেজন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি যেন তাঁকে পরিমাপ করা হয়।'

[২] প্রদেশশাসক দিওন [১] বললেন, 'তোমার নাম কি?'

মাক্সিমিলিয়ানুস বললেন, 'আপনি কেন আমার নাম জানতে চান? আমি সেনাবাহিনীতে সেবা করতে পারি না, কেননা আমি খ্রিষ্টিয়ান।'

[৩] প্রদেশশাসক দিওন বললেন, 'তাঁকে প্রস্তুত করা হোক।'

তারা যখন তাঁকে প্রস্তুত করছিল, মাক্সিমিলিয়ানুস বললেন, 'আমি সেনাবাহিনীতে সেবা করতে পারি না, আমি অপকর্ম করতে পারি না : আমি তো খ্রিষ্টিয়ান।'

[৪] প্রদেশশাসক দিওন বললেন, 'তাঁকে পরিমাপ করা হোক।'

তাঁর পরিমাপ করা হওয়ার পর কর্মকর্তা উচ্চস্বরে বললেন, 'পাঁচ পা, দশ উঞ্চিয়াস' [অর্থাৎ, পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি] [২]।'

[৫] দিওন কর্মকর্তাকে বললেন, 'তাকে সামরিক ব্যাজ [৩] দেওয়া হোক।'

কিন্তু মাক্সিমিলিয়ানুস তখনও প্রতিরোধ করতে করতে বললেন, 'আমি তা মানব না, আমি সেনাবাহিনীতে সেবা করতে পারি না।'

২ [১] দিওন বললেন, 'সামরিক সেবা কর, নইলে তুমি মরবে।'

মাক্সিমিলিয়ানুস বললেন, 'আমি সেবা করব না। আপনি আমার মাথা কেটে ফেলতে পারেন, কিন্তু আমি এজগতের সেনাবাহিনীতে সেবা করব না, আমার ঈশ্বরের সেনাবাহিনীতেই সেবা করব।'

[২] প্রদেশশাসক দিওন বললেন, 'এ ব্যাপারে কে তোমাকে প্রভাবিত করল?'

মাক্সিমিলিয়ানুস বললেন, 'আমার মন তাই করল, ও তিনি তাই করলেন যিনি আমাকে আহ্বান করেছেন।'

[৩] দিওন মাক্সিমিলিয়ানুসের পিতা বিক্তরকে বললেন, 'তোমার ছেলের মন পাল্টাতে চেষ্টা কর।'

বিক্তর বললেন, 'তার বিচারবোধ আছে; সে নিজেই বোঝে তার স্বার্থ কি।'

[৪] দিওন মাক্সিমিলিয়ানুসকে বললেন, 'সেনাবাহিনীতে সেবা কর ও ব্যাজটা নাও।'

মাক্সিমিলিয়ানুস বললেন, 'আমি তা নেব না। আমার কাছে ইতিমধ্যেই আমার খ্রিষ্টেরই ব্যাজ আছে।'

[৫] প্রদেশশাসক দিওন বললেন, 'আমি এক্ষুণি তোমার সেই খ্রিষ্টের কাছে পাঠাচ্ছি।'

এতে মাক্সিমিলিয়ানুস বললেন, 'আমি শুধু এটাই চাই, আপনি এখনই তেমনটা করবেন; তেমনটা আমার প্রশংসায়ই আসবে।'

[৬] দিওন কর্মকর্তাকে বললেন, 'তাঁকে ব্যাজটা দেওয়া হোক।'

মাক্সিমিলিয়ানুস প্রতিরোধ করে বললেন, ‘আমি এজগতের ব্যাজ মানি না। আপনি সেটা আমাকে দিলে আমি তা ভেঙে ফেলব, কারণ তা বহন করার যোগ্যতা আমার নেই। আমি খ্রিষ্টিয়ান, ও জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র আমার প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পরিত্রাণদায়ী ব্যাজ [৪] গ্রহণ করার পর গলায় এক টুকরো সীসা বহন করা আমার পক্ষে বিধেয় নয়। আপনি তাঁকে জানেন না, অথচ তিনি জগতের জীবনের জন্য যন্ত্রণাভোগ করলেন; ঈশ্বর আমাদের পাপের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন [৫]; খ্রিষ্টিয়ান সবাই এই আমরা তাঁরই সেবা করি, জীবন-রাজ ও পরিত্রাণের সাধক হিসাবে তাঁরই অনুসরণ করি [৬]।’

[৭] দিওন বললেন, ‘সেনাবাহিনীতে সেবা কর ও ব্যাজটা নাও, নইলে শোচনীয় মৃত্যু ভোগ করবে।’

মাক্সিমিলিয়ানুস বললেন, ‘আমি মরব না। আমি আমার প্রভুর সেনাবাহিনীতে ইতিমধ্যেই নিয়োগপ্রাপ্ত; সেনাবাহিনীতে সেবা করতে পারি না।’

[৮] দিওন বললেন, ‘তোমার যৌবনের কথা ভেবে সেনাবাহিনীতে সেবা কর; একটি যুবকের তেমনটাই করা দরকার।’

মাক্সিমিলিয়ানুস উত্তরে বললেন, ‘আমার সেবা আমার প্রভুর জন্য; আমি এজগতের সেনাবাহিনীতে সেবা করতে পারি না। আমি আপনাকে বলেছি, আমি খ্রিষ্টিয়ান।’

[৯] প্রদেশশাসক দিওন বললেন, ‘আমাদের প্রভু দিওক্লেতিয়ানুস ও মাক্সিমিয়ানুস, কন্‌স্তান্তিউস ও মাক্সিমুসের [৭] পবিত্র অঙ্গরক্ষকদের মধ্যে এমন সৈন্য রয়েছে যারা খ্রিষ্টিয়ান অথচ তারা সেবা করে চলে।’

মাক্সিমিলিয়ানুস উত্তরে বললেন, ‘তাদের যা সুবিধা তারাই বুঝবে। আমি কিন্তু খ্রিষ্টিয়ান ও অপকর্ম করতে পারি না।’

[১০] দিওন বললেন, ‘যারা সেনাবাহিনীতে সেবা করে, তারা কেমন অপকর্ম করে?’

মাক্সিমিলিয়ানুস উত্তরে বললেন, ‘আপনি তো জানেন তারা কি করে।’

[১১] দিওন বললেন, ‘সেনাবাহিনীতে সেবা কর, নইলে, সামরিক সেবার প্রতি তোমার এ অবজ্ঞার কারণে তোমাকে শোচনীয় মৃত্যু ভোগ করতে হবে।’

মাক্সিমিলিয়ানুস উত্তরে বললেন, ‘আমি মরব না। এবং যদিও এজীবন থেকে প্রস্থান করি, আমার প্রাণ [৮] আমার প্রভু খ্রিষ্টের সঙ্গে জীবনযাপন করবে।’

৩ [১] দিওন বললেন, তোমার নাম লেখ।' এবং যখন তিনি তা লিখলেন, দিওন বললেন, 'যেহেতু তুমি বিদ্রোহী মনে সামরিক সেবা অস্বীকার করেছ, অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হিসাবে তুমি উপযুক্ত সাজা পাবে।' এবং তিনি ফলক থেকে এই বিধি পাঠ করলেন: 'যেহেতু মাক্সিমিলিয়ানুস বিদ্রোহী মনে সামরিক শপথ [৯] অস্বীকার করল, সেজন্য তাকে খড়্গের আঘাতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।'

[২] মাক্সিমিলিয়ানুস উত্তরে বললেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

তাঁর পার্থিব বয়স ছিল একুশ বছর, তিন মাস, আঠারো দিন। তারা যখন তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের স্থানে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি বললেন, 'প্রিয়তম ভাইয়েরা, সমস্ত সৎসাহসের সঙ্গে ও যথা ধর্মাগ্রহ সহ ত্বরান্বিত হও যেন তোমাদের প্রভুকে দেখতে দেওয়া হয় ও তিনি যেন তোমাদেরও জন্য একই মুকুট গচ্ছিত রাখেন।'

[৩] পরে তিনি আনন্দোজ্জ্বল মুখমণ্ডলে পিতাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'সামরিক সেবার জন্য যে পোশাক আপনি আমার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন, তা ঘাতককে দিয়ে দিন, এই আশার নামে যে, আমি সাক্ষ্যমরদের দলের মধ্যে আপনাকে শীঘ্রই গ্রহণ করতে পারব। আমরা দু'জন, একসাথে, প্রভুর সঙ্গে গৌরববোধ করব।' এবং পরপরেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

[৪] পম্পেইয়ানা নামক এক ভদ্রমহিলা অর্থ দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে তাঁর দেহ আদায় করলেন, ও নিজের ভ্রমণ-বাহনে তুলে দিয়ে কার্থাগোতে নিয়ে গিয়ে প্রাসাদের নিকটবর্তী উপপর্বতের পাদদেশে, সাক্ষ্যমর কিপ্রিয়ানুসের ধারে, তাঁকে সমাধি দিলেন [১০]। তের দিন পরে সেই ভদ্রমহিলাও মৃত্যুবরণ করলেন ও সেইখানে তাঁকে সমাধি দেওয়া হল।

[৫] এদিকে মাক্সিমিলিয়ানুসের পিতা বিক্তর অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বাড়ি ফিরে গেলেন; তিনি ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন [১১] এটাই ভেবে যে, তিনি প্রভুর কাছে এমন একটি উপহার আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যে উপহার তিনি নিজেও শীঘ্রই অনুসরণ করতে যাচ্ছিলেন।

---

১ দিওন ২৯১ সালে রোম সাম্রাজ্যের প্রধান শাসনকর্তা, ও ২৯৬ সালে রোম শহরের নগর-অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। মাক্সিমিলিয়ানুসের বিচারকালে, অর্থাৎ ২৯৫ সালে, তিনি আফ্রিকা প্রদেশের প্রদেশশাসক ছিলেন।

২ 'পাঁচ পা, দশ উঞ্চিয়াস' অর্থাৎ, পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি: গোটা রোম সাম্রাজ্য জুড়ে এই পরিমাপের একক প্রচলিত ছিল (যা বাংলায় প্রচলিত শব্দগুলো সহও উল্লিখিত):
pes পেস - পা (ফুট)
uncia উঞ্চিয়া - ইঞ্চি = ফুটের ১/১২
passus পাস্‌সুস - ধাপ = ৫ ফুট
mille passus মিল্লে পাস্‌সুস - এক হাজার ধাপ = ৫০০০ ফুট, অর্থাৎ এক মাইল।
এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় এটা যে, কালক্রমে, ইঞ্চি পরিমাপটা প্রাচিন উঞ্চিয়া (ইঞ্চি) থেকে কিছুটা ভিন্ন হল, যার ফলে সেকালের 'পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি' পাঁচ ফুট আজকালের আট ইঞ্চি এর সমান; অন্য কথায়, আজকালের পরিমাপ অনুসারে মাক্সিমিলিয়ানুসের পরিমাপ পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি।

৩ ব্যাজে সৈন্যের নাম ও তার সেনাবিভাগের নাম লেখা ছিল। ব্যাজটা সৈন্যের গলায় পরার কথা।

৪ খ্রিষ্টিয়ানদের ব্যাজ হল সেই ক্রুশচিহ্ন যা দিয়ে বাপ্তিস্ম প্রার্থীরা দীক্ষাগ্রহণের প্রস্তুতিকালে যোগদানের দিনে কপালে চিহ্নিত হত।

৫ প্রেরিত ২:২২-২৪; রো ৮:৩২ দ্রঃ।

৬ মাক্সিমিলিয়ানুস দীক্ষাগ্রহণের প্রস্তুতিকালে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যা শিখেছিলেন, ঠিক তাই ব্যক্ত করেন।

৭ দিওক্লেতিয়ানুস, মাক্সিমিয়ানুস, কন্‌স্তান্তিউস ও মাক্সিমুস: রোম সম্রাট দিওক্লেতিয়ানুসই ২৯৬ সালে রোমীয় শাসন-ব্যবস্থা পুনর্গঠন করতে গিয়ে দু'জনের বদলে চারজনই 'প্রধান শাসকের' ব্যবস্থা জারি করেছিলেন। সেই অনুসারে তিনি মাক্সিমিয়ানুস হের্কুলিউসকে নিজের সহ-আউগুস্তুস (অর্থাৎ সহ-সম্রাট) হিসাবে, এবং কন্‌স্তান্তিউস ক্লরুসকে ও মাক্সিমিয়ানুস (এই মাক্সিমিয়ানুস এখানে মাক্সিমুস নামেই উপস্থাপিত) গালেরিউসকে 'কাইসার' হিসাবে নির্ধারণ করেছিলেন।

৮ 'প্রাণ' অর্থাৎ দেহের সঙ্গে সেই আত্মিক উপাদান যা মানুষকে মানুষ বলে চিহ্নিত করে ও আজকালে বাংলায় যা 'আত্মা' বলে পরিচিত ও সাধারণত বহু ধর্ম অনুসারে মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকে।

৯ 'শপথ', প্রকৃতপক্ষে লাতিন শব্দটা হল সেই 'সাক্রামেন্ত' শব্দ যা দু'টো অর্থ বহন করতে পারে। এক্ষেত্রে অর্থ হল 'শপথ' যা অনুসারে সৈন্য সামরিক সেবা সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব-কর্তব্য মেনে নিতে প্রতিজ্ঞা করত। অন্য ক্ষেত্রে, অর্থাৎ খ্রিষ্টমণ্ডলীর ধর্মতত্ত্ব ও উপাসনা ক্ষেত্রে, 'সাক্রামেন্ত' শব্দের অর্থ হল 'রহস্য' ও সেই অনুসারে বাপ্তিস্ম, দৃঢ়ীকরণ, এউখারিস্তিয়া ইত্যাদি সাক্রামেন্ত-রহস্যের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে।

১০ এসমস্ত নির্দেশনা সত্ত্বেও মাক্সিমিলিয়ানুসের দেহাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়নি। এদিকে মনে রাখা উচিত যে, এখানে বলা হচ্ছে, মাক্সিমিলিয়ানুসের মৃতদেহ 'সাক্ষ্যমর কিপ্রিয়ানুসের ধারে' রাখা হয়েছিল; কিন্তু সমস্যা এটা হল যে, আমরা জানি না সাক্ষ্যমর কিপ্রিয়ানুসের কবর কোথায়। যা জানি, তা এ, এঘটনার প্রায় একশ' বছর পরে কার্থাগোতে সাক্ষ্যমর কিপ্রিয়ানুসের সম্মানার্থে

বিশাল একটা মহাগির্জা নির্মাণ করা হয়, কিন্তু ৬৯৮ খ্রিষ্টাব্দে কার্থাগো শহর সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয় ও সেইসঙ্গে মহাগির্জাটাও ধ্বংসিত হয়।

১১ ১ মাকা ৪:২৪ দ্রঃ।

থ্মুইস শহরের বিশপ সুখী ফিলেয়াসের যন্ত্রণাভোগ কাহিনী

থ্মুইস (আজকালের তেমাই এল আমদেয়েদ) এমন ছোট শহর যা উত্তর মিশরে, নীল নদের বদ্বিপে, অবস্থিত।

বিবরণীতে উল্লিখিত ক্লদিউস কুল্কিয়ানুস মিশরের নগর-অধ্যক্ষ পদে অঞ্চলটা ৩০১ থেকে ৩০৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন; তাঁর শাসনকালেই, ৩০৬ সালে, সম্ভবত ৪ঠা ফেব্রুয়ারীতে, বিশপ ফিলেয়াসের সাক্ষ্যমরণ হয়। সেই সময়কালে, অর্থাৎ ৩০৪-৩১২ সালের মধ্যে, সম্রাট মাক্সিমিনুস দায়ার রাজবিধি অনুসারে হাজার হাজার খ্রিষ্টিয়ান সাক্ষ্যমরণ বহন করেন।

এই কার্যবিবরণীর তিনটা পাঠ্য রয়েছে; সেগুলোর দু'টো গ্রীক ভাষায়, ও একটা লাতিন ভাষায়। লাতিন পাঠ্য অধিক নির্ভরযোগ্য হওয়ায় সেটারই অনুবাদ এখানে উপস্থাপিত।

এ পুস্তকের লাতিন পাঠ্য on-line নেই।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

১। ফিলেয়াসকে আসামীর মঞ্চে রাখা হলে নগর-অধ্যক্ষ কুল্কিয়ানুস তাঁকে বললেন, 'এবার তুমি বিচক্ষণ হবে নাকি?'

ফিলেয়াস বললেন, 'আমি বিচক্ষণ, ও বিচক্ষণ ভাবে জীবনযাপন করি।'

কুল্কিয়ানুস বললেন, দেব-দেবীর কাছে বলি দাও।'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'আমি বলি দেব না।'

কুল্কিয়ানুস বললেন, 'কেন?'

ফিলেয়াস উত্তর দিলেন, 'কারণ পবিত্র ও ঐশ্বরিক শাস্ত্র বলে, যে কেউ একমাত্র প্রভুর উদ্দেশে ছাড়া অন্য দেবতার উদ্দেশেও বলি দেয়, তাকে উচ্ছেদ করা হবে [১]।'

কুল্কিয়ানুস বললেন, 'একমাত্র প্রভুর উদ্দেশে বলি দাও।'

ফিলেয়াস বললেন, 'আমি বলি দেব না, কেননা ঈশ্বর তেমন বলিদান আকাঙ্ক্ষা করেন না। পবিত্র ও ঐশ্বরিক শাস্ত্র বলে, *তোমাদের এই অসংখ্য যজ্ঞবলিতে আমার কী?*

প্রভুর উক্তি। আমি ভেড়ার আহুতি ও মেষশাবকের চর্বি ও ছাগের রক্ত চাই না; তোমরা আমার কাছে সেরা ময়দাও অর্ঘ্য করো না [২]।

কিন্তু উপদেষ্টাদের একজন বলল, 'তোমার বিচার কি সেরা ময়দার জন্য? নাকি এটা তোমার জীবনের ব্যাপার নয়?'

২। নগর-অধ্যক্ষ কুল্কিয়ানুস বললেন, 'তবে তোমার ঈশ্বর কোন্ বলিদানে প্রীত হন?'

ফিলেয়াস বললেন, 'ঈশ্বর শুদ্ধ হৃদয়, আন্তরিক মনোভাব ও সত্যকথার বলিদানে প্রীত [৩]।'

কুল্কিয়ানুস বললেন, 'তবে বলি দাও।'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'আমি বলি দেব না। তাছাড়া, তা করতে শিখিনি।'

কুল্কিয়ানুস বললেন, 'পলও কি বলি দেয়নি?'

ফিলেয়াস বললেন, 'না। তা দূরের কথা।'

কুল্কিয়ানুস বললেন, 'মোশি কি বলি দেয়নি?'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'শুধু ইহুদীদেরই কাছে, যেরুশালেমে, একমাত্র ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিদান দিতে আজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল [৪]। কিন্তু অন্য জায়গায় নিজেদের পর্বোৎসব পালন করায় এখন ইহুদীরা পাপ করে [৫]।'

কুল্কিয়ানুস বললেন, 'তাই বলি দাও।'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'আমি বলি দেব না।'

কুল্কিয়ানুস বললেন, 'এখানে কি প্রাণেরই একটা ব্যাপার হচ্ছে?'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'প্রাণের ও দেহেরই ব্যাপার হচ্ছে।'

কুল্কিয়ানুস বললেন, 'ঠিক এই দেহেরই?'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক এই দেহেরই?'

কুল্কিয়ানুস বললেন, 'এই মাংসের কি পুনরুত্থান হবে?'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, তার পুনরুত্থান হবে।'

কুল্কিয়ানুস আর একবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'পল কি বিশ্বাস অস্বীকার করেনি?'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'না। তা দূরের কথা।'

কুল্কিয়ানুস বললেন, 'আমি শপথ করেছি। তুমিও শপথ কর।'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'আমাদের শপথ না করার আদেশ করা হয়েছে। কেননা পবিত্র শাস্ত্র বলে, *তোমরা 'হ্যাঁ' বললে তা 'হ্যাঁ' হোক; 'না' বললে, তা 'না' হোক* [৬]।'

৩। কুল্কিয়ানুস বললেন, 'কিন্তু, সেই পল একটা নির্যাতনকারী ছিল না?'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'না। তা দূরের কথা।'

কুল্কিয়ানুস বললেন, 'পল কি অশিক্ষিত মানুষ ছিল না? সে কি সিরীয় ছিল না? সিরীয় [অর্থাৎ আরামীয়] ভাষায় আলোচনা করত না?'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'না, তিনি হিব্রু ছিলেন ও গ্রীক ভাষায় আলোচনা করতেন ও অন্য সবার চেয়ে অধিক প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন।'

কুল্কিয়ানুস বললেন, 'তুমি কি হয় তো এমনটাও বলবে যে, সে প্লেটোর চেয়েও শ্রেষ্ঠ ছিল?'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'প্লেটোর চেয়েও শুধু নয়, বরং তিনি অন্যদের সবার চেয়ে জ্ঞানীও ছিলেন। বাস্তবিকই তিনি প্রজ্ঞাবানদেরও মন জয় করতেন। এবং আপনি ইচ্ছা করলে, আমি আপনাকে তাঁর কথা বলব।

কুল্কিয়ানুস বললেন, 'এবার বলি দাও।'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'আমি বলি দেব না।'

কুল্কিয়ানুস বললেন, 'এটা কি বিবেকের ব্যাপার?'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ।'

কুল্কিয়ানুস বললেন, 'তবে কেমন করে তোমার সন্তানদের ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে [৭] তুমি তোমার বিবেকের প্রতি সম্মান জানাও না?'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'কারণ ঈশ্বরের প্রতি আমার বিবেক আরও বেশি ঊর্ধ্বতর। বাস্তবিকই পবিত্র ও ঐশ্বরিক শাস্ত্র বলে, যিনি তোমাকে নির্মাণ করেছেন, *তুমি তোমার সেই ঈশ্বর প্রভুকে ভালবাসবে* [৮]।'

কুল্কিয়ানুস বললেন, 'কোন্ ঈশ্বর?'

ফিলেয়াস স্বর্গের দিকে হাত দু'টো বাড়িয়ে [৯] বললেন, 'সেই ঈশ্বর যিনি আকাশ ও পৃথিবী, সমুদ্র ও তাদের মধ্যে যা কিছু আছে এসবের নির্মাতা' [১০], যিনি স্রষ্টা ও নির্মাতা, সবকিছুর অদৃশ্য, অচল, অনির্বচনীয় প্রভু, তিনিই একমাত্র আছেন ও যুগে যুগান্তরে থাকেন, আমেন।'

৪। ফিলেয়াস দীর্ঘক্ষণ কথা বলছিলেন বিধায় উকিলেরা তাঁকে থামাতে চেষ্টা করছিল; তারা বলছিল, ' তুমি কেন নগর-অধ্যক্ষকে প্রতিরোধ করছ?'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'তিনি যা বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, আমি সেবিষয়ে তাঁকে উত্তর দিই।'

কুল্কিয়ানুস বললেন, 'তবে এখন বলি দাও।'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'আমি বলি দেব না। আমি আমার প্রাণকে বাঁচাচ্ছি। কেননা খ্রিষ্টিয়ান যারা, তারা যে একাই প্রাণকে বাঁচায় এমন নয়, কিন্তু বিধর্মীরাও তেমনটা করে; সক্রেটিসের কথা ধরুন: যখন তাঁকে মৃত্যুর দিকে চালনা করা হচ্ছিল, তখন, তাঁর স্ত্রী ও তাঁর সন্তানেরা উপস্থিত থাকলেও, তিনি পিছটান দিলেন না, কিন্তু হেমলক নেবার জন্য অধিক ব্যস্ত হলেন।'

কুল্কিয়ানুস বললেন, 'সেই খ্রিষ্ট কি ঈশ্বর ছিল?'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ।'

কুল্কিয়ানুস বললেন, 'তুমি কেন দৃঢ়ভাবে এটা বিশ্বাস করলে যে, খ্রিষ্ট ছিল একটি ঈশ্বর?'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'তিনি অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ও বধিরদের শ্রবণশক্তি দিলেন, সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত মানুষদের নিরাময় করলেন, মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করলেন, বোবাদের বাক্‌শক্তি দিলেন ও অনেক অসুস্থতা নিরাময় করলেন [১১]। রক্তস্রাবে আক্রান্ত একটি স্ত্রীলোক তাঁর পোশাকের ধারটুকু স্পর্শ করলেই সেরে উঠেছিল [১২]। তিনি আরও অনেক চিহ্নকর্ম ও অলৌকিক লক্ষণ সম্পাদন করলেন।'

কুল্কিয়ানুস বললেন, 'একটা ঈশ্বরকে কি ক্রুশে দেওয়া হয়েছে?'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ। তাঁকে আমাদের পরিত্রাণার্থে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে; এবং যদিও তিনি জানতেন যে, তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হবে ও অপমান সহ্য করতে হবে, তবু আমাদের পক্ষে সবকিছু ভোগ করার জন্য নিজেকে সঁপে দিলেন। কেননা পবিত্র শাস্ত্র এসমস্ত বিষয় আগে থেকে পূর্বঘোষণা করেছিল: ইহুদীরা মনে করে তারা এ শাস্ত্র পালন করছে, কিন্তু একথা সত্য নয়। তাই, যে কেউ ইচ্ছুক, সে আসুক, তবেই সে দেখবে বিষয়টা আসলে এমন কি না।'

৫। কুল্কিয়ানুস বললেন, 'মনে রেখ, আমি তোমাকে সম্মান করেছি। কেননা আমি তোমার নিজের শহরে তোমাকে অপমান করতে পারতাম, কিন্তু তোমাকে সম্মান দেখাতে চাচ্ছিলাম বিধায় তা করিনি।

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'আপনাকে ধন্যবাদ। আপনিও আমার প্রতি এই পরম অনুগ্রহটুকু রাখুন।'

কুল্কিয়ানুস বললেন, 'তুমি কি ইচ্ছা কর?'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'শক্ত হোন; আপনাকে যা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা-ই করুন।'

কুল্কিয়ানুস বললেন, 'তুমি কি এইভাবে, অকারণেই, মরতে ইচ্ছা কর?'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'অকারণে নয়, ঈশ্বরের ও সত্যের পক্ষেই মরতে ইচ্ছা করি।'

কুল্কিয়ানুস বললেন, 'পল কি হয় তো এক ঈশ্বর ছিল?'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'না।'

কুল্কিয়ানুস বললেন, 'তবে সে কে ছিল?'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'তিনি আমাদের মত একজন মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে ঐশ্বরিক আত্মা বিরাজ করতেন [১৩]; ও তেমন আত্মা গুণে তিনি পরাক্রম-কর্ম, চিহ্নকর্ম ও অলৌকিক লক্ষণ সম্পাদন করতেন।'

কুল্কিয়ানুস বললেন, 'তোমার ভাইয়ের প্রতি অনুগ্রহ হিসাবেই আমি তোমাকে মুক্তি দেব।'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'আর আপনি আমার প্রতি এ পরম অনুগ্রহ মঞ্জুর করুন: শক্ত হোন; আর আপনাকে যা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা-ই করুন।

কুল্কিয়ানুস বললেন, 'আমি যদি মনে করতাম তুমি নিঃস্ব এবং সেই কারণেই এমন উন্মাদনায় জড়িয়ে পড়েছ, তবে আমি তোমাকে রেহাই দিতাম না। কিন্তু, যেহেতু তুমি এমন প্রচুর সম্পদের অধিকারী যে শুধু নিজেকেই নয়, প্রায় পুরো জেলাকেই পুষ্ট করতে পার, সেজন্য তোমাকে রেহাই দেব ও বলি দেবার ব্যাপারে তোমার মন পাল্টাতে ইচ্ছা করি।'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'আমি বলি দেব না। এতে আমি নিজেকেই রেহাই দিই।'

উপদেষ্টাগণ নগর-অধ্যক্ষকে বলছিল, 'সে পরিষদ কক্ষেই ইতিমধ্যে বলি দিল।'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'বলি দেওয়া বলতে যদি প্রকৃত অর্থেই তেমনটাই বোঝায়, তবে অবশ্যই আমি বলি দিইনি।'

৬। কুল্কিয়ানুস বললেন, 'তোমার স্ত্রী, বেচারি, তোমার দিকে তাকিয়ে আছে।'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, ‘প্রভু যিশু খ্রিষ্টই আমাদের সকল প্রাণের ত্রাণকর্তা। শেকলে আবদ্ধ অবস্থায় আমি তাঁরই সেবা করি। যিনি আপন গৌরবের উত্তরাধিকারে আমাকে আহ্বান করেছেন, তিনি আমার স্ত্রীকেও আহ্বান করতে পারেন।’

উকিলেরা নগর-অধ্যক্ষকে বলল, ‘ফিলেয়াস স্থগিতকরণ যাচনা করছে।’

কুন্ধিয়ানুস বললেন, ‘আমি তোমাকে স্থগিতকরণ মঞ্জুর করছি যাতে তুমি এবিষয়ে ভাবতে পার।’

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, ‘আমি একবারই মাত্র ভেবেছি এমন নয়, এবং আমার সিদ্ধান্ত ঠিক এটাই।’

ব্যবস্থাপকের সঙ্গে ও ফিলেয়াসের সকল আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে উকিলেরা ও আদালতের কর্মচারীরা সবাই মিলে তাঁর পা জড়িয়ে ধরছিল; তাঁকে অনুনয় করছিল যেন স্ত্রীর প্রতি খেয়াল রাখেন ও সন্তানদের যত্ন নেন। তিনি ঢেউয়ের আঘাতে আলোড়িত শৈলের মত অটল থাকছিলেন, বাচালদের পরামর্শ অবজ্ঞা করছিলেন, চোখের সামনে কেবল ঈশ্বরকেই রাখছিলেন ও শুধুমাত্র প্রেরিতদূতদের ও সাক্ষ্যমরদেরই নিজের আত্মীয়স্বজন ও সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি বলে গণ্য করছিলেন।

৭। সেসময়ে সেখানে একজন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন যিনি রোমীয় অশ্বারোহী বাহিনীর এক সেনাপতি; তাঁর নাম ফিলোরোমুস। তিনি, ফিলেয়াসকে আত্মীয়স্বজনের চোখের জলে পরিবেষ্টিত দেখে ও তাঁকে যে যেকোনও ভাবেই টলানো সম্ভব নয়, তা উপলব্ধি করে বলে উঠলেন, ‘তোমরা কেনই বা এই মানুষের স্থিরতা বৃথা ও নিষ্ফলে পরীক্ষা করতে চাও? যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত, তোমরা কেন তাকে অবিশ্বস্ত করতে চাও? তোমরা কি এমনটা দেখছ না যে, তাঁর চোখ তোমাদের অশ্রুজল দেখে না ও তাঁর কান তোমাদের কথা শোনে না শুধু এই কারণেই যে, তাঁর চোখ স্বর্গীয় গৌরবে [১৪] নিবদ্ধ রয়েছে?’

এসমস্ত কথার পর সবার ক্রোধ ফিলোরোমুসের বিরুদ্ধে মোড় নিল; সবাই চাচ্ছিল, তাকে ফিলেয়াসের সঙ্গে সেই একই শাস্তিতে বশীভূত করা হোক। বিচারক সানন্দেই এ প্রস্তাব মেনে নিয়ে খড়্গের আঘাতে দু’জনেরই শিরশ্ছেদ করার আদেশ দিলেন।

৮। সবাই বেরিয়ে গিয়েছিল; তারা শিরশ্ছেদের নিয়মিত স্থানের দিকে যাচ্ছিল এমন সময় ফিলেয়াসের ভাই (সে তো ছিল উকিলদের একজন) বলে উঠল, 'ফিলেয়াস রায় বাতিলের অনুরোধ জানাচ্ছে।'

কুন্কিয়ানুস তাঁকে ফিরিয়ে ডেকে বললেন, 'এ কি? তুমি কি আপীল করেছ?'

ফিলেয়াস উত্তরে বললেন, 'আমি আপীল করিনি। দূরের কথা। এই হতভাগা মানুষের দিকে মনোযোগ দেবেন না। আমি বরং সম্রাটদ্বয়ের কাছে ও সরকারের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ যে, আমি যিশু খ্রিষ্টের সহউত্তরাধিকারী [১৫] হয়ে উঠেছি।'

একথা বলার পর ফিলেয়াস বেরিয়ে গেলেন।

৯। তাঁদের শিরশ্ছেদ যেখানে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা, সেখানে গিয়ে পৌঁছে ফিলেয়াস পুব দিকে হাত দু'টো বাড়িয়ে বলে উঠলেন, 'প্রিয়তম সন্তান আমার, তোমরা সবাই যারা ঈশ্বরের অন্বেষণ করছ, নিজ নিজ হৃদয়ে *জাগ্রত থাক, কারণ আমাদের শত্রু গর্জমান সিংহের মত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সন্ধান করছে কাকে গ্রাস করবে* [১৬]।' আগে আমরা কখনও যন্ত্রণাভোগ করিনি, এখনই যন্ত্রণাভোগ করতে শুরু করছি, এখনই খ্রিষ্টের শিষ্য হতে শুরু করছি। প্রিয়তম সবাই, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের আজ্ঞাগুলো পালন কর। যিনি নিষ্কলঙ্ক ও বোধের অতীত, যিনি *'খেরুবদের উপরে আসীন'* [১৭], যিনি সমস্ত কিছুর নির্মাতা, যিনি *'আদি ও অন্ত'* [১৮], এসো তাঁকে ডাকি; গৌরব তাঁরই, যুগে যুগান্তরে। আমেন।'

একথা বলার পর ঘাতকেরা বিচারকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে খড়্গ দিয়ে সেই দু'জনের গলা কেটে দিল, ও সেইভাবে সেই দু'জনের অদম্য আত্মাকে মুক্ত করে দিল।

পবিত্র ফিলেয়াসের যন্ত্রণাভোগ কাহিনী এইখানে সমাপ্ত।

---

১ যাত্রা ২২:১০ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ।

২ ইশা ১:১১, ১৩ লাতিন পাঠ্য।

৩ ১ তি ১:৫ দ্রঃ।

৪ আজ্ঞাটা বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে উল্লিখিত।

৫ 'ইহুদীরা এখন পাপ করে': ব্যাপারটা এ, যেহেতু বলি দেওয়া শুধু যেরুশালেমেই ধর্মসম্মত কর্ম, সেজন্য, ৭০ খ্রিষ্টাব্দে যেরুশালেমের মন্দিরের ধ্বংসের পরে, এমনকি ফিলেয়াসের সময়েই (অর্থাৎ ৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২৩০ বছর পরে), ইহুদীদের পক্ষে বলি দেওয়াই পাপ।

৬ যাকোব ৫:১২।

৭ ‘সন্তানদের ও স্ত্রীর ব্যাপারে’ : সেসময় বিশপগণ ও প্রবীণগণও (পুরোহিতগণ) বিবাহ করতেন।
৮ দ্বিঃবিঃ ৬:৫ দ্রঃ।
৯ সেসময় খ্রিষ্টিয়ানগণ হাত দু’টো স্বর্গের দিকে প্রসারিত করেই প্রার্থনা করত।
১০ প্রেরিত ৪:২৪।
১১ মথি ১১:৫; লুক ৭:২২ দ্রঃ।
১২ মথি ৯:২০ দ্রঃ।
১৩ ১ করি ৭:৪০ দ্রঃ।
১৪ ২ করি ৩:১৮ দ্রঃ।
১৫ রো ১৮:১৭ দ্রঃ।
১৬ ১ পি ৫:৮ দ্রঃ।
১৭ ২ রাজা ১৯:১৫।
১৮ প্রকাশ ২১:৬; ২২:১৩।

সেবাস্তেতে প্রয়াত
খ্রিষ্টের পবিত্র ও গৌরবময় চল্লিশ সাক্ষ্যমরের উইল

৩২০ খ্রিষ্টাব্দে রোম সম্রাট লিকিনিউস খ্রিষ্টিয়ান-বিরোধী যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন—যার লক্ষ্যবস্তু ছিল মূলত খ্রিষ্টমণ্ডলীর পদস্থ ব্যক্তিত্ব এবং বেসামরিক ও সামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তারা—তারই অংশ হিসেবে প্রাচীন আর্মেনিয়া প্রদেশে অবস্থিত সেবাস্তে (আজকালীন তুরস্কে অবস্থিত সিবাস) শহরে মোতায়েনকৃত Legio XII Fulminata ('লেগিও দ্বাদশ ফুলমিনাতা') [১] নামক সৈন্যদলের চল্লিশজন খ্রিষ্টিয়ান সৈন্যকে গ্রেপ্তার করা হয় ও তাঁদের খ্রিষ্টবিশ্বাস ত্যাগ করতে আহ্বান করা হয়। তাঁরা তেমনটা করা অস্বীকার করলে তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ৩২০ থেকে ৩২৪ সালের মধ্যবর্তী কোনো এক বছরের ৯ই মার্চ, হাড়কাঁপানো ঠান্ডার মধ্যে তাঁদের নগ্ন অবস্থায় ফেলে রাখা হয় ও শীতের প্রকোপে তাঁদের মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পর তা কার্যকর হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে, সেই চল্লিশজন খ্রিষ্টিয়ান সৈন্য ওই অঞ্চলের সহ-বিশ্বাসীদের উদ্দেশে একটা পত্র লেখেন যা সাধারণত 'উইল' নামে পরিচিত ও যার অনুবাদ এখানে উপস্থাপিত: পত্রে তাঁরা অনুরোধ করেন যেন তাঁদের সবাইকে একই স্থানে সমাহিত করা হয়। তাঁদের এ বাসনা পূরণ করা সম্ভব হয়নি, কারণ মৃত্যুর পরে তাঁদের দেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল ও সেই ছাই নিকটবর্তী নদীতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

গ্রীক পাঠ্যের বিকল্প লিং (যা অনুবাদের জন্য ব্যবহৃত পাঠ্য থেকে একটু ভিন্ন হতে পারে)।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩

খ্রিষ্টের বন্দি মেলেতিউস, আয়েতিউস ও এউতিখিউস প্রতিটি শহর ও দেশের পবিত্র বিশপ ও প্রবীণবর্গের সমীপে, পরিসেবকগণ, সাক্ষ্যদাতাগণ ও খ্রিষ্টমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যদের সমীপে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

১ [১] ঈশ্বরের অনুগ্রহে ও আমাদের সবার প্রার্থনার ফলে, যখন আমরা *আমাদের জন্য নির্দিষ্ট সেই দৌড়* [২] সাফল্যমণ্ডিত করতে পারব ও স্বর্গীয় আহ্বানের পুরস্কার [৩] জয় করতে পারব, তখন আমরা বাসনা করি, আমাদের এই ইচ্ছাও মঞ্জুর করা হোক, অর্থাৎ, আমাদের যা অবশিষ্ট থেকে যাবে, তা যেন আমাদের পিতা ও প্রবীণ প্রোইদুসের স্থানীয় মণ্ডলীর কাছে, ও আমাদের ভাই ক্রিস্পিনুস ও গর্দিউসের কাছে, ও সেইসঙ্গে তাঁদের ভক্তিপূর্ণ বিশ্বস্তজনদের কাছে, সিরিল, মার্ক ও আম্মনিউসের সন্তান সাপ্রিকিউসের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, ও আমাদের হাড় যেন জেলোন শহরের নিচে অবস্থিত সারিম গ্রামে [৪] বিশ্রাম পেতে পারে। কেননা, আমরা সবাই ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে আগত হয়েও, তবু চিরন্তন বিশ্রামের জন্য সেই এক ও একই স্থান বেছে নিয়েছি। কেননা, যেহেতু লড়াইতে আমাদের অঙ্গীকার এক হবে, সেজন্য আমরা সিদ্ধান্ত করেছি, সেই শয্যাও এক হবে যা উপরোল্লিখিত গ্রামে আমাদের বিশ্রাম দেবে। তেমনটা হল পবিত্র আত্মার প্রণোদিত সিদ্ধান্ত, ও আমরা সেই সিদ্ধান্ত আমাদেরই মিলিত সিদ্ধান্ত করতে প্রীত।

[২] এবং আমরা যারা আয়েতিউস, এউতিখিউস ও খ্রিষ্টে আমাদের অন্যান্য ভাইদের মণ্ডলীর সদস্য, সেই আমরা আমাদের দৈহিক পিতামাতা ও ভাইদের অনুরোধ করি, আমাদের এ সিদ্ধান্তের জন্য তারা যেন সমস্ত শোক ও ক্লেশ থেকে নিজেদের নিবৃত্ত রাখে, বন্ধুত্বসুলভ সহভাগিতা সম্পর্কিত আমাদের এই নিয়ম যেন মেনে নেয়, ও আমাদের ইচ্ছা পূরণার্থে যেন সাগ্রহে সহযোগিতা দান করে: তবেই তোমরা আমাদের সবার পিতার কাছ থেকে সেই মহৎ মজুরি পাবে যা বাধ্যতা ও সহানুভূতি থেকে আগত। [৩] আমরা আবার সবাইকে অনুরোধ করি, যখন আমাদের ছাই চুল্লি থেকে বের করা হবে, তখন যেন কেউই সেই ছাইয়ের ন্যূনতম অংশও নিজে থেকে ও নিজের জন্য না নেয়; বরং সেগুলো যাতে একত্রে জড় করা হয় সেই লক্ষ্যে এক একজন যেন অধিক একাগ্রতা সহকারে উপরোল্লিখিত ভাইদের কাছে দিয়ে দেয়, যেন নিজের ভক্তির তীব্রতা ও নিজের নিঃস্বার্থ মঙ্গলময়তা দেখিয়ে আমাদের পরিশ্রমের জন্য নিজের জন্য করুণার ফল অর্জন করতে পারে। যিনি খ্রিষ্টের সমাধিগুহা সাগ্রহে সংরক্ষণ করতে করতে প্রথম হয়েই প্রভুকে দেখেছিলেন, সেই [মাগ্দালার] মারীয়া [৫] এইভাবেই প্রথম হয়ে আনন্দের মজুরি ও তাঁর আশীর্বাদের দান গ্রহণ করেছিলেন। [৪] তারপরে, কেউ যদি আমাদের এই শেষ ইচ্ছা প্রতিরোধ করে, তবে মহত্তর অপরাধে অপরাধী বলে তাকে যেন ঐশ্বরিক প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করা হয়, কেননা ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র তাগিদের জন্য ন্যায্যতা বাতিল

করায় সে তার সাধ্যমত একে অন্য থেকে সেই আমাদেরই বিচ্ছিন্ন করতে চেষ্টা করেছে যাদের আমাদের পবিত্র ত্রাণকর্তা নিজের অনুগ্রহ ও দূরদৃষ্টি দ্বারা বিশ্বাসে যুক্ত করেছেন।

[৫] তারপরে, যদি যুবা এউনোইকুসও দয়াবান ঈশ্বরের সম্মতিক্রমে আমাদের মত লড়াইয়ের শেষ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছবে, তবে এটা স্পষ্ট হয়ে দাঁড়াবে যে, সেও আমাদের একই বিশ্রামস্থানের যোগ্য। কিন্তু, খ্রিষ্টের অনুগ্রহ দ্বারা যদি তাঁকে অক্ষত অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখা হয় ও তখনও জীবিতদের মধ্যে তালিকাভুক্ত করে রাখা হয়, তাহলে আমাদের অনুরোধ, যেন আমাদের কবর দেখাশোনার জন্য তাকে স্বাধীন রাখা হয়, এবং আমরা তাকে উৎসাহিত করি যেন সে খ্রিষ্টের আজ্ঞাবলি মেনে চলে, যাতে সে, জগতে থাকতেও আমাদের একই ক্লেশ ভোগ করেছে বিধায়, যেন পুনরুত্থানের মহাদিবসে আমাদের একই প্রতিদান পেতে পারে। [৬] কেননা ভাইয়ের প্রতি চিন্তা ঐশ্বরিক ন্যায্যতাকে মানায়, কিন্তু রক্তসম্পর্কে সম্পর্কিত মানুষদের প্রতি অবাধ্যতা ঈশ্বরের আজ্ঞা পদদলিত করে। কেননা লেখা আছে, *যে হিংসা ভালবাসে, সে নিজের প্রাণ ঘৃণা করে* [৬]।

২ [১] এজন্য, হে ভাই ক্রিস্পিনুস, আমি তোমাদের যাচনা করি ও অনুরোধ করি যেন তোমরা পার্থিব যেকোন দুর্বলতা ও পার্থিব ভোগবিলাসিতা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখ। কেননা জগতের গৌরব ভঙ্গুর ও অনিশ্চিত, ও সেই গৌরব ক্ষণিকের মত পুষ্পিত হয় কিন্তু ঘাসের মত শীঘ্রই ম্লান হয় [৭], এমনকি যতটা দ্রুত গড়ে উঠেছিল, তার চেয়েও আরও দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। তোমরা বরং মানবপ্রেমিক সেই ঈশ্বরেরই কাছে দৌড়োও যিনি তাঁর আশ্রিতজনদের চিরন্তন ঐশ্বর্য যুগিয়ে দেয় ও তাঁর শরণাপন্নদের অনন্ত জীবন মঞ্জুর করে [৮]। [২] যারা পরিত্রাণ পেতে ইচ্ছা করে, তাদের জন্য এটাই উপযুক্ত সময় [৯]: মনপরিবর্তন করার অবারিত সুযোগ আমাদের দেওয়া হচ্ছে, ও আমাদের সামনে কোনও অজুহাত ছাড়াই সদাচরণ পালন করার অপরিহার্য সুযোগ রাখা হচ্ছে; অন্তত তাদেরই জন্য যারা কোনও কিছুই আগামীকালের জন্য ফেলে রাখে না। কেননা জীবনের উত্থান-পতন পূর্বাভাসের বস্তু নয়; কিন্তু তুমি এটা একবার উপলব্ধি করলে তবে যত্নশীল হয়ে সেই উত্থান-পতনের মধ্যে তোমার নিষ্কলঙ্ক ধর্মভক্তি প্রকাশ কর, যাতে করে যখন তুমি সেই গতিতে আক্রান্ত হও, তখন যেন তোমার অতীত অপরাধের সমস্ত বন্ধন বাতিল করতে পার। লেখা আছে, 'আমি তোমাকে যেমনটা পাব, সেইভাবেই তোমাকে বিচার করব' [১০]। [৩] তাই খ্রিষ্টের আজ্ঞাগুলো ক্ষেত্রে নিজেদের অনিন্দনীয় বলে প্রমাণ করার বিষয়ে সচেষ্ট থাক, তবেই অনির্বাণ সেই অনন্ত আগুন এড়াতে পারবে [১১]।

ঐশকণ্ঠ তো অনেক আগেই চিৎকার করে বলেছে, *'সময় আর বেশি নেই'* [১২]। [৪] সর্বোপরি তোমরা ভালবাসাকে সম্মান কর, কেননা ভালবাসাই ভ্রাতৃত্বের নিয়ম পূরণ করে ও ঈশ্বরের বিধানের প্রতি বাধ্যতা স্বরূপ। কেননা দৃশ্য ভাইয়ের মধ্যে অদৃশ্য ঈশ্বরকে সম্মান করা হয় [১৩]; এবং যদিও এই শব্দ রক্তসম্পর্কের মানুষকে ইঙ্গিত করে, তবু তার অর্থ সেই সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে যারা খ্রিষ্টকে ভালবাসে। কেননা আমাদের পবিত্র ত্রাণকর্তা ও ঈশ্বর যিনি, যারা প্রকৃতিগত দিক দিয়ে একে অন্যের সহভাগী, তাদেরই নয়, কিন্তু যারা শুভকর্ম সাধনে বিশ্বাসে একে অন্যের সঙ্গে একতাবদ্ধ ও *আমাদের স্বর্গস্থ পিতার* [১৪] ইচ্ছা পূরণ করে, তাদেরই তিনি ভাই বলে ঘোষণা করলেন।

৩ [১] আমরা তাঁদের পবিত্র মণ্ডলীকে সহ মাননীয় প্রবীণ ফিলিপ, প্রক্লিয়ানুস ও দিওগেনেসকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তাঁর আপন পবিত্র মণ্ডলীকে ও তাঁর আপনজনদের সহ ফিদেলা গ্রামের [১৫] মাননীয় প্রক্লিয়ানুসকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তাঁর আপন মণ্ডলীকে সহ মাক্সিমুসকে, তাঁর আপন মণ্ডলীকে সহ মাগ্নুসকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তাঁর আপনজনদের সহ দম্নুসকে ও আমাদের পিতা ইলেসকে, তাঁর আপন মণ্ডলীকে সহ বালেন্সকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এবং আমি, মেলেতিউস, তাঁদের আপনজনদের সহ আমার আত্মীয় লুতানিউস ক্রিস্পস ও গর্দিউসকে, তাঁদের আপনজনদের সহ এল্লিদিউসকে, তাঁদের আপনজনদের সহ হিপেরেকিউসকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

[২] আমরা সারিম গ্রামের সঙ্গীদেরও, তাঁর আপনজনদের সহ প্রবীণকে, তাঁদের আপনজনদের সহ পরিসেবকদের, তাঁর আপনজনদের সহ মাক্সিমুসকে, তাঁর আপনজনদের সহ হেসিখিউসকে, তাঁর আপনজনদের সহ কিরিয়াকুসকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা খাদুথির [১৬] সবাইকে, এক একজনকে করে, প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। খার্সিফনের [১৭] সবাইকেও, এক একজনকে করে, প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি, আয়েতিউস, আমার আত্মীয় মার্কুস ও আকিলিয়ানুসকে, প্রবীণ ক্লাউদিউসকে, আমার ভাই মার্কুস ও ত্রিফোনেসকে, আমার বোনদের ও আমার ছেলেকে সহ আমার স্ত্রী দম্নাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

[৩] আমি, এউতিখিউস, ক্সিমারা-নিবাসীদের [১৮], আমার মাতা যুলিয়াকে, আমার ভাই সিরিল, রুফুস, রিগ্লুস, সিরিল্লাকে, আমার স্ত্রী বাসিলিয়াকে, পরিসেবক ক্লাউদিউস, রুফিনুস ও প্রক্লুসকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমরা আম্মনিউসের ছেলে ঈশ্বরসেবক সাপ্রিকিউসকে ও গেনেসিউসকে ও তাঁর আপনজনদের সহ সুসান্নাকেও প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

[৪] তাই আমরা সবাই সবাইকে আমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি; চল্লিশ ভাই ও কারাসঙ্গী সেই আমরা সবাই, তথা, মেলেতিউস, আয়েতিউস, এউতিখিউস, কিরিওন, কান্দিদুস, আগ্নিয়াস, গাইউস, খুদিওন, হেরাক্লিউস, জন, থেওফিলুস, সিসিন্নিউস, স্মারাগ্দুস, ফিলক্তেমন, গর্গনিউস, সিরিল, সেবেরিয়ানুস, থেওদুলুস, নিকাল্লস, ফ্লাবিউস, ক্লান্থিউস, বালেরিউস, হেসিখিউস, দমিতিয়ানুস, দম্নুস, আয়েলিয়ানুস, থেওক্তিস্তুস বলেও পরিচিত লেওন্তিউস, এউনোইকুস, বালেন্স, আকাকিউস, আলেক্সান্দার, বিবিয়ানুস বলেও পরিচিত বিক্রাতিউস, প্রিস্কুস, সার্কেদন, এক্দিকিউস, আথানাসিউস, লিসিমাখস, ক্লাউদিউস, ইলেস ও মেলিতন।

তাই, প্রভু যিশু খ্রিষ্টের চল্লিশ বন্দি এই আমরা, উপরে যা লেখা রয়েছে, তা সবই আমাদের একজন সেই মেলেতিউসের হাত দ্বারা স্বাক্ষরিত ও অনুমোদিত করেছি; এবং আমরা সবাই তাতে সম্মতি দিয়েছি। ঐশ-আত্মার প্রেরণায় আমরা প্রার্থনা করি যেন আমরা সবাই ঈশ্বরের ও তাঁর রাজ্যের চিরন্তন মঙ্গলদান অর্জন করতে পারি, এখন ও যুগে যুগান্তরে। আমেন।

———————

১ Legio XII Fulminata (লেগিও দ্বাদশ ফুলমিনাতা) অর্থাৎ 'বজ্রপাতকারী দ্বাদশ সৈন্যদল'—যা Paterna, (পাতের্না - পিতৃ সৈন্যদল), Victrix (বিক্ত্রিক্স - বিজয়ী), Antiqua (আন্তিকুয়া - আদিম), Certa Constans (কের্তা কন্স্তান্স - নিশ্চিত অটল) ও Galliena (গাল্লিয়েনা - গাল্লিয়া প্রদেশীয়) সৈন্যদল নামেও পরিচিত—ছিল রোম সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীর একটা নাম-করা সৈন্যদল। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮ সালে রোম সম্রাট স্বয়ং যুলিউস কাইসার এটা গঠন করেন ও খ্রিষ্টপূর্ব ৪৯ সাল পর্যন্ত (আজকালীন ফ্রান্সে) গাল্লীয় যুদ্ধের পুরো সময়জুড়ে এই সৈন্যদল তাঁর সঙ্গী ছিল; সেসময় Legio (লেগিও)-তে ৪,২০০ পদাতিক ও ৩০০ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল; পরবর্তীতে এতে মোট ৫,২০০ জন সৈন্য অন্তর্ভুক্ত হয়। পঞ্চম শতাব্দীর শুরুর দিকেও এই সৈন্যদলটা মেলিতেনের কাছে ফোরাত নদী পারাপারের স্থানটিতে পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। কেবলমাত্র যারা রোমীয় নাগরিকত্ব ধারণ করত, তারাই একটা Legio (লেগিও)-তে যোগদানের আবেদন জানাতে পারত।

২ হিব্রু ১২:১ দ্রঃ।

৩ ফিলি ৩:১৮ দ্রঃ।

৪ 'জেলোন শহরের নিচে অবস্থিত সারিম গ্রামে' : 'জেলোন' ও 'সারিম' স্থান দু'টো অজানা।

৫ যোহন ২০:১-২, ১৪-১৮ দ্রঃ।

৬ সাম ১১:৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

৭ ইশা ৪০:৬-৮ দ্রঃ।

৮ ১ তি ৬:১৭-১৮; মথি ৬:১৯-২০ দ্রঃ।

৯ ২ করি ৬:২ দ্রঃ।

১০ 'আমি তোমাকে যেমনটা পাব, সেইভাবেই তোমাকে বিচার করব': বচনটা সকালে বেশ প্রচলিত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, সেকালের প্রাচীন খ্রিষ্টিয়ান লেখক যুস্তিনুস এটাকে যিশুর নিজের উক্তি বলে উল্লেখ করেছিলেন; আবার জন ক্লিমাকুক নামক অন্য একজন প্রাচীন লেখকের দাবি অনুযায়ী এটা নবী এজেকিয়েলের একটা উক্তি।

১১ মথি ২৫:৪১ দ্রঃ।

১২ ১ করি ৭:২৯।

১৩ ১ যোহন ৪:২০ দ্রঃ।

১৪ মথি ৬:৯ দ্রঃ।

১৫ 'ফিদেলা গ্রাম' অজানা।

১৬ 'খাদুথি' শহর অজানা।

১৭ 'খার্সিফন' শহর অজানা।

১৮ 'ক্সিমারা' শহরটা সম্ভবত প্রাচীন আর্মেনিয়ায় (আজকালেন তুরস্কে) অবস্থিত সাতালা (আজকালের সাদাক) ও মেলিতেনের (আজকালের মালাতিয়া ও আরও বেশি প্রাচীন আস্লান্তেপে নামক শহরের) মধ্যবর্তী কোনো স্থানে অবস্থিত ছিল।